হৃদয় গলে সিরিজের দশম উপহার

যে গল্পে হৃদয় কাঁদে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সিরিজ-১০

যে গল্পে হৃদয় কাঁদে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)
মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

মাওলানা বশীর উদ্দীন
মাওলানা আবুল কালাম মাসুম

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কওমী মাদরাসা পাবলিকেসন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

সিরিজ-১০

যে গল্পে হৃদয় বাঁধে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১২৫৪৬২, ০১৭২১৭১৩৬২

প্রকাশকাল
জানুয়ারী- ২০০৫ইং
জিলক্বদ- ১৪২৫ হিঃ

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ
মাওঃ হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্‌রাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯১-৩৮০৬২৩, ৯৬৬৯০১৬

www.smfoundationbd.com

আল-ইহদা.....

পরম শ্রদ্ধেয়
নানীজানের
সুউচ্চ মর্যাদা ও
মাগফিরাত
কামনায়—
আমার এ ক্ষুদ্র
প্রয়াসটুকু
অর্পণ করলাম।
—— লেখক

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে

হৃদয় গলে সিরিজের ১০ম খন্ডটি জানুয়ারী ২০০৫ এর মধ্যেই প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারনে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এজন্য সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির প্রত্যাশি। এ সিরিজ ১০-এর পরও চলতে থাকবে-৯ম খন্ডের ভূমিকা পাঠ করে ইতোমধ্যে অনেকেই এ সংবাদ জেনে ফেলেছেন। এতে বেশ কিছু পাঠক-পাঠিকা অত্যন্ত খুশি হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ ফোনে আলাপ করেছেন। এই উৎসাহ ব্যাঞ্জক চিঠি ও ফোনের জন্য আমার পক্ষ থেকে সকলের প্রতি রইল অসংখ্য মোবারকবাদ। পূর্বের ঘোষনা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ সিরিজ-১১ থেকে প্রতিটি খন্ডেই পৃথকভাবে "আবাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?" শিরোনামে বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক ও চরিত্র গঠনমূলক ঘটনা স্থান পাবে। এসব ঘটনা পাঠ করে আপনারা একদিকে যেমন আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের দ্বীনদারী-পরহেজগারী, বিনয়-নম্রতা ও বিশাল হৃদয়ের খোঁজ পাবেন, তেমনি অন্যদিকে এ থেকে প্রচুর আত্মার খোরাকও প্রাপ্ত হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সিরিজের পূর্ববর্তী বইগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা এমন আছে যেগুলো সূত্র ছাড়াই উল্লেখ করা হয়েছে। চলমান বইয়ের শেষের দিকে সেসব সূত্রবিহীন ঘটনা থেকে ১৬টি ঘটনার নির্ভরযোগ্য সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ জাতীয় অন্যান্য ঘটনার সূত্রও পরবর্তী সিরিজগুলোতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। লেখকের জবাব নামে যে বিভাগটি সিরিজ-৯ থেকে চালু হয়েছে তা চলমান সিরিজেও স্থান পেয়েছে। আল্লাহ চাহে তো সামনেও তা চলবে। পাঠকের মতামত বিভাগে অনেকেই লিখা পাঠিয়েছেন। জায়গার অভাবে সকলের মতামত ছাপানো সম্ভব হলো না। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে খুশির কথা হলো, যাদের মতামত স্থান পেয়েছে, পূর্বের ঘোষনা অনুযায়ী তাদের প্রথম দশজনের প্রত্যেককে সিরিজের যে কোন একটি বই যথাসময়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে পাঠক, প্রকাশক, সম্পাদক, শুভাকাংখীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও দুআর দরখাস্ত রেখে শেষ করছি।

বিনীত

মুফীজুল ইসলাম ভাদুঘরী

১৫/০২/০৫ইং

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

সম্পাদকের অভিব্যক্তি

শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষে রূপদান করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা লাভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুষ্ঠু ও সুন্দর মনের মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে না। আল্লাহ পাক প্রথম মানুষকেই শিক্ষা দান করে শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন। শিক্ষার বলেই হযরত আদম (আ.) অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন। সর্ব শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ সর্ব প্রথম বাণীও শিক্ষা সংক্রান্ত। এজন্যই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সৃষ্টির জন্ম লগ্ন থেকে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। শিক্ষিত নন্দিত। অশিক্ষিত নিন্দিত। শিক্ষিত সততা, সভ্যতা, সদাচরণ, ন্যায়নীতি এমনকি সর্ব প্রকার মহান গুনাবলীর আধার। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত অসভ্যতা, জুলুম-অত্যাচার-অন্যায় অবিচার, মিথ্যা-প্রবঞ্চনার সমাহার। এ ধারণা এখন পর্যন্ত চলে আসছে। কিন্তু বর্তমান জগতে প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই এ বাস্তবতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষিত হয়েও যেন অশিক্ষিতের বিশেষণে বিশেষিত। তাদের কাজ কর্ম, আচার আচরণ, চলাফেরা, চরিত্র যেন প্রতি নিয়ত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তারা শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিত। বর্তমান যুগে 'জ্ঞান পাপী' নামে একটি শব্দের খুব প্রচলন আছে। এ শব্দটি সাধারণত এ ধরণের লোকদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে গবেষকগণের অভিমত হচ্ছে, শিক্ষার নামে অসভ্যতা ও অসততার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারই এর কারণ। বই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান বাহক। কিন্তু বর্তমানে বাজারে এমন সব বই পাওয়া যাচ্ছে যা মানুষের নৈতিক চরিত্র হননের উপাদানে ভরপুর। এমনকি অনেক শিক্ষালয়ে এ ধরণের শিক্ষাও দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এসবের প্রতিবাদ হচ্ছে না, প্রতিরোধের ব্যবস্থা হচ্ছে না। যার যা মনে চাচ্ছে, তা লিখেই বাজারে ছাড়ছে। আর এসব লেখা অধ্যায়ন করে মানুষ তার নৈতিক চরিত্রটুকুও হারিয়ে ফেলছে। সহমর্মিতা, সহযোগীতা, সততা, সহনশীলতা, এক কথায় সর্ব প্রকার মহৎ গুণাবলী তার থেকে বিদায় নিচ্ছে। এমনই এক চরম অবস্থায় প্রয়োজন এমনসব বই রচনা করা যা মানুষকে এ অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে প্রকৃত মানবীয় গুণাবলীতে অলংকৃত করবে। ফলে মানুষ তার নৈতিক চরিত্র ফিরিয়ে পেতে সক্ষম হবে। মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলামের "হৃদয় গলে সিরিজ" এ মহান উদ্যোগেরই একটি সফল প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি। আল্লাহ পাক তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

মাওলানা বশীর উদ্দীন

(শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম নরসিংদী)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

প্রকাশকের কথা

সর্ব প্রথম মহান আল্লাহর দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহে হৃদয় গলে সিরিজের দশম খন্ডটিও পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি।

মানুষ স্বভাবগত ভাবেই সাধারণত গল্প-কাহিনী পড়ার প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে থাকে। এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যঙ্গনে গল্প-কাহিনী সমৃদ্ধ যেসব বই পুস্তক রয়েছে, তাতে আমাদের শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক এবং প্রবীণদের শিক্ষার মতো তেমন কিছুই নেই। এসব বই-পুস্তক সাধারণত ভূত-পেত্নী ও দেব-দেবীর এমন সব উদ্ভট, কল্পনাপ্রসূত ও বানোয়াট কাহিনীতে ভরপুর, যা ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দান ছাড়া আর কিছুই দিতে সক্ষম হয় না।

তবে খুশির কথা এই যে, অধুনা এক ঝাঁক তরুণ আলেম, সত্য সুন্দর ও সৃজনশীল সাহিত্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইসলামি ভাবধারা ও নীতিমালার আলোকে কিছু গল্প-কাহিনী, সত্য ঘটনা ও বস্তুনিষ্ঠ উপদেশমূলক লিখনী জাতিকে উপহার দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যা সর্বস্তরের আপামর জনগণকে সাহিত্যের খোরাক দানের পাশাপাশি উন্নত চরিত্র গঠনপূর্বক আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। আমার জানা মতে, হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি বই মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই লেখা। এ সিরিজের প্রতিটি ঘটনা পাঠক-পাঠিকাদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার জন্য অন্তহীন প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করুক-এ প্রত্যাশা নিয়েই ইসলামিয়া কুতুবখানার এ ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

অবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে একান্ত মুনাজাত, তিনি যেন আমাদের ক্ষুদ্র এ প্রয়াস কবুল করেন এবং একে সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

বিনীত

মোঃ মোস্তফা

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্‌বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "**যে গল্পে হৃদয় গলে**" (চলমান অংশের নাম 'যে গল্পে হৃদয় কাঁদে') নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার **"যে গল্পে হৃদয় গলে" (বর্তমান অংশের নাম 'যে গল্পে হৃদয় কাঁদে')** নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

শফীকুল ইসলাম

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ (মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম আল্লামা আলহাজ্ব

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানা মতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুণ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্ত-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযুগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান। আমীন।

তাং - ১২/৪/২০০৪ইং

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস নরসিংদী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত

মাওলানা মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদি হিল্লাযি নাসত্বাফা। আম্মাবাদ,

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। গল্প-কাহিনী মানুষ শুনতে যেমন ভালবাসে, তেমনি পড়তেও তাদের ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা বৃদ্ধ-জোয়ানের ভেদাভেদ নেই। গল্পের প্রতি মানুষের এ স্বভাবগত ঝোঁকের কারণেই তারা গল্প পড়ে, শুনে এবং শুনানোর জন্য অন্যকে অনুরোধও করে। সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু যদি সুন্দর, ভাল ও চরিত্রগঠনমূলক হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সৎ-সুন্দর ও উত্তম হবেই। যা তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। 'যে গল্পে হৃদয় গলে'র লেখক অত্যন্ত রুচিশীল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

তৃতীয় খন্ডের পর এ বইয়ের বাকী গল্পগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে সত্যিই আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এবং তার মহৎ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা জাতির হেদায়েতের পথকে উম্মুক্ত করুন। আমীন।

২৮সেপ্টেম্বর ২০০৩

(মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

হৃদয় গলে সিরিজ

যেভাবে আপনি পড়বেন

১। প্রথমে নিয়ত খালেছ করে নিন। অর্থাৎ এ নিয়ত করুন যে, আমি সিরিজের প্রতিটি বই আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশি করার উদ্দেশ্যে পাঠ করব।

২। এই সিরিজ পাঠ করার জন্য এমন সময় নির্বাচিত করুন, যখন আপনি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীমুক্ত থাকেন। কারণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় অনেক ভাল জিনিষও খারাপ লাগে।

৩। সিরিজের যে কোন বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (ভূমিকা ও পাঠকের মতামতসহ) সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। যদিও তাতে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

৪। হৃদয় গলে সিরিজ যেহেতু পাঠক-পাঠিকাকে কেবল আনন্দে আত্মাহারা কিংবা চোখে অশ্রু ঝরানোর জন্যই লিখা হয়নি, বরং তা লিখা হয়েছে সচ্চরিত্র গঠন ও আমলী জিন্দেগী তৈরীর এক মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেহেতু লেখকের উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে আপনিও অনুরুপ নিয়ত করুন।

৫। সিরিজের বইগুলো পাঠ করে যদি ভাল লাগে এবং আপনি মনে করেন যে, এগুলো অন্যদেরও পাঠ করা প্রয়োজন, তবে দ্বীনি কাজের একটি অংশ হিসেবে মা-বাবা ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে বইগুলো পড়তে উৎসাহিত করুন। পারলে হাদিয়া দিন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

হৃদয় গলে সিরিজের বইসমূহ

- যে গল্পে হৃদয় গলে ..... (প্রথম খন্ড)
- যে গল্পে হৃদয় গলে ..... (দ্বিতীয় খন্ড)
- যে গল্পে হৃদয় গলে ..... (তৃতীয় খন্ড)
- যে গল্পে অশ্রু ঝরে ..... (সিরিজ–৪)
- যে গল্প হৃদয় কাড়ে ..... (সিরিজ–৫)
- যদি এমন হতাম ..... (সিরিজ–৬)
- ঈমানদীপ্ত কাহিনী ..... (সিরিজ–৭)
- অশ্রুভেজা কাহিনী ..... (সিরিজ–৮)
- যে গল্পে হৃদয় জুড়ে ..... (সিরিজ–৯)
- যে গল্পে হৃদয় কাঁদে ..... (সিরিজ–১০)
- হারানো দিনের সোনালী কাহিনী (সিরিজ–১১)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

যে গল্পে হৃদয় কাঁদে.....১৫
এমন ভুল যেন কারো না হয়.....৩৩
হৃদয়ের আর্তনাদ.....৫৫
প্রতারণার হাসি.....৬০
এক মুজাহিদ বোনের অমর কাহিনী.....৭০
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি.....৮০
একেই বলে তাকওয়া.....৮৭
উচিত শিক্ষা.....৯০
একটি শিক্ষনীয় গল্প.....৯৮
পাঠকের মতামত.....১০১
লেখকের জবাব.....১০৬
লেখা পাঠানো সম্পর্কে দু'টি কথা.....১০৮
হৃদয় গলে সিরিজ পেতে হলে আপনি যা করবেন.....১০৯
হৃদয় গলে সিরিজ তাদের জন্য.....১১০
তথ্য সূত্র.....১১১

লেখকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী।
ফোন: ০১৭২-৭৯২১৯৩, ০৬২৮-৬২৫৪১

www.smfoundationbd.com

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

যে গল্পে হৃদয় কাঁদে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

بسم الله الرحمن الرحيم

১

যে গল্পে হৃদয় কাঁদে

হিজরী তৃতীয় শতক ছুই ছুই প্রায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র তখন বাগদাদ। সেই বাগদাদেরই এক মহান সাধক আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী (র.)। তিনি ছিলেন শায়খুল মাশায়েখ। আক্ষরিক বিদ্যায় তার দৃষ্টান্ত যেমন বিরল ছিল, তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তিনি ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তার ধী-শক্তি ছিল অসাধারণ। পবিত্র কুরআনের হাফেজ তো ছিলেনই বটে, বর্ণনাকারীদের নাম সহ ত্রিশ হাজার হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তার কণ্ঠে ছিল মধুর আকর্ষণ। তিনি সুললিত কণ্ঠে যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন, আবাল-বৃদ্ধি বণিতারা তখন তন্ময় হয়ে তা শ্রবণ করতো। তাঁর এক একটি কথা, এক একটি বাণী মানব হৃদয় কেড়ে নিতো। আন্দোলিত হতো শ্রোতাদের দেহ-মন। ফলে তাদের হৃদয় সিংহাসনে স্থান পেত আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অকৃত্রিম প্রেম, অফুরন্ত ভালবাসা।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

বাগদাদের এই মহান বুযুর্গ আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী (র.)- এর আদি নিবাস স্পেনে। এজন্য তাকে শায়েখ স্পেনিশ বলে ডাকা হতো। তার উসিলায় গোটা ইরাকে আবাদ হয়েছিল হাজার হাজার খানকাহ, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শত-সহস্র মসজিদ-মাদরাসা। তাঁর ভক্ত-মুরীদের সংখ্যা ছিল বার হাজারেরও অধিক। তাঁর নূরাণী চেহারা, ফেরেশতা সুলভ আচরণ, অনুসরণীয় আমল-আখলাক যে কোনো দর্শককে মুগ্ধ করতো। মোটকথা, তৎকালীন সেই স্বর্ণযুগে শায়েখ স্পেনিশই ছিলেন বাগদাদ তথা গোটা ইরাকবাসীদের অন্যতম রাহনুমা- সরল পথ প্রদর্শনকারী।

কিন্তু এতকিছুর পরও বাগদাদের এই মহান তাপসের জীবনে অতিবাহিত হয়েছে এমন এক দুঃসময়, যা ভাবতে কেবল অবাকই লাগে না, গা পর্যন্ত শিহরিয়ে উঠে, গন্ড বেয়ে মনের অজান্তেই গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! তাহলে চলুন, আমরা এই মহান বুযুর্গের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করি। সেই সাথে জেনে নেই, এই ঘটনার মূল কারণও।

একদা আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলূসী (র.) সফরে বেরুলেন। সঙ্গে তার হাজার হাজার ভক্ত অনুরক্তের দল। যাদের মধ্যে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী ও হযরত শিবলী (র.)- এর ন্যায় বড় বড় আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধকগণ ছিলেন। সফরের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট এই বিশাল পৃথিবী থেকে জ্ঞান আহরণ ও পথভোলা মানুষের মাঝে হিদায়েতের আলো বিতরণ।

স্থানে স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে একটানা এগিয়ে চলছে বিশাল কাফেলা। সেই সাথে চলছে পরম প্রিয়তম মহান আল্লাহকে পাওয়ার চরম প্রতিযোগিতা। তাইতো দেখা যায়, রাত যত গভীর হয়, প্রভু প্রেমের খেলা ততই জমে উঠে। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি সত্ত্বেও ভুলে যায় আরাম-নিদ্রার কথা। ভুলে যায় স্বীয় অস্তিত্বকে। কেউ যিকির-অযীফায় লিপ্ত হয়, কেউ নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, আবার কেউ বা শাশ্বত বাণী কুরআনে পাক তিলাওয়াত করে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর কাফেলা একটি বিশাল মরুপ্রান্তর অতিক্রম করলো। ইতোমধ্যে কোনো এক নামাজেরও সময় হলো। কিন্তু

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

তখন কারো কাছেই ওজু করার মতো পানি ছিল না। ফলে সবাই পানির জন্য চিন্তিত হলো। ভাবলো, পানি না পেলে নামাজ না হয় তায়াম্মুম করে আদায় করলাম। কিন্তু খাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন কিভাবে সারব?

ইত্যবসরে দূরে দৃষ্টি গোচর হলো একট জনপদ। শায়েখের নির্দেশে সবাই জনপদের উদ্দেশ্যে দ্রুত পদে এগিয়ে চলল। সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান করে পানি পাওয়া গেল। নামাজও আদায় হলো। কিন্তু পানির সন্ধানকালে যে দৃশ্য শায়েখের দৃষ্টিগোচর হলো, তাতে তার মনে আত্মঅহমিকার সৃষ্টি হলো। স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টির পূজা-অর্চনায় লিপ্ত সেখানকার লোকদেরকে দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন- তাদের তুলনায় আমি কতই না উৎকৃষ্ট। তারা সৃষ্টির উপাসনা করে, আর আমি স্রষ্টার ইবাদত করি। তারা সৃষ্টির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আর আমি পরম প্রিয়তম মহান আল্লাহর প্রতি নিবেদন করি হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভালবাসা। সুতরাং তাদের চেয়ে আমি শতগুণে শ্রেষ্ঠ- এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুহতারাম বন্ধুগণ! আবু আব্দুল্লাহ্ উন্দুলুসী (র.) যা বলেছেন, যা ভেবেছেন তা ঠিকই আছে। কেননা পীর-বুযূর্গ কেন একজন সাধারণ মুসলমানও লক্ষ কোটি কাফেরের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যেহেতু তার কথা দ্বারা কিছুটা অহংকার ও আমিত্বের ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তাই আল্লাহপাক তাকে এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। বুঝিয়ে দিলেন- আশেক-মাশুকের বেলায় অহংকার আর আমিত্বের কোনো স্থান নেই। নিজেকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করতে পারলেই সঠিক প্রেমের পরিচয় হবে। তাছাড়া এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যে যত বেশি নিকটবর্তী তার পরীক্ষাও হয় তত বেশি কঠিনতর। ফলে সামান্য কারণেই আল্লাহর নৈকট্যশীল প্রেমিক বান্দাদের অধিক কষ্ট ও পেরেশানী ভোগ করতে হয়, সম্মুখীন হতে হয় কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষায়। বাগদাদের মহান তাপস আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী (র.) এর ঘটনায় এ সত্যটিই প্রমাণিত হয়েছে সর্বতোভাবে। প্রিয় পাঠক! আসুন, এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই। মনোযোগ সহকারে পাঠ করি ঘটনার বাকি অংশ।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

হযরত শিবলী (র.) বলেন- আমরা যেখানে পানির সন্ধান পেলাম সেখানে দেখলাম, কতিপয় রূপসী তরুণী কূপ থেকে পানি তুলছে। তরুণীদের সবাই প্রারম্ভ যৌবনা, সুডৌল সুঠাম দেহী, যেন এক একটি সদ্য ফোটা ফুটন্ত ফুল। এ পড়ন্ত বেলায় তাদের উজ্জ্বল চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন ঘন কৃষ্ণবর্ণ সাঝের ফাঁকে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদ। বলতে গেলে সুন্দরী কেউ কারো চেয়ে কম নয়। তথাপি তাদের মাঝে সরদার কন্যাকে নক্ষত্রের বেষ্টনীতে পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখাচ্ছিল। মেয়েটির যৌবন পূর্ণ বিকশিত। চেহারায় রয়েছে এমন এক অভাবনীয় আকর্ষণ যা যে কোনো দর্শককে দেখা মাত্রই সম্মোহিত করতে সক্ষম। একজন যুবকের রাতের ঘুম হারাম করার জন্য একটি নারীর যে রূপগুণ থাকা দরকার তার সবই রয়েছে এই ভরা যৌবনা মেয়েটির। তদুপরী তার বাহ্যিক সাজসজ্জা তাকে করে তুলেছে আরো মোহনীয়। আরো কমনীয়।

এই সর্বাধিক সুন্দরী তরুণীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই শায়খ সংযম ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। আকণ্ঠ ডুবে গেলেন অনিন্দ্য সুন্দরীর রূপ সুধায়। তাকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার অদম্য স্পৃহা জেগে উঠলো তার হৃদয়ের মনিকোঠায়। ভাবখানা এমন যে, মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে না পেলে শায়েখের জীবনটাই যেন পর্যবসিত হবে নিদারুণ ব্যর্থতায়।

কিছুক্ষণ পর মেয়েরা চলে গেল। চলে গেল সর্দার কন্যাও। শায়েখ তার গমন পথের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেন না। বসে পড়লেন মাথানত করে। খাওয়া-পরা নেই। কথাবার্তা নেই- এভাবেই পার হয়ে গেল তিনদিন তিনরাত। এর মধ্যে কেবল সময়মত নামাজটা আদায় করেছেন। মোটকথা শায়েখ তার প্রিয়তমার জন্য জাগতিক সবকিছু থেকে বিস্মৃত হয়ে কল্পনার জগতে হারিয়ে গেলেন।

ভক্তবৃন্দের বিশাল কাফেলা তার সাথে। শায়েখের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনে সবাই হতবাক, দিশেহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এহেন পরিস্থিতিতে তারা কি করবে, কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছে না। অবশেষে ভক্তদের একজন একটু সাহস সঞ্চয় করে শায়েখকে জিজ্ঞস করল-

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

হে আমার শ্রদ্ধাভাজন! আপনার কি হয়েছে? আপনি এমন করছেন কেন? অনুগ্রহ করে আপনার মনের কথাটি আমাদের সামনে খুলে বলুন। আপনার এই অবস্থা দর্শনে হাজার হাজার ভক্ত-মুরীদ অস্থির হয়ে পড়েছে।

ভক্তের কথায় শায়েখ মাথা তুললেন, বললেন- হে আমার প্রিয় শিষ্যগণ! আমার মনের কথা গোপন রেখে তোমাদের আর কতদিন কষ্ট দিব? শোন, সেদিন ঐ রূপসী তরুণীর সাথে চার চোখের মিলন হওয়ার পর থেকে আমি তার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ি। এখন আমার শিরা-উপশিরায়, প্রতিটি রক্ত কণিকায় তার প্রেমের স্পন্দন। আমার জীবন তরী ডুবে গেছে ঐ ষোড়শী-সুন্দরীর প্রেম সাগরে। ওহ! কি অনবদ্য রূপ তার। ও তো নারী নয়, যেন স্বর্গের অপ্সরী। ওর চোখ ধাধাঁনো রূপ, ওর দেহের সৌরভ আমাকে পাগল করে তুলেছে। ওর কথা, ওর ছায়া আমার সর্বাঙ্গে মিশে গেছে একাকার হয়ে। এই দেহে প্রাণ থাকতে ওকে ছেড়ে ফিরে যেতে পারব না আমি। পারব না এ প্রেমভূমি ছেড়ে পালিয়ে যেতে। সুতরাং আমার আশা ত্যাগ করে তোমরা সবাই দেশে ফিরে যাও।

এরপর হযরত শিবলী (র.) শায়েখকে লক্ষ্য করে বললেন- হে আমাদের প্রিয় মুরশিদ! কেন আপনার এই পরিবর্তন? কেন আপনি এ মেকী প্রেমের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করছেন? যা অতীতে আপনার মধ্যে কখনোই ছিল না? আমরা সর্বদাই আপনাকে স্রষ্টার প্রেমে ডুবতে দেখেছি। আমরা জানি, রূপসী নারীর রূপ সৌন্দর্য অনেকেই পাগল করে। কিন্তু তা কি সকলের বেলায়? যিনি খোদার প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, খোদার মহব্বত যার শিরা-উপশিরায় সদা প্রবাহিত, যার নির্দেশনায় পথ খুঁজে পেয়েছে হাজারো আত্মবিস্মৃত মানব, এমন মহা-মনীষীর বেলায়ও কি এ কথা মেনে নেওয়া যায়? না, তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।

প্রাণ প্রিয় মুরশিদ আমার! আপনার মতো মহান ব্যক্তির মধ্যে নারী প্রেম? এতো কল্পনারও বাইরে। এ অপমান, এ দুঃখ-বেদনা আমরা সহ্য করতে পারছি না। আপনার এই মেকী প্রেমের কারণে আমাদের ইজ্জত-সম্মান, সুনাম সবই ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। আপনাকে এ অবস্থায় রেখে আপনি আমাদেরকে দেশে ফিরে যেতে বলেছেন। দেশে ফিরে গিয়ে লোকদের আমরা কি বলব? কিভাবে তাদের বুঝাব? আপনাকে কুরআনে পাকের

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আপনার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসুন। খ্রিস্টান সাদা চামড়া ওয়ালী মেয়ের রূপ-সৌন্দর্যের কথা ভুলে যান। কারণ খ্রিস্টানরা আল্লাহর দুশমন, নবীর দুশমন, সমস্ত মুসলমানের দুশমন। আপনি একটি খ্রিস্টান মেয়ের রূপ-লাবণ্যের ফাঁদে আটকা পড়েছেন। আমার ভয় হয়, ওর মোহ-মায়া আপনাকে কিনা ধর্মচ্যুত করে ছাড়ে। আপনার জন্য পাগল কত মানব মানবী! ওর চেয়ে সুন্দরী নারী কি মুসলিম পরিবারে নেই? আছে, বহু আছে। এমন কোন্ বিশ্ব সুন্দরী আছে, যে আপনার প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে উৎসাহী নয়?

শায়েখ স্পেনিশ বললেন, হে আমার সন্তানেরা! আমার এবং তোমাদের মাঝে অদৃষ্টের লিখন প্রতিফলিত হতে চলেছে। বেলায়েত ও নৈকট্যের অমূল্য পোষাক আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে হেদায়েতের সমুদয় চিহ্ন। আমি বিচ্ছিন্ন। আমি নিঃস্ব, নিরুপায়, অসহায়, একাকী। এ পর্যন্ত বলার পর শায়েখের গলা ধরে এলো। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অনেক্ষণ পর বহু কষ্টে কান্না সংবরণ করে আবার বলতে লাগলেন- হে আমার সহচরবৃন্দ! যা কিছু ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে সবই কুদরতের লীলা খেলা। মহান প্রভুর সীমাহীন অভিমান ও ক্রোধের শিকার আমি। এখন আমি আর আমার ক্ষমতাধীন নই। সুতরাং আবারো বলছি, তোমরা ফিরে যাও।

এ অপ্রত্যাশিত দুঃখজনক ঘটনায় ভক্ত মুরীদরা এমনিতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তদুপরি শায়েখের অনাকাঙ্খিত বক্তব্যে তারা আরো ভেঙ্গে পড়লো। ঝরঝর করে ঝরতে লাগলো সকলের চোখের অশ্রু। শায়েখও কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানিতে সকলের বুক ভেসে গেল। সিক্ত হলো উষর ভূমি। কেউ জমিনে গড়াগড়ি খেলো, কেউ পড়ে থাকলো অজ্ঞান অবস্থায়। কেউবা কাতর স্বরে আল্লাহর নিকট দোয়া করে বলল- হে বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ! তুমি আমাদের শায়েখকে হিদায়েত দান করো। ফিরিয়ে দাও তাকে পূর্ণ মর্যাদা। আবার কেউ বা এ জগত থেকে বিদায় নিল মাত্রাহীন চিন্তা ও দুঃখে। মোট কথা সব মিলিয়ে সেখানে সৃষ্টি হলো এমন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের, যা ইতোপূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

অনেকক্ষণ পর বেহুঁশ সাথীদের জ্ঞান ফিরে এলে সবাই উঠে দাঁড়ালো, অতঃপর নিরাশ হয়ে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করল। কয়েকদিন চলার পর তারা যখন শহরের নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছল, তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লোকজন পাগলপারা হয়ে ছুটে এলো। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে শহরময় এই উৎসাহের আমেজ, যার উদ্দেশ্যে বয়ে চলছে বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দের স্রোত, তাকে তো কাফেলার সাথে দেখা যাচ্ছে না। তবে কি তিনি আসেন নি? সবার মনে তখন এই প্রশ্নটিই ঘুরপাক খাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আদ্যোপান্ত ঘটনা যখন শুনলো তখন সাথে সাথে সৃষ্টি হলো আরেকটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যের। ভক্তবৃন্দের গগণ ফাঁটা চিৎকার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হলো। বিকট চিৎকার দিয়ে আরো কয়েকজন প্রাণ হারালো। বাকিরা ক্রন্দনরত অবস্থায় বিনীত প্রার্থনা করে বলল- হে দয়াময় প্রভু! তুমি আমাদের শায়েখকে সহজ সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দাও। আবারো বেঁধে নাও তাকে আপন প্রেমের ডোরে। খোদা হে! এক সময় তো শায়েখ ছিলেন তোমারই প্রেমের দেওয়ানা। আমরা যে তোমার প্রেম সাধনার পথ পেয়েছি, সে তো তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টার বদৌলতে। তাঁরই দীক্ষার ফলে আজ আমরা তোমার পথের পথিক। দু'হাত তুলে তোমার কাছে মোনাজাত করার তৌফিক যে তুমি দিয়েছো, সেতো তাঁরই মেহনতের ফসল। তাই তোমার শাহী দরবারে সবিনয় আরযী পেশ করছি আমাদের শায়েখকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আন। মুসলমানদের চিরশত্রু খ্রিস্টানদের কবল থেকে তাকে মুক্তি দাও। হে খোদা! আমাদের শায়েখই যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যান তবে আমাদের অবস্থা কি হবে?

হে দয়ার সাগর! গাফুর ও গাফফার! শায়েখের প্রতি দয়া কর, দয়া কর এই পাপী তাপীদের প্রতিও। আমরা আমাদের শায়েখকে আমাদের পূর্বের অবস্থায় দেখতে চাই।

মুনাজাত শেষে এক বুক দুঃখ নিয়ে সকলেই যার যার বাড়িতে ফিরে গেল। কিছু দিনের মধ্যে বিরান হয়ে গেল শায়েখের খানকাগুলো। কক্ষগুলোতে ঝুলতে লাগলো রং বেরংয়ের তালা। মুরীদানরা চলতে লাগলো যে যার মতো।

এভাবে চলতে থাকে অনেক সময়। দিন যায়, মাস যায়, বছর পেরোয়, কিন্তু এ পর্যন্ত শায়েখের কোনো সংবাদ নেওয়া হলো না। তাই ভক্তরা মিলে পরামর্শে বসল। সিদ্ধান্ত হলো ২/১ দিনের মধ্যেই একটি ছোট্ট কাফেলা শায়েখের সংবাদ নিতে যাবে।

যথাসময়ে নির্দিষ্ট জনপদে কাফেলা পৌঁছে গেল। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করে জানলো, শায়েখ ঐ চারণভূমিতে শুকর চরাচ্ছেন। এতদশ্রবণে তারা চমকে উঠে বলল, একি দুঃসংবাদ শুনালে তোমরা! সত্যিই কি তিনি চারণ ভূমিতে শুকর চরাচ্ছেন? লোকেরা জবাবে বলল, হ্যাঁ, তিনি পল্লী সরদারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি শর্ত সাপেক্ষে তা গ্রহণ করেছেন। শর্ত ছিল (১) খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে (২) খ্রিস্টানদের রীতিনীতি পুরোপুরী মেনে চলতে হবে (৩) প্রতিদিন চারণভূমিতে গিয়ে শুকর চরাতে হবে।

আপনাদের শায়েখ সবগুলো শর্ত অকপটে মেনে নিয়েছেন। ডুবে গেছেন পল্লী সর্দারের আদরের দুলালীর প্রেম সাগরে। বর্তমানে মুসলমানদের সামান্য চিহ্নও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। তিনি আর এখন তোমাদের শায়েখ নন। তিনি এখন আমাদের চারণভূমির প্রধান রাখাল। যাও, ঐ চারণভূমিতে গিয়ে দেখ তিনি তোমাদের না আমাদের?

এ অনাকাঙ্খিত সংবাদে ভক্তবৃন্দের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করল। মনের অজান্তেই গড়িয়ে পড়ল ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। হারিয়ে ফেলল নড়াচড়া করার ক্ষমতাটুকুও।

বিষন্নমন। ক্লান্ত দেহ। এ অবস্থায়ই তারা চারণভূমির দিকে পা বাড়াল। এক পা দু'পা করে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তারা যথাস্থানে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়ে শায়েখকে যে অবস্থায় তারা দেখতে পেল, তাতে কাটা ঘায়ে লবনের ছিটা লাগার মতো অবস্থা হলো। তারা দেখল শায়েখের মাথায় খ্রিস্টানদের হ্যাট, কোমরে বাধা পৈতা। আর যে লাঠিতে ভর করে ওয়াজ নসিহত ও খুতবা পাঠ করতেন, সেই লাঠির উপর ভর করে শুকর পালের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাখালের ভূমিকায়।

আগত ভক্তবৃন্দদের দেখে শায়েখ মাথা নীচু করলেন। তারা নিকটে পৌঁছে সালাম দিলে শায়েখ অতি নিম্ন স্বরে সালামের উত্তর দিলেন বটে,

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

কিন্তু মাথা উত্তোলন করলেন না। তারা শায়েখের অতি কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, হযরত! আপনার এ কি অবস্থা? আপনি আমাদের পীর ও মুর্শিদ। শত সহস্র মানুষ আপনার পদধুলি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, আর আপনি কিনা করছেন অন্যের গোলামী? তাও আবার মুসলমানদের নয়, মুসলমানদের চির শত্রু খ্রিস্টানদের? এই কি নিয়তির পরিহাস? প্রিয় মুরশিদ! আপনি চিন্তা করে দেখুন, শুকর চড়ানোর মতো নিকৃষ্টতম কাজ কি আপনার জন্য শোভা পায়? তবে কি আপনি আপনার মর্যাদার কথা ভুলে গেছেন? ভুলে গেছেন মহান আল্লাহর সাথে আপনার মধুময় সম্পর্কের কথা?

শায়েখ বললেন- হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আর এখন আমার এখতিয়ারে নেই। আমি স্বেচ্ছায় কিছুই করছি না। রহিত হয়ে গেছে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা। আমার মাওলা আমাকে যেমন চেয়েছেন তেমন করেছেন। তিনি যখন আমাকে এত নিকটে নেওয়ার পর আবার তাড়িয়ে দিয়েছেন, নিক্ষেপ করেছেন দূরে, বহু দূরে, তখন মাওলার এ সিদ্ধান্তকে কে খন্ডাতে পারে?

প্রিয় ভাইয়েরা! একটি কথা তোমাদের বলে রাখি। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্রোধ থেকে বেঁচে থাক। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও পদমর্যাদার উপর গর্ব করো না।

অতঃপর তিনি আকাশ পানে তাকিয়ে বললেন- হে প্রভু! তোমার দরবার থেকে আমাকে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপদস্থ বিতাড়িত করবে এ ধারণা তো আমার ছিল না। আমি তো কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, ঐসব ঘৃণ্য পশু, যাদের অপবিত্র হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- তাদের সাথে গড়ে উঠছে আমার দারুণ সখ্যতা। আমার চেয়ে অধম আর কে আছে এ জগতে? এই বলে শায়েখ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এরপর কান্না বিজড়িত কণ্ঠে ভক্তদের সম্বোধন করে পুনরায় বললেন, বন্ধুরা আমার! অপরের ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। এতটুকু বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শায়েখ আর কিছুই বলতে পারলেন না। তার কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে এলো।

শায়েখ যে আপন অপরাধের জন্য লজ্জিত, ব্যথিত ও অনুতপ্ত ভক্তবৃন্দের তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু সেই অপরাধটা কি? কেন

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

শায়েখের উপর এই কঠিন পরীক্ষা? কেন তার এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন- তা বুঝতে বারবার চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হলো। সুতরাং এই করুণ মুহূর্তে আল্লাহর নিকট রোনাযারী ছাড়া তাদের কিই বা করার আছে? তাই তারা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে কেঁদে কেঁদে বলল- হে বিরাট! হে মহান! এ অগ্নি পরীক্ষা থেকে শায়েখকে মুক্তি দাও। বর্ষণ কর তার প্রতি তোমার রহমতের বারিধারা। তাকে সহজ, সরল, সঠিক পথের সন্ধান দাও। সুগম কর তার হেদায়েতের পথ।

হে মহিয়ান গরিয়ান! ভুল করা মানুষের স্বভাব। তবে কেন তার প্রতি তুমি এত বিরাগ? তার পক্ষ হয়ে আমরাও তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ভিক্ষা করছি তোমার অসীম করুণা। হে আহকামুল হাকেমীন! তোমার রহম ও করমের ফায়সালা কর। তোমার প্রেম সাগরের তরঙ্গাঘাতে উদ্বেলিত কর তোমার এক কালের খাঁটি প্রেমিক শায়েখ স্পেনিশকে। তোমার প্রেমের বারিধারায় পবিত্র কর তার মেকী প্রেম কুফরির আবিলতা।

শায়েখ ও ভক্তদের কান্নার প্রভাব শুকর পালের উপরও পড়ল। এরা শায়েখের চরণতলে সমবেত হয়ে গলাকাটা পশুর ন্যায় তপড়াতে লাগল। আর এত উচ্চঃস্বরে চিৎকার শুরু করল যে, সে চিৎকার ধ্বনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হলো, প্রকম্পিত হলো আকাশ-বাতাস।

একদিকে শায়েখ আর ভক্তবৃন্দের আহাজারি আর অপরদিকে শুকর পালের চিৎকার ধ্বনি আর গড়াগড়ি। সব মিলে সৃষ্টি হলো এক বিভীষিকাময় পরিবেশ। হাশর ময়দানের রূপ নিল এ চারণভূমি।

অনেক্ষণ যাবত এ অবস্থা চলল। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হলো পরিবেশ। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলেই নীরব। পিনপতন নীরবতা। এক সময় আগন্তুকদের মধ্য থেকে একজন নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন- হুজুর! পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত কি আপনার স্মরণ আছে?

শায়েখ বললেন- দুটি ছাড়া সব আয়াতই ভুলে গেছি। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'আলা যাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। নিশ্চয় তিনি যা চান তাই করেন। (সূরা হজ্জ, আয়াত-১৮)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো- যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করে তবে সত্যিই সে ভ্রান্ত পথের পথিক। (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১০৮)

প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন করল- হযরত! আপনার ৩০ হাজার হাদীস সনদসহ মুখস্থ ছিল। এখন কোনো হাদীস মনে আছে কি?

উত্তরে শায়েখ বললেন, সবই ভুলে গেছি, তবে একটি হাদীস ভুলে যাইনি। তা হলো যে ব্যক্তি আপন ধর্ম ইসলামকে বাদ দিয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তাকে কতল করে দাও। (তিরমিযী, ১মখন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৭০)

প্রিয় পাঠক! শায়েখের স্মরণে থাকা দুখানা আয়াত ও একখানা হাদীসের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, প্রকৃত প্রেমের তুষানলে তিলে তিলে বিদগ্ধ হচ্ছিলেন শায়েখ। আর বর্তমানে তিনি যা করছেন এটা তার অনাকাঙ্খিত। এ অবাঞ্চিত মেকী প্রেমে বাস্তবে তার অশান্তির কোনো শেষ ছিল না। তিনি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে এখন অপরাধী মনে করছেন যা তার প্রতিটি কথা থেকেই বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু কুদরতের লীলা খেলার উপর যেহেতু কারো কোনো হাত নেই, তাই এবারও ভক্তদেরকে পূর্বের ন্যায় নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হলো।

ভক্তবৃন্দ এক পা দু'পা করে তিন মনযিল পথ অতিক্রম করেছে। এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে দু'দিন দু'রাত। তৃতীয় দিন তারা একটি জলাশয়ের নিকট তাবু ফেলল। বিষন্ন মনে বসে বসে ভাবতে লাগলো, হায়! দেশে ফিরে আমরা শত-সহস্র ভক্তকে কী জবাব দেব? কি বলে সান্ত্বনা দেব তাদেরকে? তারা তো বড় আশা নিয়ে আমাদের পথ চেয়ে আছে। কিন্তু তাদের শ্রদ্ধা ভাজন সেই শায়েখকে তো নিয়ে যেতে পারলাম না।

আল্লাহর কী অপার মহিমা! কাফেলার লোকজন যখন বসে বসে এসব চিন্তা করছিল, ঠিক এমন সময় তারা দেখলেন একটি নদী থেকে গোসল সেরে শায়েখ এদিকে এগিয়ে আসছেন এবং উচ্চঃস্বরে পড়ছেন-

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

www.smfoundationbd.com

শায়েখের এ অবস্থা দেখে কাফেলার লোকজন কি পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল তার অনুমান সেই করতে পারবে, যে ইতোপূর্বে তাদের দুঃখের অনুমান করতে পেরেছেন।

ভক্তরা জিজ্ঞেস করলো, হুজুর! আপনার এই পরীক্ষার পিছনে বিশেষ কোনো কারণ ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি যখন ঐ গ্রামে মূর্তিপূজক ও ক্রোশপূজকদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর পূজা করতে দেখলাম, তখন আমার মনে অহংকার আসল যে, তাদের চেয়ে আমরা কতই না ভালো। আমরা তাওহীদে বিশ্বাসী। ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহকেই মনে করি। আর ওরা কত বড় হতভাগা যে, সর্বদা নির্জীব পদার্থের উপাসনায় বিভোর থাকে। কেন? ওরা কি এতটুকু বুঝে না যে, প্রাণহীন এসব জড় পদার্থ কোনো কিছু করারই ক্ষমতা রাখে না? এদের বিবেক কি একবারও এ কথার সাড়া দেয় না? মোট কথা আমার এ সাত-পাঁচ ভাবনা অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার রূপ ধারণ করল। যা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় ছিল। ফলে সাথে সাথে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ ভেসে এলো- হে আবু আব্দুল্লাহ! এই ঈমান ও তাওহীদ তোমার সৌন্দর্য কিংবা বাহুবলে অর্জিত হয়নি। এগুলোর মধ্যে তোমার কর্তৃত্ব বলতে কিছুই নেই। এটা শুধু আমার অনুগ্রহ ও দয়ার ফল। আমার কৃপা দৃষ্টি তোমার প্রতি বর্ষিত না হলে এসবের কিছুই তুমি পেতে না। যদি তুমি বিশ্বাস না কর তবে এখনই এর প্রমাণ নাও।

এই অদৃশ্য আওয়াজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি অনুভব করলাম, আমার হৃদয় চিড়ে প্রাণীর মতো কি যেন একটা উড়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল আমার ঈমান।

যা হোক এর পর কাফেলার লোকজন আপন শায়েখকে নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা দিল। এ সংবাদ পেয়ে কেবল আপামর জনসাধারণই নয়, বাদশাহ পর্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে এলেন। সকলের চেহারায় ফুটে উঠলো আনন্দের ঝলক। চোখের কোণ ভরে গেল অব্যক্ত আনন্দের আসুতে। শায়েখ পূর্ব কাজে মনোনিবেশ করলেন দ্বিগুণ উদ্যমের সাথে। খুলে গেল সকল খানকার তালাবদ্ধ কক্ষগুলো। পুরোদমে শুরু হলো, দরস্-তাদরীস, ওয়াজ-নসিহত ও আত্মশুদ্ধির যাবতীয় কার্যক্রম।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

শায়েখ ফিরে পেলেন তার বিস্মৃত ইল্‌ম। ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল দ্রুত গতিতে। দেখতে দেখতে চল্লিশ হাজারের কোঠায় পৌঁছে গেল মুরীদানদের সংখ্যা।

অনেকদিন অতিবাহিত হলো। এর মধ্যে নতুন কোনো ঘটনার অবতারণা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন কাক ডাকা ভোরে শায়েখের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। দরজায় তখন হযরত শিবলী (র.) বসা ছিলেন। তিনি দরজা খুলে দেখলেন আগন্তুক একজন ভদ্র মহিলা। তার গোটা দেহ কালো কাপড়ে আবৃত। শিবলী (র.) জিজ্ঞেস করলেন- আপনার পরিচয় কি? কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

ভদ্র মহিলা বললেন, আপনার শায়েখকে বলুন, তার ফেলে আসা প্রেম কাহিনীর স্মৃতি বিজড়িত খ্রিষ্টান মেয়ে তার খেদমতে উপস্থিত। আর আমি তার প্রেম ভিখারীনি- এটাই আমার পরিচয়।

এ সংবাদ শুনা মাত্রই শায়েখের দেহে কম্পন শুরু হলো। অতঃপর অতি কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে মহিলাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। আগন্তুক ভদ্র মহিলা আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী (র.) কে দেখামাত্র তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল। কান্নার আওয়াজ গলার মধ্যে আটকে গেল। দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হলো। শায়েখও তার অবস্থা দেখে হতবাক! ভাবছেন, দূর দূরান্তের দুর্গম মরুপ্রান্তর পেরিয়ে অচেনা এই শহরে তার আগমন কি করে সম্ভব হলো? তাও আবার এই কাক ডাকা ভোরে? নীরব উভয়ে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ পর ভদ্র মহিলা একটু শান্ত হলে শায়েখই নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর তোমার? কিভাবে এখানে এলে? কে সেই মহান ব্যক্তি যিনি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন?

ভদ্র মহিলা বললেন, হে প্রাণাধিক প্রিয়তম! সেদিন যথাসময়ে আপনার ফিরে না আসায় আমি অস্থির হয়ে পড়ি। সময়ের তালে তালে সেই অস্থিরতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে যখন জানলাম, সত্যিই আমার মনের মানুষটি বিদায় নিয়ে চলে গেছেন, তখন আমার অস্থিরতা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। শুরু হলো হৃদয়ে প্রলয়ংকরী ঝড়। যে ঝড় দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে গেল আমার অস্তিত্ব।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

হে প্রিয়তম! বলুন তো, আমি আমার জীবন-যৌবন, দেহ-মন, মান-সম্ভ্রম সবই কি আপনার চরণতলে সঁপে দেইনি? আপনার নির্দেশে আমি অগ্নি সাগরেও ঝাঁপ দিতে রাজি। তারপরেও কেন আপনি আমাকে ফেলে চলে এলেন?

প্রেমাস্পদ আমার! আমি একজন অবলা, অসহায় নারী। এমন কে আছে, যে আপনার সন্ধানে আমাকে নিয়ে ঘুরে ফিরবে দেশ থেকে দেশান্তরে? আপনি চলে আসার পর আমার দুঃখের রজনী কেবল দীর্ঘই হতে থাকে। ভুলে যাই খাওয়া পরার কথা। ভুলে যাই বিছানায় পিঠ লাগিয়ে নিদ্রা যাওয়ার কথা। রাত-দিন আমার কাছে বরাবর হয়ে গেল। ফলে শেষ পর্যন্ত আমার অস্থির উপর চর্মের আবরণী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।

প্রিয়তম! আপনার সাথে সাক্ষাতের সম্ভাব্য কোনো পথ তখন আমার সামনে খোলা ছিল না। কিন্তু মন তবুও বলছিল তোমার স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে। সুহাসিনী ভোরের আলো অবশ্যই দেখতে পাবে। অবচেতন মনের কুঠুরিতে কুদরতের সেই হাতছানীর ইঙ্গিত আমি পেয়েছি।

প্রিয়! গত রাতে আমার অবস্থা কেন জানি আরও শোচনীয় হয়ে পড়লো। অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগলাম। অবশেষে প্রভু সকাশে কাকুতি-মিনতি করে বললাম- হে দয়ার সাগর! হে পরম করুণাময়! আমি অসহায় দুর্বল এক নারী। আমি অবলা। আমি শক্তিহীন। প্রিয়তমের বিরহ যন্ত্রণা যে আমি আর সইতে পারছি না।

হে বিভু! যার কাছে সমর্পণ করেছি আমার হৃদয়-মন; যার চরণে নিবেদন করেছি জীবন-যৌবন, ধন-মান-সর্বস্ব। মৃত্যুর পূর্বে একবার হলেও যেন তার সাক্ষাত আমার নসিব হয়।

প্রার্থনা শেষে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি টের পাইনি। হঠাৎ স্বপ্নে দেখি, সর্বময় মানবীয় গুণের অধিকারী এক ভদ্রলোক আমার সামনে দন্ডায়মান। তিনি আমাকে বললেন- শায়েখ স্পেনিশের প্রতি তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম, তার প্রেমে তুমি পাগলপারা ঠিকই, কিন্তু তার স্নেহ-পরশ, প্রেম-প্রীতি তথা সান্নিধ্য পেতে হলে তোমাকে ইসলাম ধর্ম কবুল করতে

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

হবে। তোমার প্রেমে পড়ে শায়েখ যেমন শান্তির ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক তেমনি তোমাকেও পৌত্তলিকতার বিশ্বাস ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত মতবাদ। তবেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, ইসলাম কাকে বলে? লোকটি জবাবে বললেন-ইসলাম হলো এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, উপাসনার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল।

আমি বললাম, আপনার সব কথা আমি মানতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার পদ সেবায় কোনো দিন কি পৌঁছা সম্ভব? জানি না তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন? বড় কথা হলো কে-ই বা আমাকে সেথায় পৌঁছে দিবে?

মহানুভব লোকটি বললেন- কিছুক্ষণের জন্য তোমার চক্ষু বন্ধ কর এবং তোমার হাত আমার হাতে রাখ। আমি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার নির্দেশ পালন করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে কয়েক কদম হাঁটলেন। তারপর বললেন চোখ খোল।

আমি চোখ খুলে অবাক হলাম। ধারণা করলাম এটা বাগদাদ শহর হবে। কারণ বাগদাদ সম্পর্কে পূর্বে যা শুনেছি, সেই দৃশ্যই তখন আমার চোখের সামনে ভাসছিল। ইতোমধ্যে হৃদয়বান লোকটি আপনার খানকা শরীফের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটাই শায়েখ স্পেনিশের হুজরাখানা। ওখানে গিয়ে মনের কথা ব্যক্ত কর। আর আমার ব্যপারে বলবে যে, আপনার বন্ধু খিজির আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন।

প্রিয়তম! এ দাসী আপনারই। সে আপনার চরণতলে জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হতে চায়। ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ করেছি। আশ্রয় নিতে এসেছি ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। এসেছি আমার প্রাণধিক প্রিয়ের সেবা করে নির্ভেজাল প্রেমের পরিচয় দিতে। সুতরাং অনুগ্রহ পূর্বক অবিলম্বে আমাকে মুসলমান বানিয়ে আপনার চরণসেবা করার সুযোগ দিন।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

শায়েখ তাকে মুসলমান বানালেন। তারপর তার জন্য একটি সুন্দর ও নিরাপদ কামরা নির্বাচন করে বললেন- জীবনের বাকি দিনগুলো এখানে থেকে আল্লাহর প্রেম সাধনায় অতিবাহিত করতে চেষ্টা করো। প্রয়োজনীয় সবকিছু যথাসময়ে পেয়ে যাবে। তারপরও যদি কিছুর প্রয়োজন হয় তবে খাদেমকে দিয়ে আমাকে অবহিত করবে।

মহিলা নির্ধারিত কামরায় চলে গেল। শুরু হলো নতুন জীবন। এখন তার একমাত্র সাধনা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ। যেহেতু জীবনের একটা বিরাট অংশ কেটে গেছে ত্রিত্ববাদ ও ভ্রান্ত মতবাদের উপর, জীবনের আর ক'দিনই বা অবশিষ্ট আছে? তাই তিনি আহার নিদ্রার কথা ভুলে গিয়ে আল্লাহর প্রেম- সাধনার মাধ্যমে অতিবাহিত করতে লাগলেন দিবা-রজনী। এখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু পরম প্রেমময় মাবুদের স্মরণ। প্রতিটি শিরা-উপশিরায় কেবল তারই প্রেমের জোড়ালো স্পন্দন।

অল্পদিনের মধ্যে ভদ্র মহিলা আধ্যাত্মিক জগতে কল্পনাতীত উন্নতি লাভ করলেন। কিন্তু কঠিন পরিশ্রমের ফলে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়লেন। সেই ভরা যৌবনময় আবেদনময়ী কুসুম-কোমল নিটোল দেহ আজ কংকালসার। অপরিচিত কেউ দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠবে। এভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে আল্লাহর স্মরণের পাশাপাশি শায়েখের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মনে মনে বললেন হায়! যার বিরহ বেদনা সইতে না পেরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশ-ধর্ম ত্যাগ করে পালিয়ে এলাম এই সুদূর মায়াপুরীতে, জীবন সায়াহ্নে কি একটি বারের জন্যেও তার দেখা পাব না? এই কি ভাগ্যের লিখন? হায়! ভুল তো আমারই। আমি তো আমার দূরবস্থার কথা কখনও তাকে অবহিত করিনি।

ভদ্র মহিলা জীবনের শেষ লগ্নে এসে খাদেমকে দিয়ে এই বলে সংবাদ পাঠালেন যে, তুমি গিয়ে শায়েখকে বলো, তিনি যেন এই হতভাগিনীকে এক নযর দেখে যান। খাদেমকে তিনি আরো বললেন, শায়েখ যদি কারণ জিজ্ঞেস করেন, তবে বলবে, খোদার ভয় এবং আপনার বিরহ যন্ত্রণাই তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিয়েছে। তার শেষ নিঃশ্বাসটুকু ইন্তেজার করছে শুধু আপনাকে এক নজর দেখার জন্য।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

শায়েখ সংবাদ পেয়ে কালবিলম্ব না করে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে শায়েখ অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ভদ্র মহিলা শায়েখের আগমন টের পেয়ে অপলক নেত্রে শায়েখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো, যেন হাজার বছরের না বলা কথাগুলো কয়েক মুহূর্তে বলে যাচ্ছেন। উভয়ের মাঝে বাহ্যিক পর্দার অন্তরাল থাকলেও একে অপরের হৃদয়ের ভাষা বুঝতে উহা কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে না।

ভদ্র মহিলার চোখ থেকে তখন অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে। কিছুতেই তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারছেন না। অবশেষে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেই ফেললেন- হে নির্দয়, নিষ্ঠুর অশ্রু! বিদায় বেলায় প্রিয়তমকে নয়নভরে এক নজর দেখতে দাও। তারপর তুমি যত ইচ্ছা প্রবাহিত হইও, তাতে আমার কোনো দুঃখ থাকবে না। থাকবে না কোনো বাধাও। অতঃপর ভদ্র মহিলা বহু কষ্টে শায়েখ স্পেনিশকে সালাম দিতে সক্ষম হলেন। শায়েখ কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, চিন্তা করো না। চির শান্তির জায়গা বেহেশতের মধ্যে অতিসত্তর তোমার আমার মিলন হবে, ইনশাআল্লাহ। একথা শুনার সাথে সাথে ভদ্র মহিলার ঠোঁটে এক চিলতে মধুর হাসি দেখা গেল। পরক্ষণেই এই বিশ্ব জগতের মায়া-জাল ছিন্ন করে পরপারে পাড়ি জমালেন। চলে গেলেন অনন্তের পথে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া.....।

স্নেহময়ী প্রেয়সীর বিয়োগ ব্যাথায় শায়েখ স্পেনিশও জ্ঞান হারালেন। চোখের কোণে দেখা গেল দু'ফোটা অশ্রু। তার সফরের পথও সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো। কয়েকদিন পর তিনিও এ ধরাধাম ত্যাগ করে চির বিদায় গ্রহণ করলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া.....।

হযরত শিবলী (র.) বলেন, কয়েকদিন পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী (র.) বিশাল বিস্তীর্ণ সবুজ শ্যামল উদ্যানে উপবিষ্ট। তার চারপাশে ৭জন আয়াতলোচনা হুর দাড়িয়ে। যাদের রূপ সৌন্দর্য সূর্যের আলোকেও ম্লান করে দেয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী যে মেয়েটি এবং যার সাথে শায়েখ সর্বপ্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তিনি হলেন সেই মেয়ে যার প্রেমে এক সময় তিনি পাগল পারা ছিলেন। যার রূপের মোহ তাকে করেছিল বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাক গর্ব-অহংকার মোটেও পছন্দ করেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ব অহংকারকে আখবাছুল খাবায়েছ তথা জঘন্যতম ঘৃণ্যবস্তু বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতবড় একজন আল্লাহর ওলীর মারাত্মক পদস্খলন, কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া- তাও কিন্তু এই অহংকারের ফলেই হয়েছে। তাই আসুন, অহংকার নামক এই মহা ব্যাধিকে আমরা দিল থেকে বের করে দেই, নিজের আমিত্বকে খতম করে ফেলি, অন্তরে স্থান দেই বিনয়-নম্রতা ও নিজকে ছোট ভাবার মহৌষধ। আর এজন্য আধ্যাত্মিক জগতের ডাক্তার-হক্কানী পীর-মাশায়েখদের শরণাপন্ন হই। তাদের মাধ্যমে ধৈর্যের সাথে চিকিৎসা গ্রহণ করি। স্বচ্ছ-সুন্দর করি যাবতীয় আবিলতা থেকে অন্তর নামক আয়নাটিকে। হে দয়াময় প্রভূ! তুমি আমাদের তৌফিক দাও। আমীন। ☆

হীরো কথা

এটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, মানুষ আল্লাহর হুকুম পালন করলে আল্লাহ তাআলা তার জরুরত পূর্ণ করবেন। কিন্তু আসবাব দ্বারা জরুরত পূর্ণ হবে— এটা মোটেও নিশ্চিত নয়।

—বিশ্বইজতেমায় প্রদত্ত বয়ান, ২০০০ইং

যেখানে যা পাবেন

এমন ভুল যেন কারো না হয়

ডাক্তার কবীর। একজন নামকরা ডাক্তার। এলাকায় তার দারুণ পরিচিতি। সকলেই তাকে এক ডাকে চেনে। অবশ্য তার এ বিশাল পরিচিতি, কেবল অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসেবেই নয়, অন্য এক মন্দ কারণেও।

অনেকক্ষণ হলো। ডাঃ কবীর নিখোঁজ। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি থাকতে পারেন এমন সব জায়গায় খোঁজ নেওয়া হলো। না, কোথাও নেই তিনি। অগত্যা বাসায় ফোন করা হলো। মিসেস কবীর বললেন- সকালেই বাসা থেকে বেরিয়েছেন, এখনো ফিরেন নি।

তাহলে গেলেন কোথায়? তবে কি তিনি কোনো সন্ত্রাসীর কবলে পড়েছেন? নাকি কোনো অপহরণকারী তাকে কিডন্যাপ করেছে? সবার মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। সকলেই দারুন উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো। এখনো ডাক্তার কবীরের কোনো হদীস পাওয়া গেল না। যে যেখানে পারে খুঁজছে। তালাশ করছে। একের পর এক ফোন করে চলছে। কিন্তু না, ফলাফল কিছুই হলো না।

রাতে এক কর্মচারী চেম্বারে গেলো। একটু এগিয়ে ডাঃ কবীরের চেয়ারের কাছে যেতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। পরক্ষণে নিজকে সামলে নিয়ে চিৎকার করে বলল- তোমরা কে কোথায় আছ, এদিকে এসো। স্যারকে পেয়েছি। তিনি এখানেই আছেন।

তার চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এলো। দেখল, ডাঃ কবীর আপন চেয়ারের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সামনে বিশাল আকৃতির টেবিল থাকায় কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

সবাই অবাক হলো। আফসোস করে বলল, হায়! ডাক্তার সাহেব না জানি কতক্ষণ এভাবে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ডাক্তারকে ধরাধরি করে তার অবচেতন দেহটা গাড়ীতে তুলে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেল।

আজ দশ দিন হলো। ডাঃ কবীর হাসপাতালের বেডে শুয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। ব্যাথার প্রচন্ডতায় বারবার কঁকিয়ে উঠছেন। মাঝে মধ্যে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে বিকট চিৎকার ধ্বনি। কখনো বা ভয়ংকরভাবে গোঙ্গাচ্ছেন। ফেনা বের হচ্ছে বিরতিহীনভাবে। মোট কথা যে কেউ তার দিকে তাকালে চমকে উঠে বলতে বাধ্য হবে যে, লোকটির অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে। এমন কষ্টের চেয়ে মরে যাওয়াই অনেক ভালো।

যারা ডাক্তারের প্রকৃত অবস্থা জানেনা তাদের কেউ কেউ দুঃখ করে বলছে- আহা! বেচারা কত বড় ডাক্তার। কত কোটি টাকার মালিক! অথচ এখন কেমন অসহায়ের মতো শুয়ে আছে হাসপাতালের বেডে। কেমন নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে তার। তার অঢেল টাকা, বিশাল ঐশ্বর্য কিছুই তাকে শান্তি দিতে পারছে না।

কবির সাহেব অভিজ্ঞ ডাক্তার একথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু যে কারণে তিনি অধিক মাত্রায় লোকদের মুখে মুখে থাকতেন, তা হলো টাকার প্রতি তার অত্যধিক লোভ। তিনি টাকা ছাড়া কিছুই বুঝতেন না। টাকাই যেন তার সব কিছু। কোনো মারাত্মক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার সামনে ছটফট করলে টাকা ছাড়া তার দিকে তিনি ফিরেও তাকাতেন না। তাইতো তার এ করুণ মুহূর্তেও এক মহিলা ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে নির্দ্বিধায় বলে ফেলেছে যে, ব্যাটা মরুকগে। তাতে আমাদের কি? বুঝুক এবার রোগ যন্ত্রণা কাকে বলে? বিনা পয়সায় কখনো কারো চিকিৎসা করেনি। গরিবকে সে মানুষ বলেও গণ্য করতো না। সেদিন জামালের অসুখ হলে তার কাছে গিয়েছিলাম। চিকিৎসা করেনি। বলেছিল, আগে টাকা দাও। তারপর চিকিৎসা, এরই নাম কি মানব সেবা?

তখন মহিলার স্বামী তাকে থামিয়ে দিয়ে ধমকের স্বরে বলেছিল- রাখো তোমার এসব কথা। ডাক্তার সাহেব এখন খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। বেচারার মর্মান্তিক শাস্তি স্বচক্ষে দেখলে তোমার চোখেও পানি এসে যাবে।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

প্রিয় পাঠক! যিনি অগাধ সম্পদের মালিক, যার ইশারায় উঠা-বসা করে শত শত লোক, যিনি নিজে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে হাজারো মানুষকে সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করেন, আজ কেন তার এই দুরাবস্থা? কেন এই নির্মম শাস্তি? অবশিষ্ট বর্ণনায় তাই আমাদের সামনে পরিস্কার হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি। তাহলে চলুন না একটু শুনেই নেই। তারপর উহা থেকে সবক হাসিল করে জীবনকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করি।

ডাক্তার কবীর আলম এলাকায় ডাক্তারী করছেন বিশ বছর হয়ে গেল। তার দুই মেয়ে এক ছেলে। তার আদি বাড়ি কোথায়, বাড়িতে আব্বা-আম্মা আছেন কি-না- তা কেউ জানে না। জানার সাহসও কেউ করেনি। বিশ বছর আগে কোটিপতির এক সুদর্শনা মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী বানিয়ে এই এলাকায় বসবাস শুরু করেন। মেয়ের পিতা এলাকায় জমি কিনে বিশাল এক বাড়ি বানিয়ে দেন এই নব দম্পতিকে। সে কারণে স্ত্রীকে তিনি কেবল পাগলের মতো ভালই বাসেন না, তার কথামতো সবকিছু করেন।

এই সেই ডাক্তার যাকে কেউ কখনো দেশের বাড়ি যেতে দেখেনি। দেখেনি সেখান থেকে মা-বাবা কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজনকে আসতেও। যেহেতু অঢেল টাকার মালিক এবং গম্ভীর রাশভারী ডাক্তার, এই জন্য কেউ তাকে জিজ্ঞেস করার সাহসও পায়নি।

ডাক্তারের দুই মেয়ে। অতি আধুনিক। পড়াশুনার পাশাপাশি দু'জনকেই তিনি নাচে গানে পারদর্শী করে তুলেছেন। আর একমাত্র ছেলে এলাকায় মাস্তানী করে বেড়ায়। তার দাপটে এলাকার লোকজন থরথর করে কাঁপে। ডাক্তার, তার স্ত্রী ও পুত্র কন্যারা এলাকায় গরিব-দুঃখী ও অসহায় লোকদের প্রতি ঘৃণায় ফিরেও তাকায় না। নামাজ রোজার ধার ধারে না কেউ। ডাক্তারের পরিবার নিজেদেরকে শাহেনশাহ মনে করে।

দশদিন শেষ হলো। কিন্তু শত চিকিৎসার পরেও ডাক্তারের অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। দিন দিন তার অবস্থা আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে। যন্ত্রণার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার বুকফাটা আর্তনাদের আওয়াজগুলো ষাড়ের চিৎকারের মতো মনে হচ্ছে। অবশেষে ডাক্তারের এই দূরবস্থার জন্য এলাকার সকলে মিলে পরামর্শের জন্য মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট গেল।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ইমাম সাহেব সবকিছু বিস্তারিত শুনলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার সাহেবের বাড়ি কোথায়? তার আব্বা আম্মা জীবিত আছেন কি?

উত্তরে সকলেই সমস্বরে জবাব দিলো- না, আমরা জানি না।

ইমাম সাহেব বললেন- অনুগ্রহ পূর্বক দুজন তার বাসায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুন।

দু'জন চলে গেল। ডাক্তারের বিবি ও ছেলে মেয়েদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তারাও এ সম্পর্কে কিছু জানে না বলে জানাল।

ইমাম সাহেব সবাইকে নিয়ে বসে আছেন। কিছুক্ষণ পর লোক দু'জন ফিরে এলো। বলল- হুজুর! ডাক্তারের আসল বাড়ি কোথায় এবং তার পিতা-মাতা এখনো দুনিয়াতে বেঁচে আছেন কিনা সে সম্পর্কে পরিবারের লোকজন কিছুই জানে না। তারা বলেছে আমরা এ ব্যাপারে ডাক্তার সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই তিনি একথা ওকথা বলে পাশ কেটে যেতেন। কোনো দিন তিনি এ সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজি হননি।

লোক দুটির কথা শুনে ইমাম সাহেব মাথা নিচু করে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন- ঘটনার রহস্যটা বোধ হয় এখানেই। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে অবশ্যই তার আব্বা-আম্মার প্রয়োজন পড়বে।

ইমাম সাহেবের কথা শেষ হতেই এক বৃদ্ধ লোকটি বলে উঠল- হুজুর! আমি ডাক্তারের অনেক কিছুই জানি। কিন্তু ভয়ে বলতে পারছি না।

উপস্থিত লোকজন বলে উঠল আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি নির্ভয়ে বলুন।

বৃদ্ধ লোক এবার আস্তে আস্তে বলতে লাগল- হুজুর! এই ডাক্তার আর আমি একই গ্রামের মানুষ। তার পিতা মাতা এখনও বেঁচে আছে। ছোট বেলায় ডাক্তার ছিলেন নিঃস্ব, অসহায়। তাছাড়া অত্যধিক সুন্দর হওয়ার পাশাপাশি তিনি পড়াশুনায়ও ভাল ছিলেন। যার কারণে বাবা-মা অনেক কষ্ট করে, অনেক আশা নিয়ে ছেলেকে ডাক্তারী পড়িয়েছিল। অথচ আশ্চর্যের কথা হলো, এই ছেলে যখন ডাক্তার হলো, তখন এক কোটিপতি ভদ্র লোক আপন সুন্দর কন্যা ও বিশাল ঐশ্চর্যের লোভ দেখিয়ে তাকে কিনে নিল। আর ডাক্তারও পরীর মতো সুন্দরী বউ আর অঢেল ধন-সম্পত্তি পেয়ে জনমের মতো ভুলে গেল আপন পিতা-মাতাকে। জীবনে সে আর

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

কখনো তাদেরকে দেখতে যায়নি। যোগাযোগ রাখেনি। চিঠিপত্র দেয়নি। এমন কি ভুলেও তাদের কথা স্মরণ করেনি।

ওদিকে ছেলে হারিয়ে স্নেহশীল পিতা ও মমতাময়ী মা কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। পুত্রের শোকে তারা বহু বছর পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিল। ইদানিং কয়েক বছর যাবত তারা হাঁটা-চলা করতে পারে। আমি এই ডাক্তারের দূর সম্পর্কের চাচা হই। একদিন পেটের দায়ে কাজের জন্য এখানে এসে ডাক্তারকে দেখতে পাই। তাকে দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত হই এবং তার পিতা-মাতার কথা বলি।

পিতা-মাতার আলোচনা শুরু করতেই তার রাগ চরমে উঠে এবং বিরক্তির স্বরে বলে-খবরদার! আর কখনোই ওদের নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না। দরকার হয় কিছু টাকা নিয়ে ওদের দিয়ে আসুন। আমার বর্তমান অবস্থানের সাথে ওদের অবস্থান মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গ্রামের ওসব আলতু ফালতু মানুষের কথা মনে করে আমার ক্যারিয়ার নষ্ট করতে চাই না। আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে যারা অত্যাধুনিক পরিবেশে বড় হয়েছে, গ্রামের সেই বুড়ো-বুড়ির কথা শুনলে ঘৃণাভরে নাক ছিটকাবে। এতে আমার মান-সম্মান সবই ভুলুণ্ঠিত হবে। তাই আপনাকে আবারও বলছি, তাদের কথা আর কখনোই এখানে উচ্চারণ করবেন না। আর আপনি বাড়িতে গিয়ে ওদেরকে বলে দিবেন ওরা যেন কোনো দিন এখানে না আসে। ওদের মুখ আমি দেখতে চাই না। এতটুকু বলে বৃদ্ধ লোকটি আর বলতে পারলো না। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল অশ্রুধারা।

বৃদ্ধ লোকটির কথাগুলো সবাই রুদ্ধ-শ্বাসে শুনলো। তার কথা শেষ হয়ে গেলেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। সবাই পাথরের মতো স্থির হয়ে রইল। সবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। যে ডাক্তারের করুণ অবস্থার জন্য এ পর্যন্ত সবাই দুঃখ প্রকাশ করছিল, এখন সেই ডাক্তারকেই তারা মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলো। একজন তো বলেই ফেললো, ছিঃ এত নিষ্ঠুর, এত পাষাণ সন্তান আমরা জীবনেও কোনো দিন দেখিনি।

www.smfoundationbd.com

ইমাম সাহেব বৃদ্ধের কথাগুলো শুনে বিস্মিত হলেন। ব্যাপারটা যে এ ধরনের কিছু একটা হবে তা তিনি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তো তিনি ডাক্তারের পিতা-মাতার খোঁজ নেওয়ার জন্য এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মানুষের সাথে বিশেষ করে আত্মীয় -স্বজন ও একান্ত আপনজনদের সাথে জঘন্য ও নির্মম আচরণ করতে থাকে, তখন এর নগদ শাস্তি হিসেবে তার জীবনের কোনো এক পর্যায়ে নেমে আসে চরম অধঃপতন। কখনো বা আক্রান্ত হয় যন্ত্রণাদায়ক মারাত্মক ব্যাধিতে।

যা হোক বৃদ্ধ লোকটির কথা শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, ডাক্তার সাহেব তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে। তিনি জন্মদাতা পিতা-মাতাকে ভুলে গেছেন। যার জন্য আজ তার এই দুর্দশা। এখন আপনারা যেভাবে পারেন ডাক্তারের মা-বাবাকে আনার ব্যবস্থা করুন। কেননা তার মা-বাবা যদি তাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করবেন না। ফলে তার অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনাও খুবই ক্ষীণ।

ইমাম সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী এলাকার কয়েকজন লোক ডাক্তারের পিতা-মাতার কাছে গেল। তারা তাদের নিকট ডাক্তারের দুরাবস্থার বর্ণনা দিল। বর্ণনা শুনেই জনম দুঃখী মা হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। কিন্তু পিতা শরীফ উদ্দীনের অবস্থা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তার মনে পড়ল ছেলের দেয়া অতীতের অবর্ণনীয় দুঃখের কথা। মনে পড়ল, পিতা-মাতাকে একদম ভুলে যাবার মতো নিষ্ঠুর আচরণের কথা। তাই তিনি ছেলের কথা শুনতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হুংকার ছেড়ে বললেন- আমাদের কোনো ছেলে নেই। যে ছিল, সে অনেক আগেই মরে গেছে। দয়া করে আপনারা চলে যান। আমরা কাউকে ক্ষমা করতে পারবো না।

পিতার কথায় আগত লোকজন বুঝল, নিশ্চয়ই তার মনে সীমাহীন কষ্ট আছে। নইলে সন্তানের এমন দুরবস্থার কথা শুনে তার মুখ দিয়ে এরূপ কথা বের হতে পারে না। কিন্তু কি আর করা, এই চরম মুহূর্তে ক্ষমা ছাড়া তো ডাক্তারের কোনো গত্যন্তর নেই। তাই তারা সবাই মিলে আবার

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

পিতাকে বুঝালো যে, দেখুন আপনি মেহেরবানী করে উত্তেজিত হবেন না। এখন উত্তেজিত হবার সময় নয়। আমরা শুনেছি, আমরা জানি আপনার মনে কেন এত ক্ষোভ, এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা। কিন্তু আপনার ছেলে এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। তার অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। যেন দুনিয়াতেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে। সমস্ত ডাক্তার তার চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও তার আসল রোগ ধরতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তারা বলছেন দুনিয়ার কোনো চিকিৎসকের পক্ষে এই ডাক্তারের চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই আমরা ইমাম সাহেবের নিকট গিয়েছিলাম। তিনি অনেক খোঁজাখুঁজি করে ডাক্তার সাহেবের এই দুরাবস্থার প্রকৃত কারণটা উদঘাটন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাই তিনি আমাদেরকে আপনাদের নিকট পাঠিয়েছেন। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনারা যেভাবে পারেন, তাদেরকে নিয়ে আসবেন। তাদের ক্ষমা ব্যতীত ডাক্তারের অবস্থার উন্নতির কোনো আশা করা যায় না। তাই আপনাদের আবারো অনুরোধ করে বলছি, দয়া করে আমাদের সাথে চলুন। স্বচক্ষে দেখলে বুঝতে পারবেন আপনাদের ছেলে কত অসহ্য যন্ত্রণায় বন্দী হয়ে আছেন।

শত হলেও পিতা-মাতার মন! ছেলের কষ্টের বিস্তারিত বিবরণ শুনে পিতার রাগ পানি হয়ে গেল। মায়ের কান্না আরো বৃদ্ধি পেলো। হৃদয় হাহাকার করে উঠলো। চোখের কোণে জমিয়ে রাখা অশ্রুবিন্দু পিতাও আর সংবরণ করতে পারলেন না। তিনিও কেঁদে উঠলেন অবুঝ বালকের মতো।

হাসপাতালে গিয়ে বাবা-মা ছেলেকে দেখলেন- অবচেতন অবস্থায় তীব্র যন্ত্রনায় ছটফট করছে। কখনো বিকট শব্দে কাঁপিয়ে তুলছে হাসপাতাল কক্ষ। কখনো বা মুখ থেকে অজস্র ফেনা বের করে দিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে চেষ্টা করছে।

এই দৃশ্য দেখে পিতা-মাতা স্থির থাকতে পারলেন না। তাদের দু চোখ বেয়ে বাধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো নামতে লাগলো পানির বন্যা। মা বললেন বাজান! এতদিন যাবত তোমার কষ্ট হচ্ছে অথচ আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। তুমি আমাদের ভুলে গেছ ঠিকই, কিন্তু

www.smfoundationbd.com

তোমার হতভাগা পিতা-মাতা তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে নি। তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমরা পাগল হয়ে গেছি বাজান। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমরা ছিলাম শয্যাশায়ী। তুমি আমাদের যত কষ্টই দাও না কেন, আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। হে আল্লাহ! তুমিও আমাদের সন্তানকে ক্ষমা করে দাও। তাকে এ কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর।

মায়ের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তার কবির মুক্তি পেলেন ঠিকই, কিন্তু এ মুক্তি ক্ষণিকের জন্য নয়, চিরমুক্তি। এ মুক্তি যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি পেয়ে সুস্থ হওয়া নয়, বরং এ মুক্তি হচ্ছে মৃত্যুর তিক্ত পেয়ালা পান করে পরপারে যাত্রার মুক্তি। যেখান থেকে আর কেউ কোনো দিন ফিরে না, ফিরতে পারে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, ডাঃ কবিরের মৃত্যু হলো অথচ এক মুহূর্তের জন্য তিনি তার মমতাময়ী মা ও জন্মদাতা পিতাকে দেখে যেতে পারলেন না। দুর্ভাগা কুলাঙ্গার ছেলের মৃত্যুতে বাবা-মা দুজনেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

ডাক্তার মরে যাবার পর তার স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের মুখে কোনো পরিবর্তন এলো না। দেখা গেল না কারো মুখেই বিষাদের কালো ছায়া। ভাবখানা এমন, যেন তাদের কিছুই হয়নি। সবাইকে মোটামুটি স্বাভাবিক দেখা গেল। এক ফোঁটা বেদনার অশ্রুও ঝরে পড়ল না তাদের চোখ থেকে।

যা হোক, ডাক্তারকে হাসপাতাল থেকে এনে বাসার চত্বরে রাখা হলো। এখনই তাকে গোসল দেওয়া হবে। এজন্য একটি চাদরের প্রয়োজন হলো। স্ত্রীর কাছে চাদর চাওয়া হলো। স্ত্রী বলল, মৃত মানুষকে গোসল দেওয়ার মতো কোন নরমাল চাদর আমাদের নেই। আমাদের সব চাদরই বিদেশী। অনেক মূল্যবান। এত দামী চাদর মরা মানুষকে গোসল দিয়ে নষ্ট করব? Imposible. তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন- আপনারা কলাপাতা দিয়ে ডাক্তারের গোসলের কাজটা সেরে নিন।

স্ত্রীর কথা শুনে উপস্থিত লোকজন হতবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তারা মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণে হুঁশ ফিরে আসতেই তারা ভাবলো, হায়রে ডাক্তার! পিতা-মাতাকে ভুলে যে স্ত্রীর প্রেমে তুমি এতদিন

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

মজে ছিলে, যার জন্যে তুমি গোটা জীবন শেষ করলে- তোমার মৃত্যুর পর সে তোমার জন্য এক ফোঁটা অশ্রুও বিসর্জন দিল না। তোমার প্রাণহীন দেহটাকে ঘরের একখানা চাদর দিয়ে ঢাকার মতো মূল্যও তার কাছে রইলো না। বুঝ! ডাক্তার বুঝ! পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি কত নির্মম। কত নিষ্ঠুর!! কত মারাত্মক!!!

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে কলাপাতায় রেখেই গোসল দেওয়া হলো। এবার লাশ ঢাকার জন্য একটি কাপড়ের প্রয়োজন হলে তারা ডাক্তারের স্ত্রীকে তা দিতে বলল। স্ত্রী এবারও কাপড় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, মূল্যবান চাদর দিয়ে লাশ ঢেকে সে চাদর নষ্ট করে কি লাভ? বেশি প্রয়োজন হলে, হাসপাতালে ডাক্তার যে চাদরে শুয়েছিল ওটা দিয়েই ওর লাশ ঢেকে রাখুন।

লোকজন বলল, ওটাতে তো ডাক্তার মলত্যাগ করেছিল।

জবাবে ডাক্তারের স্ত্রী অবজ্ঞা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল- আপনারা হুজুররাই তো বলেন, নাপাক জিনিস তিনবার ধুলে পাক হয়ে যায়। সুতরাং চাদরটা তিনবার ধুয়ে শুকিয়ে নিয়েই লাশ ঢাকুন।

প্রিয় পাঠক! একটু খেয়াল করে দেখুন, যে ডাক্তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার জন্য পাগল ছিল, যাদের জন্য নিজের বাবা-মাকে ভুলে গিয়েছিল, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! সেই স্ত্রী, পুত্র ও কন্যারা তার লাশের উপর একটা চাদর দিতেও অনীহা প্রকাশ করল। অথচ যে পিতা-মাতাকে ডাক্তার দু'হাতে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছিল, সেই জনমদুখী মা-বাবা পুত্র শোকে পাগলের মতো হয়ে গেলেন।

প্রিয় পাঠক! ডাক্তার সাহেবের এই করুণ ও মর্মান্তিক অবস্থার জন্য পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়াই যে মূল কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোনাহের শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত স্থগিত রাখেন। কিন্তু পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণ এতই মারাত্মক ও জঘণ্য পাপ যে, এর শাস্তি তিনি মৃত্যুর পূর্বে জীবদ্দশাই প্রদান করেন। (বাইহাকী, মিশকাত, পৃ-৪১৮)

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! পিতা মাতার প্রতি সন্তানদের মৌলিক কতগুলো দায়িত্ব রয়েছে যা পালন করা একান্ত অপরিহার্য। যদি কেউ

www.smfoundationbd.com

এসব দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অমনোযোগী হয় তাহলে সে নিশ্চিত আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু তার জন্য রয়েছে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণাদায়ক আজাব। তাই আসুন, এ পর্যায়ে আমরা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের মৌলিক করণীয় কাজগুলো জেনে নেই এবং সে অনুপাতে চলার একশভাগ চেষ্টা করি-

১। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করুনঃ সন্তানের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, ভদ্র, নম্র ও উত্তম ব্যবহার করা। তাদের মনে কষ্ট লাগে এ ধরনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা যে কত জরুরি এবং অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকেই তা পরিস্কার বুঝা যায়।

(ক) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন "তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন, তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে (তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে) উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করবে না। ধমক দিবে না বরং নম্রভাবে ভদ্রতার সাথে কথা বলবে। আর তাদের সামনে বিনয়ের বাহুকে অবনমিত করে দিবে। (সূরা বনী ইসরাইল-২৩,২৪)

(খ) হযরত কাব আহবার (রা.) বলেন, যে লোক পিতা-মাতার অবাধ্য কিংবা তাদের সাথে অসদাচরণ করে, তাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার হায়াত কমিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি পিতা মাতার একান্ত বাধ্য হয় এবং তাদের সাথে সুন্দর ও উত্তম ব্যবহার করে, আল্লাহ তার হায়াত বাড়িয়ে দেন, যাতে সে আরো বেশি বেশি ভাল কাজ করে অধিক ছওয়াব ও মঙ্গল লাভ করতে পারে। -ইবনে মাজাহ

(গ) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

www.smfoundationbd.com

(ঘ) অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি রিজিকের প্রসার ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে।

২। সকল ক্ষেত্রে সম্মান বজায় রাখুন ঃ পিতামাতা যেহেতু পরম শ্রদ্ধার পাত্র, তাই কথায়, কাজে ও আচার আচরণে তাদের সম্মান বজায় রেখে চলতে হবে। এজন্য তাদের নাম নিয়ে যেমন ডাকা যাবে না তেমনি চলার সময় আগে আগেও চলা যাবে না। কথা বলার সময় নীচু স্বরে কথা বলতে হবে এবং তাকানোর সময় মায়াময় দৃষ্টিতে তাকাতে হবে।

হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন- মহান আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.) কে ওহীযোগে জানালেন- মাতা-পিতাকে সম্মান দান করো। কেননা যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে সম্মান দেয়, আমি তার আয়ূ বাড়িয়ে দেই এবং তাকে এমন সন্তান দান করি, যে সন্তান তাকে সম্মান ও ইজ্জত দেয়। পক্ষান্তরে পিতা মাতার অবাধ্য সন্তানের আয়ূ কমিয়ে দেই এবং তাকে দান করি অবাধ্য ও কুসন্তান। (কিতাবুল কাবায়ের পৃঃ ৫৩)

৩। পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলুন ঃ পিতা-মাতার আনুগত্য করা অর্থাৎ আদেশ নিষেধ পালন করা সন্তানের উপর ওয়াজিব। অবশ্য তারা যদি শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে তা মানা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" মুস্তাহাব পর্যায়ের ইল্‌ম অর্জনের জন্য সফরের প্রয়োজন হলে পিতা-মাতার অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া পর্যায়ের ইল্‌ম হাসিল করার জন্য সফর করাটা তাদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল নয়।

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার আনুগত্য করা এবং তাদের কথা মেনে চলা যে কত বেশি প্রয়োজন, নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ ও ঘটনা দ্বারাই তা সহজে অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া এসব হাদীস এ কথারও উৎকৃষ্ট দলিল যে, পিতা-মাতার অবাধ্য ও নাফরমান সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছে অপমান, লাঞ্ছনা ও ভয়াবহ পরিণতি। হাদীসগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উপকার করে খোটা দানকারী,

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং সর্বদা মধ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (নাসায়ী, দারেমী, মেশকাত পৃঃ ৪২০)

(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চার শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কখনোই বেহেশতে প্রবেশ করতে দিবেন না এবং উহার নেয়ামতরাজির স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগও প্রদান করবেন না। (১) মদখোর (২) সুদ খোর (৩) এতিমের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। তবে এরা তওবা করলে ভিন্ন কথা। (হাকেম)

(গ) হযরত আমর বিন মুররা আল জুহানী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, রমজানের রোজা রাখি, যাকাত দেই এবং হজ্জ সম্পাদন করি, তাহলে আমি কি মুক্তি পাব? রাসূল (সা.) বললেন, সঠিকভাবে এগুলো যে আদায় করবে সে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানদের সাথী হবে। তবে পিতা মাতার অবাধ্যচারী এ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে। (আহমদ, তাবারানী)

(ঘ) এক হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো? (বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি তিনবার বললেন। জবাবে হযরত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মারাত্মক কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে শরিক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।

হযরত কাআব (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হুজুর! মাতা-পিতার অবাধ্যতা বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন- মাতা-পিতা কোনো কাজ করার কথা বললে তা না করা, কোনো নির্দেশ দিলে তা পালন না করা, কোনো কিছু চাইলে তা না দেওয়া এবং কোনো কিছু আমানত রাখলে তার খেয়ানত করা।

(ঙ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের সুঘ্রাণ সুদীর্ঘ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য লোক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি ঐ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

(চ) এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তারা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অর্থাৎ তাদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং তাদের সাথে বেয়াদবী ও নাফরমানী তোমাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে।

(ছ) অন্য এক হাদীসে আছে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান আল্লাহ হতে দূরে, ফেরেশতা হতে দূরে, বেহেশত হতে দূরে, সৎ লোকদের থেকে দূরে এবং দোজখের নিকটবর্তী অবস্থান করে।

একটি শিক্ষনীয় ঘটনা ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মদীনা শরীফে আলকামা নামে এক যুবক বাস করতো। সে নামাজ, রোজা, দান-সদকা প্রভৃতি ইবাদতে রীতিমতো মশগুল থাকতো। একবার সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় নিপতিত হলো। তখন তার স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এই বলে লোক পাঠাল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী অন্তিম শয্যায় শায়িত। আমি তার অবস্থা আপনাকে জানানো জরুরি মনে করছি।

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনি হযরত বেলাল, আম্মার ও সুহাইব (রা.) কে পাঠালেন এবং বলে দিলেন তোমরা আলকামার কাছে যাও এবং তাকে কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন করো।

তারা সেখানে গিয়ে দেখলেন আলকামার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তারা তাকে কালেমার তালকীন করলেন। কিন্তু আলকামা কিছুতেই কালেমা উচ্চারণ করতে পারছে না। সাহাবীগণ দ্রুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ বহনকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তার পিতা-মাতার কেউ কি বেঁচে আছে? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, তার বৃদ্ধা মা এখনো জীবিত আছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনি তাকে এই বলে বৃদ্ধার কাছে পাঠালেন যে, আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

কাছে যেতে পারবেন? যদি পারেন তবে চলুন। আর না পারলে অপেক্ষা করুন, তিনি আপনার কাছে আসছেন।

এ খবর পেয়ে আলকামার মা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক। আমিই তার দরবারে উপস্থিত হবো।

এই বলে তিনি লাঠি ভর দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সালাম জানালেন। সালামের জবাব দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি কি আমাকে সত্য কথা জানাবেন? যদি অসত্য বলেন তবে মনে রাখবেন ওহীযোগে আমি সবকিছু জেনে যাব। বলুন তো আলকামা কেমন ছিল?

বৃদ্ধা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বেশি করে নামায, রোজা ও দান-সদকা করতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার ব্যাপারে আপনার মনোভাব কি?

উত্তরে বৃদ্ধা জানালেন- আমি তার উপর খুশি নই।

ঃ কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন।

ঃ সে স্ত্রীকে আমার উপর প্রাধান্য দিত এবং আমার নির্দেশ অমান্য করতো। অকপটে বৃদ্ধা জবাব দিলেন।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আলকামার মায়ের অসন্তোষই তার কালেমা পাঠের প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। অতঃপর তিনি বিলাল (রা.) কে বললেন, যাও কিছু লাকড়ী সংগ্রহ কর।

বৃদ্ধা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! লাকড়ী দিয়ে কি হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আপনার উপস্থিতিতেই আলকামাকে পুড়িয়ে ফেলবো।

বৃদ্ধা বললেন, আমার সন্তানকে আমারই সামনে পুড়িয়ে মারা হবে একি আমার সহ্য হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলকামার মা! আল্লাহর শাস্তি এর চেয়েও কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। আপনি যদি চান

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

আপনার ছেলেকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিক তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। অন্যথায়, যে আল্লাহর হাতে আমার জান, তার কসম করে বলছি, যে পর্যন্ত আপনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন সে পর্যন্ত তার নামাজ, রোজা, দান-সদকা কোনোটাই কোনো উপকারে আসবে না।

একথা শুনে বৃদ্ধা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আলকামাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হলাম।

বৃদ্ধার কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর চেহারায় একটি আনন্দের দ্যুতি খেলে গেল। তিনি হযরত বিলাল (রা.) বললেন, বিলাল! এবার আলকামার কাছে যেয়ে দেখ সে কালেমা পড়তে পারে কি না? আমার ধারণা আলকামার মা আমার কাছে লজ্জায় কোনো কিছু গোপন না করে সঠিক কথাই বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ পেয়ে হযরত বিলাল (রা.) তখন আলকামার উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন। তিনি সেখানে গিয়ে শুনলেন আলকামা উচ্চঃস্বরে পড়ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....

তখন হযরত বিলাল (রা.) ঘরে প্রবেশ করে সমবেত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শুনে রাখুন, মায়ের অসন্তুষ্টির কারণে আলকামা প্রথমে কালেমা পড়তে পারেনি। পরে তিনি সন্তুষ্ট হওয়ায় সে কালেমা পড়তে সক্ষম হয়েছে।

এরপর সেদিনই আলকামা মারা গেলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থেকে তার গোসল ও কাফনের তদারকী করেন এবং জানাজা পড়িয়ে দাফন কার্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ওহে মুহাজির ও আনসারগণ! যে লোক মায়ের উপর স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয় তার উপর আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশতা ও মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ তাআলা তার কোনো সৎকাজই কবুল করবেন না। তবে তওবা করে মায়ের সাথে সদাচরণ করতে পারলে সে ভিন্ন কথা। মনে রেখ, মায়ের সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মায়ের অসন্তুষ্টিই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী, আহমদ)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

৪। হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা মিশিয়ে পিতা-মাতার সেবা যত্ন করুন ঃ

আপন পিতা-মাতাকে আন্তরিকভাবে মনের সবটুকু মহব্বত ও ভালবাসা দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত খেদমত করে যাওয়া প্রতিটি সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য। তারা বৃদ্ধ হয়ে গেলে এ কর্তব্য আরো বেড়ে যায়। কেননা এ সময় তারা সন্তানের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় সন্তানের সামান্য উপেক্ষাভাবও তাদের হৃদয়কে গভীরভাবে আহত করে। তাছাড়া এ সময় মানুষের দিল-মন ঠিক থাকে না। মেজাজ হয়ে যায় খিটখিটে। হুশ-জ্ঞানও অনেকটা কমে যায়। ফলে অনেক এমন আবদারও তারা সন্তানের নিকট করে বসেন, যা পূরণ করা সন্তানের উপর কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য পবিত্র কুরআনে বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করার নির্দেশ এসেছে। মোটকথা, পিতা-মাতা যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যাই হোক না কেন সকল অবস্থায় তাদের সেবা ও খেদমত করে যেতে হবে। এমন কি পিতা-মাতা কাফির-মুশরিক হলেও প্রয়োজনে তাদের সেবা যত্ন করতে হবে।

প্রিয় পাঠক! আপনি কেন আপনার পিতা-মাতার সেবা করবেন না? তবে কি আপনি অতীতের কথা ভুলে গেছেন? একটু চিন্তা করে দেখুন তো বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য আপনার উপর আপনার পিতা-মাতার কত শ্রম ও অবদান রয়েছে? আপনি কি খেয়াল করে দেখছেন যে, আপনার মা আপনাকে নয় মাসেরও অধিককাল পেটে নিয়ে বেড়িয়েছেন, প্রসবের সময় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে আপনাকে দুনিয়ার মুখ দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন, নিজের বুকের দুধ পান করিয়ে তিলে তিলে বড় করে তুলেছেন, আপনার জন্য অনেক প্রয়োজনীয় ঘুম হারাম করেছেন, নিজ হাতে আপনার পেশাব-পায়খানা পরিস্কার করেছেন, অনেক সময় নিজে না খেয়ে আপনাকে খাইয়েছেন, আপনার অসুখ-বিসুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সাথে সময় কাটিয়েছেন, তাদের মরণ ও আপনার জীবন এ দুয়ের মধ্যে আপনার জীবনকেই তারা কামনা করেছেন। আজ আপনি বড় হয়ে এসব কথা ভুলে গেছেন? আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন যে, আপনার পিতা আপনার দু'মুটো আহার যোগানের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্ট স্বীকার করেছেন, আপনার কাপড়-চোপড়, প্রয়োজনীয়

www.smfoundationbd.com

জিনিস ও লেখাপড়ার খরচ যোগানের জন্য তিনি কত যাতনা সহ্য করেছেন? আর আজ? আজ আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে, বড় কোন পদের অধিকারী হয়ে পিতা-মাতাকে তাচ্ছিল্যের নজরে দেখছেন? তাদের সেবা-যত্ন করা তো দূরের কথা, কিছুদিন পর পর তাদের সাথে সাক্ষাত করারও সুযোগ পাচ্ছেন না? হায় আফসোস! এর চেয়ে দুঃখজনক কথা আর কি হতে পারে?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! নিম্নে আমি পিতা-মাতার খেদমত সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলাম। আসুন আমরা হাদীসগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ি, অনুধাবন করি এবং আজ থেকেই শতভাগ আমল করার চেষ্টা করি।

(ক) হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার আব্বা-আম্মা কি জীবিত আছেন? সে জবাব দিল, হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তাদের সেবা যত্ন কর। -(বুখারী, মুসলিম)

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এ হাদীসে পিতা-মাতার খেদমতকে জিহাদের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(খ) একবার হযরত ইবনে ওমর (রা.) দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি তার আম্মাজানকে পিঠে নিয়ে কাবাঘর তওয়াফ করছে। লোকটি ইবনে ওমর (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন- হুজুর! আমি মাকে নিয়ে এভাবে তওয়াফ করায় তার কিছু ঋণ শোধ করতে পারলাম তো? ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তুমি গর্ভে থাকাকালীন তোমার মা যত কষ্ট-যাতনা সহ্য করেছেন তুমি এর একটির ঋণও শোধ করতে পারনি। তবে তুমি ভাল কাজ করছো। তোমার এ অল্প কাজেই আল্লাহ তোমাকে অনেক পূণ্য দান করবেন।

(গ) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধুসরিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধুসরিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধুসরিত হোক, (অর্থাৎ সে অপদস্থ

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

হোক) জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কে? রাসূল (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোনো একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল অথচ তাদের খেদমত করে বেহেশতে যেতে পারলো না। (মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪১৮)

(ঘ) এক হাদীসের শেষাংশে আছে, একদা রাসূলে মকবুল (সা.) মিম্বরে উঠার সময় হযরত জিব্রাইল (আ.) বদদোয়া করে বললেন- ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে তার পিতা-মাতা অথবা উভয়ের একজন বার্ধক্যে পৌঁছেছে, অথচ সে তাদের সেবা যত্ন করে জান্নাতবাসী হতে পারলো না। তখন রাসূল বললেন- আমীন। অর্থাৎ তাই হোক। (হাকেম)

৫। পিতা-মাতার মনের আশা ও প্রয়োজন পূর্ণ করুন ঃ অনেক সময় বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতা বড় আশা করে সন্তানের কাছে কিছু চায়। আবার কখনো কোনো জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন পড়ে। এমতাবস্থায় সন্তানের কর্তব্য হলো, কষ্ট স্বীকার করে হলেও পিতা-মাতার এ আশা কিংবা প্রয়োজন পূর্ণ করা। হাদীস শরীফে আছে, কোনো সন্তান যদি বৃদ্ধ পিতা-মাতার একটি কামনা পূর্ণ করে, তাহলে আল্লাহ্ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তার সত্তরটি কামনা বাসনা পূর্ণ করবেন। তম্মধ্যে একটি হলো তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো। আর আরেকটি হলো- আল্লাহ্ পাকের দিদার লাভ।

৬। পিতা-মাতার প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান ঃ পিতা-মাতার ইহসান ও দয়ার কথা স্মরণ করে প্রতিটি সন্তানের উচিত তাদের দিকে মহববতের দৃষ্টিতে তাকানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যখন কোনো ভক্ত সন্তান আপন পিতা মাতার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহপাক তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি মকবুল হজ্জের ছাওয়াব দান করেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে প্রতিদিন একশত বার মহব্বতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, একশত বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, সে একশ হজ্জের ছওয়াব পাবে। আল্লাহ তা'আলা (তোমাদের কল্পনা থেকে) অনেক মহান এবং (যাবতীয় সংকীর্ণমনা থেকে) পবিত্র।

-(বাইহাকী, মেশকাত পৃঃ ৪২১)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

৭। পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের সাথেও সদাচরণ করুনঃ পিতা-মাতার হক সমূহ থেকে একটি হক হলো, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয় ভাজনদের সাথেও ভালো ব্যবহার করা। তাদের সম্মান করা এবং খাওয়া পরার কষ্ট হলে সামর্থ অনুসারে তাদের সাহায্য ও উপকার করার চেষ্টা করা।

ইবনে দীনার (রা.) ইবনে ওমর (রা.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর (ইবনে ওমর) একটি গাধা ও একটি পাগড়ী ছিল। তিনি যখন মক্কায় যেতেন এবং উটে আরোহণ করতে বিরক্তি বোধ করতেন তখন বিশ্রামের জন্য এ গাধার পিঠে ছওয়ার হতেন এবং পাগড়ীটা মাথায় বেঁধে নিতেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী একদিন তিনি এ গাধার পিঠে সওয়ার ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এলো। ইবনে ওমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক নও?

সে বলল, হ্যাঁ।

ইবনে ওমর (রা.) সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার গাধাটা দিয়ে বললেন, এর উপর আরোহণ করো এবং পাগড়ীটা হাতে দিয়ে বললেন, এটা মাথায় বাঁধো।

তখন ইবনে ওমর (রা.) এর সঙ্গীরা তাকে বললেন, আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি গাধাটা বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন অথচ এর উপর আপনি সওয়ার হতেন এবং পাগড়ীটাও তাকে দিয়ে দিলেন অথচ এটা আপনি মাথায় বাঁধতেন।

উত্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন- আমি নবী করীম (সা.) কে বলতে শুনেছি- সৎ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৎকাজ হলো, পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুর পরিবারের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। উল্লেখ্য যে, এ বেদুঈন হযরত ওমর (রা.)-এর বন্ধু ছিল।

৮। পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ ও জায়েজ মান্নত পূর্ণ করুন ঃ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের ঋণ পরিশোধ করা এবং জায়েজ মান্নত বা অসিয়ত পালন করা সন্তানের কর্তব্য। এর দ্বারা সন্তানের কেবল প্রভূত কল্যাণ লাভই নয় বরং সে আল্লাহ তাআলার দরবারে বাধ্যগত সন্তান বলেও গণ্য হয়।

www.smfoundationbd.com

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- যে ব্যক্তি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের ঋণ পরিশোধ করে এবং তাদের মান্নত পূর্ণ করে, সে যদিও পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের অবাধ্য থাকে, তবুও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের ঋণ পরিশোধ করে না এবং মান্নতও পূর্ণ করে না, সে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের অনুগত হলেও আল্লাহর কাছে নাফরমান ও অবাধ্য সন্তান বলে গণ্য হবে। - (আল আদাবুল মুফরাদ।)

৯। মাঝে মধ্যে পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করুনঃ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য হলো, মাঝে মধ্যে তাদের কবর যিয়ারত করা। হাদীস শরীফে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি প্রতি জুমায় তার বাপ-মা বা কোনো একজনের কবর যিয়ারত করে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং সদাচরণ কারীদের অন্তর্ভূক্ত করে নিবেন। -বাইহাকী, মেশকাত পৃঃ ১৫৪

১০। পিতা-মাতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করুন ঃ পিতা-মাতা বেঁচে না থাকলে আজীবন তাদের মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করা সন্তানের একান্ত কর্তব্য। আর বেঁচে থাকলে তাদের সঠিক কল্যাণ ও বিপদমুক্তির দোয়া করতে হবে। তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে নফল ইবাদত ও কুরআনে পাক তিলাওয়াত করে এবং সামর্থ থাকলে দান-খয়রাত করে তাদের রূহে ছওয়াব বখশে দেওয়া উচিত।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কবরে শায়িত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায়। নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন জীবন রক্ষার জন্য যা পায়, তাই আঁকড়ে ধরে, তদ্রূপ কবরে শায়িত ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনদের দোয়া পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। জীবিত ব্যক্তির দোয়া মৃত ব্যক্তির কবরে নূরের পর্বতের ন্যায় প্রবেশ করে।

অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন কোনো ব্যক্তি মুসলমান পিতা-মাতার জন্য দান-খয়রাত করে তার

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ছওয়াব ঐ মাতা-পিতা অবশ্যই পায় এবং দানকারী নিজেও এর ছওয়াব লাভ করে। কিন্তু তাতে তার মাতা-পিতার ছাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হয় না।

১১। পিতা-মাতাকে প্রহার কিংবা গালি দিবেন না ঃ বর্তমান পৃথিবীতে এমন কিছু সন্তান দেখা যায়, যারা (নাউযুবিল্লাহ) পিতা-মাতাকে গালি দিতে এমনকি গায়ে হাত উঠাতেও দ্বিধাবোধ করে না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি পিতা-মাতাকে প্রহার করার জন্য হাত উঠায়, তবে কিয়ামতের দিন তার হাত গর্দানের উপর দিয়ে উঠিয়ে আগুনের শিকল দিয়ে পিঠ মোড়া করে বেঁধে দেওয়া হবে। এ কথা শুনে সাহাবাগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে পিতা মাতাকে প্রহার করেই বসে?

তিনি উত্তরে বললেন- তাহলে পুলসিরাতে উঠার আগেই তার হাত কেটে দেওয়া হবে এবং ফেরেশতাগণ লোহার মগুর দ্বারা তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করবেন।

অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- সর্ববৃহৎ গুনাহ হচ্ছে পিতা-মাতাকে গাল-মন্দ করা। কেউ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ তার পিতা-মাতাকে গালমন্দ করে কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ, এটা এভাবে যে, কেউ অন্যের পিতা-মাতাকে গালমন্দ করে, জবাবে সেও তার পিতা-মাতাকে গালমন্দ করে। (বুখারী)

১২। পিতা-মাতা মৃত্যুর পর চিৎকার করে কাঁদবেন না ঃ পিতা-মাতা ইন্তেকালের পর চিৎকার করে কান্না কাটি করা যাবে না। কেননা এতে তাদের আত্মা কষ্ট পেয়ে থাকে। আর পিতা মাতাকে যে কোনো উপায়ে কষ্ট দেওয়া হারাম। চাই তা মৃত্যুর আগে হোক কিংবা মৃত্যুর পরে হোক। এমনকি তারা অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলেও তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার অধিকার সন্তানের নেই। মোটকথা, চিৎকার করে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে ক্রন্দন করার দ্বারা যেহেতু মরহুমের আত্মার কষ্ট হয় সেজন্য উহা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। হ্যাঁ, আন্তরিক ভাবে ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত হওয়ায় কোনো দোষ নেই বরং হওয়াই উচিত।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

১৩। পিতা-মাতা যেন আপনার জন্য দোয়া করে সেই পরিবেশ তৈরি করুন ঃ সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। পিতা-মাতার দোয়া ছাড়া কোনো সন্তান জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইমাম বুখারী (রা.) বাল্যকালে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার মায়ের নেক দোয়ার বরকতে আল্লাহপাক তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু ফিরিয়েই দেননি, তার দৃষ্টিতে তিনি এতই শক্তি দান করেছিলেন যে, চাঁদের আলোতে তিনি লেখাপড়া করতে পারতেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) একমাত্র মায়ের দোয়ার বরকতে ওলীকুলের শিরোমনি হয়েছিলেন। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) মায়ের দোয়ার বরকতে যুগশ্রেষ্ঠ ওলী হয়েছিলেন। মোটকথা, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার নেক দোয়া একটি অব্যর্থ মহৌষধ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝলাম যে, সন্তানের জন্য বাপ-মায়ের সুদোয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, এজন্য কি উপযুক্ত মন মানসকিতা তৈরি করার প্রয়োজন নেই? আপনি যদি সর্বদা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেন, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন, তাদের অবাধ্য হন তবে কি আপনার জন্য পিতা-মাতার মুখ থেকে সুদোয়া বের হবে? না হবারই কথা। আর দু'চারজনের হলেও তা ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে আপনি যদি তাদের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করেন, তাদের আদেশ -নিষেধ মেনে চলেন, তাদেরকে আন্তরিক ভাবে প্রাণ খুলে ভালবাসেন, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হন, তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান দেন, সর্বদা তাদেরকে আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা করেন- তবে তাদের কাছে আপনার দোয়া চেয়ে নিতে হবে না, তারাই আপনার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য প্রাণ ভরে কায়মনোবাক্যে দোয়া করবেন। হে দয়াময় প্রভূ! তুমি আমাদেরকে পিতা-মাতার হকগুলো সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করার তাওফীক দান করো। আমরা যেন মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে তাদের সেবা-যত্ন ও খেদমত করে যেতে পারি সেই সৌভাগ্য নসীব করো। আমীন। ছুম্মা আমীন

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

হৃদয়ের আর্তনাদ

গত ১০ মে। ২০০৪ সাল। ইরাকের কুখ্যাত আবু গারীব কারাগার থেকে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ-অনুভূতি মিশিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি চিঠি পাঠিয়েছেন নূর নামের এক মুসলিম তরুণী। বন্দী হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী বাহিনী তার উপর, তার ইজ্জতের উপর যে হৃদয়বিদারক, লোমহর্ষক ও বর্বর নির্যাতন চালায়, তা-ই তিনি ঘুমিয়ে পড়া মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন। তপ্ত খুনের আখরে লেখা তার এ চিঠিখানা প্রথমে আল বসরা ওয়েব সাইটে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এরপর এক এক করে প্রচারিত হতে থাকে আরব বিশ্বের বহুল প্রচারিত মিডিয়াগুলোতে। পরবর্তীতে ইরাকী বোনের এ আবেগময় চিঠিখানা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশ পায় এ চিঠিখানা। বহুল প্রচার ও মুসলিম ভাইদের আত্মসম্ভ্রমবোধ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমিও এ চিঠিখানা দিয়েই শুরু করছি হৃদয় গলে সিরিজের ১০ম খন্ড। আশা করি আমার এ প্রয়াস ঝিমিয়ে পড়া মুসলিম জাতির ঈমানী চেতনাকে কিছুটা হলেও জাগ্রত করতে সক্ষম হবে।

www.smfoundationbd.com

চিঠিখানা নিম্নরূপঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি নূর। বন্দী এক মুসলিম তরুণী। নিরপরাধ তোমাদের বোন খুনের কালিতে লিখছে তার আকুতি মিনতি। প্রকাশ করতে চাইছে তার বন্দী জীবনের নির্মম কাহিনী। কিন্তু কিভাবে শুরু করবে সে? কোন ভাষায় লিখবে তার কাহিনীমালা? কোত্থেকে তুলে ধরবে তার অসহায় জীবনের করুণ চিত্র? কোন্‌টা ফেলে কোনটা লিখবে সে? তার বন্দী জীবনে তো এমন কোন সময় অতিবাহিত হচ্ছে না, যা মর্মস্পর্শী নয়।

প্রিয় ভাইগণ! কুখ্যাত আবু গারীব কারাগারে আমি এবং আমার মতো অন্যান্য মা বোনদের উপর যে অমানবিক, নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। সেখানে আমাদের দুর্বল দেহের উপর যে কল্পনাতীত জুলুম অত্যাচার ও নির্মম নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, তা ব্যক্ত করার মতো ক্ষমতাও আমার নেই। তোমরা শুধু এতটুকু জেনে রাখো, আমাদের পবিত্র আঁচল, মর্যাদার চাদর আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। মানবরূপী হায়েনাদের হিংস্র থাবায় আমরা আজ ক্ষত-বিক্ষত। আমাদের রুহ আজ নির্জীব। বন্দী হওয়ার পর থেকে এমন একটি রাতও অতিবাহিত হয়নি যে রাতে মানবতার ধ্বজাধারী আমেরিকার সাদা শয়তানগুলো আমাদের মতো অবলা অসহায় দুর্বল নারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। আমরা আজ প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গেছি। ভুলে গেছি সুন্দর সুস্থ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্নের কথাও। লুটেরারা আমাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে, সম্মান-সূনাম সতিত্ব সবকিছু ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। আমাদের গৌরব আজ ভুলুণ্ঠিত, বেঁচে থাকার স্বপ্ন আজ সুদূর পরাহত। মৃত্যুর জন্য আমরা বিলাপ করছি। কিন্তু হায়? মৃত্যু যে এখনো আসছে না।

হে ভোরের স্নিগ্ধ সমীরণে বসবাসকারী ভাইগণ! তোমরা যখন বিলাসবহুল জীবনে মজাদার খানায় মশগুল, তৃপ্তিদায়ক সুস্বাদু খাবার নিয়ে যখন তোমরা আনন্দে বিভোর, তখন তোমাদেরই মা-বোন এক মুঠো খাবারের জন্য অস্থির। তোমরা যখন বিভিন্ন প্রকার রং বেরংয়ের ঠান্ডা পানীয় দিয়ে পিপাসা মেটাতে ব্যস্ত, তখন তোমাদের মা বোন এক ফোঁটা পানি থেকেও বঞ্চিত। যখন তোমরা নরম তুলতুলে ঝকঝকে আরামদায়ক বিছানায় শায়িত, তখন তোমাদের মা বোন কংকরময় জমীনে মৃত্যুর

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

অপেক্ষায় অপেক্ষমান। তোমরা যখন নানাবিধ উৎসব আয়োজনে মত্ত, আনন্দে উৎফুল্ল, তখন তোমাদের মা-বোন বিরামহীনভাবে বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে তপ্ত অশ্রুমালা।

প্রিয় মুজাহিদ ভাইগণ! বন্দীশালায় আমরা এমন এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করছি যা কোনোদিন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। মানুষ যে মানুষের প্রতি এতটা নির্মম ও নিষ্ঠুর হতে পারে তা ইতোপূর্বে কখনোই আমাদের জানা ছিল না। তারা যখন আমাদের সযত্নে লালিত ইজ্জত হরণ করতে আসে তখন তাদের পায়ে ধরে কতো কাকুতি মিনতি করি, জীবন দানের বিনিময়েও ইজ্জত রক্ষার আবেদন জানাই, কিন্তু আমাদের আবেদন নিবেদন এই সব নরপিশাচদের কর্ণকুহুরে মুহূর্তের জন্যেও প্রবেশ করে না।

মুসলিম যুবক ভাইগণ! বন্দীখানায় আমরা পরস্পর জিজ্ঞেস করি, আমাদের স্বজাতি বীর মুজাহিদরা কোথায়? কোথায় সেই সব বাহাদুর নওজোয়ানেরা যাদের একটি মাত্র বজ্র হুংকারে আবু গারীব কারাগারের লৌহ কপাট ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে? প্রিয় ভাইয়েরা আমার! তোমরা হয়ত জান না যে, প্রতিদিন আমরা তোমাদের জন্য জিন্দান খানার অন্ধকারময় পরিবেশে জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে অপেক্ষা করি আর বলি এই তো আমাদের ভাইয়েরা আসছে। এইতো তারা লম্পট অফিসারদের মাথাগুলো গুড়ো করে দিয়ে আমাদের শিকল পরা হাত-পা হতে বাধন খুলে দিচ্ছে। এই তো তারা বলছে, হে আমাদের মা ও বোনেরা! আজ থেকে আপনারা চির স্বাধীন, চিরমুক্ত। আপনাদেরকে বন্দীশালায় আটকে রাখার মতো ক্ষমতা কারো নেই।

মুহতারাম তরুণ ভাইগণ! কোনো দিন এমন যায় না যে, যে দিন আমরা মরুভূমির তপ্ত পথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একথা বলি না যে, এই তো আসছে যুগের মুহাম্মদ বিন কাসিম। এই তো আসছে খালেদ সাইফুল্লাহ ও তারেক বিন যিয়াদের সিংহ শার্দুলেরা। কিন্তু না, আমাদের অপেক্ষা কেবল অপেক্ষাই থেকে যায়। অপেক্ষার প্রহর আর শেষ হয় না। দুঃখের দীর্ঘ রজনী আর পোহাতে চায় না। তখন মনের অজান্তে তপ্ত নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসে- এখনো হয়তো আমাদের মুসলিম মুজাহিদ

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ভাইদের আরামের নিদ্রা ভঙ্গ হয়নি। জানতে পারেনি আমাদের কলংকময় জীবনের করুণ কাহিনী। উপলব্দি করতে পারেনি মুসলমান মা বোনদের পাহাড় সম বিশাল ও সাগরসম গভীর দুঃখ-বেদনার কথা। হায় আফসোস, যদি তারা বুঝতো!

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা ইতিহাসে পড়েছিলাম, রোমীয় সৈনিকরা এক আরব কন্যার আঁচলে হাত দিয়েছিল, তখন সে শত শত মাইল দূর থেকে বাদশাহ মুতাসিম বিল্লাহকে সম্বোধন করে বলেছিল, হে মুতাসিম! আরবের এক দুর্বল নারী নির্যাতিত হয়ে তোমার নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছে। তুমি এর বিচার কর।

এ খবর পৌঁছল তৎকালীন বাগদাদের শাসক মুতাসিম বিল্লাহর দরবারে। খবর শুনেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। সুতরাং আর দেরী নেই। সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে অবতরণ করে একটি মাত্র মেয়েকে উদ্ধারের জন্য বিশালবাহিনী নিয়ে অভিযান চালালেন এবং অপরাধের প্রতিশোধ ও প্রতিকার করে মেয়েটিকে উদ্ধার করলেন।

ভাইগণ! আমরা তো ইতিহাসে এ কাহিনী বারবার পড়েছি। কিন্তু এ কাহিনী মনে হলে অশ্রু বিসর্জন দেয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকে না। আজ হাজারো মা-বোনের ইজ্জত অহরহ লুণ্ঠিত হচ্ছে বেঈমান কাফের ও পাপিষ্ঠদের হাতে। তাদের আর্তনাদ আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আসছে। কিন্তু কেউ কি নেই এই আহাজারী শোনার? এই নিষ্ঠুর নির্মমতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার? হায় আফসোস, শত আফসোস, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমাদের আকুতি মিনতি শোনার ফুরসতও তোমাদের নেই।

হে মুসলিম জাতি! সমস্ত মা বোনের পক্ষ থেকে শেষ বারের মতো তোমাদের করজোর নিবেদন করে বলছি, তোমরা একটু সময় করে আমাদের বুকফাটা চিৎকারগুলো শুনো। আমাদের হৃদয়ে পুঞ্জিভূত বেদনাগুলো বুঝতে চেষ্টা করো। তোমরা আমাদের মিনতি শুনে সাড়া দাও। অন্তরের ব্যাকুলতা উপলব্দি করো। আর শুনো, যদি আমাদের এ করুণ সংবাদ জানতে পেয়েও তোমরা নীরব থাক, ব্যস্ততার কারণে আমাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করার মতো সময়ই যদি না পাও, তবে আল্লাহর

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ওয়াস্তে দেরী না করে আমাদের জন্য এক শিশি বিষ পাঠিয়ে দাও। যা পান করে আমরা চিরতরে হারিয়ে যাব তোমাদের স্মৃতি থেকে। ফলে কেউ তোমাদের আর জ্বালাবে না। বিরক্ত করবে না বার বার।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আবারো বলছি, আমাদের ইজ্জত আজ ভুলুণ্ঠিত। আমরা আজ খোদাদ্রোহী শয়তানদের সন্তান গর্ভে ধারণ করে ঘুরছি। ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত মুসলিম নারী হয়ে, প্রিয় নবী (সা.) এর একান্ত অনুসারী হয়ে আমরা আমাদের পেটে কাফেরদের সন্তান ধারণ করতে পারবো না। তাই আমাদের বিনীত নিবেদন হলো, তোমরা আমাদের জন্য কিছু করতে না পারলে দয়া করে একটু বিষ পাঠিয়ে দাও। কারণ এই দুর্বিসহ জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই।

ইতি

তোমাদের এক মুসলিম বোন

নূর

স্মরণীয় বাণী

আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী।

—সূরা নিসা, আয়াত—৭৫

সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৪ইং

www.smfoundationbd.com

৪

প্রতারণার হাসি

শাহেদ ও রফীক। একই কক্ষের দুই খাটে দু'জন শায়িত। তারা পরস্পর বন্ধু। হঠাৎ একটু এলোমেলো স্বপ্ন দেখে শাহেদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কক্ষে মৃদু আলো জ্বলছিল। শাহেদ পাশ ফিরে দেখে রফীক এখনও ঘুমিয়ে আছে। ইতোমধ্যে মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ চিড়ে বেরিয়ে আসে আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম। হে মুসলিম নর-নারীরা! আর ঘুমিয়ে থেকো না। কারণ ঘুম থেকে নামাজ উত্তম।

রফীকের ঘুমন্ত দেহের দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শাহেদ। ওকে দেখে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দীর্ঘ ছয়/সাত বছরের কথা একের পর এক ভাসতে থাকে তার হৃদয় দর্পনে।

ওরা দু'বন্ধু এক সাথে ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। বিশ্ব বিদ্যালয়ের দীর্ঘ জীবন কেটেছে ওদের একই রুমে, একই সাথে। যার সুবাদে ওরা একে অপরের খুব কাছের মানুষ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় উভয়ের মাঝে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। ফলে প্রত্যেকেই একে অপরের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হতো। একজনের বিপদে আরেকজন এগিয়ে আসতো একান্ত আপনজনের মতোই। এসব কথা মনে করে শাহেদের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে।

গতকাল ওদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আজই ওরা নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাবে। চলে যাবে দূরে, বহু দূরে। কে জানে, জীবনে আর কোনো দিন তাদের মোলাকাত হয় কি না?

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

চোখ মুছে শাহেদ রফীককে ডেকে তুলে। দু'বন্ধু ওদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মসজিদে গিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করে। নামাজের পর হল রুমে এসে কালামে পাক তিলাওয়াত করে। অতঃপর হালকা নাস্তা সেরে নেয়। ইতোমধ্যে ঘড়ির কাটাও আটের ঘরে চেপে বসে। এবার বিদায়ের পালা।

ওরা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। উভয়ের চোখেই পানি। অশ্রুগুলো যেন ভাষা খুঁজে পায়। অব্যক্ত কণ্ঠে বলতে থাকে- বিদায় দাও বন্ধু! দিও ক্ষমা করে।

কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সালাম মোসাফাহা শেষে শাহেদ বগুড়া গামী একটি বাসে গিয়ে উঠে। অল্পক্ষণের মধ্যে বাসটি চলতে শুরু করে। রফীক তখনও বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সে কেবল শাহেদকে নিয়ে চলে যাওয়া বাসটির দিকে অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে থাকে।

বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে নবীনগর গ্রামে শাহেদদের বাড়ি। ওরা দুই ভাই দুই বোন। শাহেদের পিতা জনাব আব্দুল কাদের একটি নামকরা স্কুলের শিক্ষক। অবশ্য বর্তমানে তিনি অবসর নিয়েছেন।

আয়ের উৎস বলতে শাহেদদের তেমন কিছুই নেই। এক বিঘা জমি, তিনটি গাভী ও পিতার প্রতি মাসে প্রাপ্ত পেনশনের টাকাই তাদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। এগুলো দ্বারা টানাটানির মধ্য দিয়ে কোনো রকম তাদের সংসারটা চলে।

গত দু'মাস হলো পরীক্ষার কারণে বাড়ির সাথে কোনো যোগাযোগ করতে পারেনি শাহেদ। বাড়ি ঘরের বর্তমান কি অবস্থা, আব্বা-আম্মার শারীরিক অবস্থা কেমন? এসব ভাবতে ভাবতে সে বাস থেকে নামে। তারপর প্রায় দু'কিলোমিটার মাটির রাস্তা পায়ে হেঁটে বাড়িতে পৌঁছতেই কেমন যেন নীরবতা অনুমিত হয়। একে তো বন্ধুর বিরহ যন্ত্রণা, তারপর বাড়ির এই গম্ভীর ভাব দেখে শাহেদের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠে। সে ভাবে, বাড়ির কারো অসুখ-সুখ হয়নি তো? কিংবা বড় রকমের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?

এসব সাতপাঁচ ভেবে ধীরপদে বাড়ির অঙ্গিনায় পা রাখছিল শাহেদ। ঠিক এমন সময় ছোট বোন সাবিহা দৌড়ে এসে তাকে সালাম দেয়।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

শাহেদ সালামের জবাব দেয়। কিন্তু সাবিহাকে কেমন যেন বিষন্ন মনে হয়।

শাহেদ ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে- সাবিহা! কেমন আছিস? কোনো অসুখ হয়নি তো?

সাবিহা ছোট্ট করে উত্তর দেয়- না, ভাইয়া! আমি ভাল আছি।

শাহেদ আবার প্রশ্ন করে- আম্মা কোথায় রে? তাকে তো দেখছি না?

সাবিহা নিরুত্তর। সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

শাহেদ আবার জোড় গলায় প্রশ্ন করে- বল্ সাবিহা! আম্মা কোথায়? তিনি কি তাহলে অসুস্থ?

সাবিহা এবার মুখ খুলে। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে- হ্যাঁ, গত এক মাস হলো আম্মা অসুস্থ।

কি বল্লি? মা গত একমাস হলো অসুস্থ। অথচ আজ পর্যন্ত আমি কোনো সংবাদ পাইনি। তাহলে তোরা সবাই কি আমাকে ভুলে গিয়েছিস?

সাবিহা আবারো নিরুত্তর। সে কোনো জবাব দিতে পারে না। শাহেদও জবাবের অপেক্ষা না করে হন্ হন্ করে মায়ের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঘরে গিয়ে দেখে, মা জননী একটি চৌকির উপর শুয়ে আছেন। শরীরে এক চিমটে গোশ্ত নেই। কংকালসার দেহ। চোখ দুটো কুঠরাগত। শাহেদকে দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকায়। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারে না।

মাকে এ অবস্থায় দেখে শাহেদের সহ্য হয় না। বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মতোই দু'চোখ বেয়ে হু হু করে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। চাপা কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। মনকে সে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারে না। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা গুমড়ে উঠে। সে মায়ের বুকে মুখ গুজে ব্যাথাকাতর কণ্ঠে বলে- মা! মাগো! তোমার একি অবস্থা মা! আমাকে কেন সংবাদ দাওনি? আমি কি তোমাদের সন্তান নই?

মা ছেলের মাথায় হাত রেখে ডুকরে কেঁদে উঠেন। একটা অব্যক্ত বেদনা তার সমস্ত অন্তরটাকে যেন নিষ্পেষিত করে চলে। চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠে বালিশ। খানিক পর নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলেন- তোর আব্বা সংবাদ দিতে চেয়েছিল বাবা। কিন্তু আমিই

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

নিষেধ করেছি। আমার অসুখের কথা শুনলে তোর যে লেখাপড়ার ক্ষতি হতো।

শাহেদ মাথা তুলে বলল- লেখাপড়া? কিসের লেখাপড়া? তুমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছ, আর আমি লেখাপড়া নিয়ে বসে থাকবো? কি মূল্য আছে সে লেখাপড়ার?

শাহেদের মা কোনো জবাব খুঁজে পান না। তিনি অশ্রু ছলছল নয়নে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ইতোমধ্যে সাবিহা শাহেদের পাশে এসে দাঁড়ায়। কাঁধে হাত রেখে বলে, ভাইয়া! কাপড় পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে নিন। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সেই কখন রওয়ানা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনার পেটে ভীষণ ক্ষুধা আছে শাহেদ চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়।

একমাস হলো শাহেদ বাড়ি এসেছে। কিন্তু অর্থের অভাবে মাকে কোনো ভাল ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয়নি। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার দিয়েই চিকিৎসা চলল। এতে ফলাফল যা হবার তা-ই হলো। ক্রমশ মায়ের শরীর আরো খারাপ হতে লাগলো।

শাহেদ ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায়। একদিন সে তার আব্বাকে বলে- আব্বা! মায়ের শরীর তো আরো খারাপ হচ্ছে। এভাবে তো মাকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা যায় না।

শাহেদের আব্বা জবাবে বললেন-কথা তো ঠিকই বলেছো। কিন্তু কি করবো বাবা! আমি তো কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

শাহেদ বলল, আমাদের একটি গাভী বিক্রি করে হলেও মায়ের ভাল চিকিৎসা করা দরকার।

শাহেদের আব্বা বললেন, তোমার নিকট যা ভালো মনে হয়, তা-ই করো। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই বাবা।

শাহেদ বিলম্ব করল না। সে একটি গাভী সেদিনই বাজারে নিয়ে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে ফেলে।

পরের দিন শাহেদ তার মাকে নিয়ে বগুড়া শহরে গেল এবং সেখানকার একজন নামকরা মেডিসিন স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হলো।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শাহেদকে বললেন- আপনার আম্মার একটি কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে। দু' মাসের মধ্যে নষ্ট কিডনীটি অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে। তা না হলে অপর কিডনীটিও নষ্ট হয়ে যাবে। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা হলে আমাদের এ ক্লিনিকেই আপনার মায়ের চিকিৎসা চলতে পারে।

ডাক্তারের কথা শুনে শাহেদের দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু। সে মনে মনে ভাবতে থাকে- হে আল্লাহ! কি করবো এখন? কিভাবে মায়ের চিকিৎসা করাবো? আমরা গরিব মানুষ। এত টাকা কোথায় পাব? আমাদের সব কিছু বিক্রি করলেও তো পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে না। তাহলে এখন উপায়?

শাহেদ আর ভাবতে পারে না। সে আবার ডাক্তারের সাথে দেখা করে। মিনতির স্বরে ডাক্তারকে বলে, ডাক্তার সাহেব! দয়া করে অপারেশন চার্জটা কমিয়ে দিন। অন্যথায় আমার আম্মা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

শাহেদের কথায় ডাক্তার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। রাগত স্বরে বলেন- আপনার মা মরল না বাঁচল সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। এখানে চিকিৎসা করাতে হলে পঞ্চাশ হাজারই লাগবে। একটি কানাকড়ি কম হলেও চলবে না।

মাকে বাঁচানোর তাগিদে শাহেদ আবারো নিজেদের অসহায়ত্বের কথা ডাক্তারের নিকট বর্ণনা করে। কিন্তু ডাক্তার আপন কথায় অটল তিনি বললেন- এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই আমার। এখন আপনি যেতে পারেন। যা বলেছি তার ব্যবস্থা হলেই আমার সাথে দেখা করবেন।

শাহেদ নিরাশ হয়ে গেল। সে ফিরতে ফিরতে ভাবলো, এরই নাম কি মানবতা? মানবসেবা কি একেই বলে? বিপন্ন মানুষের প্রতি একজন ডিগ্রিধারী ডাক্তারের এমন নিষ্ঠুর আচরণ? তাদের সাইন বোর্ডে আবার বড় অক্ষরে লেখা থাকে সেবার কথা? সেবার রূপ কি তাহলে এ-ই? এসব চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত সে নিরুপায় হয়ে মাকে নিয়ে বাড়ি চলে আসে।

ইতোমধ্যে শাহেদের রিজাল্ট বের হয়। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে সে। রিজাল্টের পর শাহেদ মনে মনে একটি হিসেব করে। সে ভাবে, যদি

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

একটি চাকুরী পাই, তবে এই টাকা দিয়ে সংসার চালানোর একটা ব্যবস্থা হবে। আর এক বিঘা জমি ও অবশিষ্ট দুটো গাভী বিক্রি করে দিলে তাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়ে যাবে। চাকুরী না পেয়ে ওগুলো বিক্রি করে দিলে ওরা যে সবাই অনাহারে থাকবে। তাই একটি চাকুরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে শাহেদ।

কিন্তু চাকুরী! সে তো সোনার হরিণ! সবাই তাকে ধরতে পারে না। চাকুরীর জন্য চাই টাকা ও উপর ওয়ালাদের টেলিফোন। কিন্তু এর কোনোটাই যে শাহেদের নেই।

এরই মধ্যে ডাক্তারের দেয়া সময়ের পনের দিন চলে যায়। শাহেদ একটি চাকুরীর জন্য পাগলের মতো ঘুরতে থাকে। একের পর এক দিতে থাকে ইন্টারভিউ। সে সবগুলো ইন্টারভিউতেই ভাল করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকুরী হয় না। এদিকে মায়ের কথা মনে হলে বুকটা হাহাকার করে উঠে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় ওর। শাহেদ মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল- ওকে ঢাকায় যেতে হবে। বগুড়া থেকে চাকুরীর কোনো ব্যবস্থা হবে না। ঢাকায় গেলে পরিচিত বন্ধুদের সাহায্যে হয়ত একটা কর্ম সংস্থান করা যাবে। মাকে কিছুতেই বিনা চিকিৎসায় চলে যেতে দেবে না শাহেদ।

একদিন রাতে শাহেদ মায়ের কাছে গেল। বললো, মা! বগুড়া থেকে তো চাকুরীর কোনো ব্যবস্থা করতে পারলাম না। আমি ২/১ দিনের মধ্যেই ঢাকা যাবার ইরাদা করেছি। এখন শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।

শাহেদের মা বললেন- আমার জন্য এত পেরেশান হচ্ছিস কেন বাবা! আমার জীবন তো শেষই হয়ে আসছে। তুমি ঢাকা যেও না। আমার মন বলছে- ঢাকা গেলে তুমি আর ফিরে আসবে না বাবা।

শাহেদ বলল, তুমি নিষেধ করো না মা। আমার চোখের সামনে তুমি তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে, ছেলে হয়ে এ আমি কেমন করে সহ্য করবো মা? তোমার এ অবস্থা আমি আর বরদাশ্‌ত করতে পারছি না। আমাকে তুমি হাসি মুখে বিদায় দাও। দেখবে, তোমার ছেলে এক মাসের মধ্যেই তোমার অপারেশনের টাকা নিয়ে তোমার কোলে ফিরে আসবে।

শাহেদের মা আর কথা বাড়ায় না। তিনি চুপ করে থাকেন। শাহেদ এ অবস্থাকে মৌন সমর্থন মনে করে মায়ের কাছ থেকে উঠে যায়।

www.smfoundationbd.com

একদিন পর শাহেদ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ছোট বোন সাবিহা মাটির ব্যাংকে কিছু টাকা জমিয়ে ছিল। ভাইয়ের বিদায়ের মুহূর্তে সেগুলোই সে তার হাতে উঠিয়ে দেয়।

সপ্তাহ পেরিয়ে গেল শাহেদ ঢাকা এসেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত চাকুরীর কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। এভাবে চলে গেল আরো কয়েকদিন। এদিকে ডাক্তারের দেয়া আর এক মাসের মধ্যেই শাহেদের মায়ের অপারেশন করতে হবে। সঙ্গে নিয়ে আসা টাকাগুলোও ইতোমধ্যে শেষ হয়ে এসেছে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে শাহেদ আজও চাকুরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। অনেক ঘুরাঘুরি করল। পরিচিত বন্ধুদের সাথে আবারো সাক্ষাত করল। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। অবশেষে নিরাশ হয়ে প্রত্যহের মতো আজও বাংলাবাজার মোড়ে দেয়ালে টানানো বিজ্ঞপ্তিগুলো চাকুরীর সন্ধানে দেখতে লাগলো।

দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে শাহেদের চক্ষু স্থির হয়ে যায়। বিজ্ঞপ্তি দেখে তার চোখ-মুখ উজ্বল হয়ে উঠে। এতে লেখা ছিল-

"একটি মুমুর্ষ রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ বি পজেটিভ। রক্ত দাতাকে একটি ভাল চাকুরী দেয়া হবে। অতিসত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি পড়ে শেষ করতেই শাহেদের কানে অনুরিত হতে থাকে ডাক্তারের সেই কথাগুলো-"আপনার মায়ের একটি কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে। দু'মাসের মধ্যে..... পঞ্চাশ হাজার টাকা হলে.....।"

শাহেদ পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে ঠিকানাটা লিখে নেয়। ওর সামনে সহসাই ভেসে উঠে মমতাময়ী মায়ের বিছানায় পড়ে থাকা কংকালসার দেহটি।

শাহেদ আর সময় নষ্ট করল না। বিজ্ঞপ্তির ঠিকানা অনুযায়ী দ্রুত একটি ক্লিনিকে গিয়ে হাজির হলো।

শাহেদ রক্ত দিতে এসেছে জানতে পেরে ক্লিনিকের মালিক শাহেদকে স্বাগত জানান এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে ডাক্তারের রুমে নিয়ে যান।

www.smfoundationbd.com

ডাক্তারের কাছে শাহেদ সবকিছু খুলে বলে। ডাক্তার শাহেদকে দেখে বললেন- এক ব্যাগ রক্ত দিলে আপনার কোন সমস্যা হবে না। রক্ত দেয়ার পরও আপনি সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবেন। পুরস্কার স্বরূপ আপনি পাবেন ভাল একটা চাকুরী। আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী আপনাকে যে চাকুরী দেওয়া হবে তাতে কম করে হলেও আপনার বেতন সাত হাজার টাকার কম হবে না। তা দিয়ে অনায়েসে সংসারের খরচ বহন করতে পারবেন।

ডাক্তারের কথায় শাহেদ খুশি হয়। সে রাজি হয়ে যায়। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, চাকুরীটা হওয়া মাত্রই সে বাড়িতে সবাইকে খবরটা জানিয়ে আসবে।

ডাক্তার শাহেদকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে তাকে শুইতে বলে। শাহেদ ডাক্তারের নির্দেশ পালন করে। তবে সেখানে যাওয়ার পর সে যেন ডাক্তারের মুখে একটি প্রতারণার হাসি দেখতে পায়। কিন্তু তখন কিছুই করার ছিল না তার। কেননা এতক্ষণে দু'জন বলিষ্ট যুবক তার দু'বাহুতে শক্ত করে চেপে ধরেছে। আর ডাক্তার তাকে অজ্ঞান করার জন্য ইনজেকশন পুশ্ করে দিয়েছে।

যখন শাহেদ প্রতারণার জালে আটকে পড়ার কথা বুঝতে পারে তখন সে জোড়ে একটি চিৎকার দিয়েছিল। কিন্তু তার এ চিৎকার কক্ষের চার দেয়াল ভেদ করে বাইরে যেতে পারেনি। কিংবা গেলেও সেখানে হয়ত এমন কোনো হৃদয়বান লোক ছিল না, যিনি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।

শাহেদ অজ্ঞান হওয়ার পর ওর শরীরের মূল্যবান অঙ্গগুলো একে একে কেটে বের করে নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে শাহেদের নির্মম মৃত্যু ঘটে। সে চলে যায় পরজগতে। যেখান থেকে আর কোনোদিন সে তার অসুস্থ মায়ের কাছে ফিরতে পারবে না।

হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর ডাক্তারের আপন কর্তব্য (?) শেষ হওয়ার পর শাহেদের লাশটি টুকরো টুকরো করে বস্তায় ভরে গভীর রাতে বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। আশে পাশের কেউই জানলো না যে, এই এলাকায় কি নির্মম, কি নিষ্ঠুর, কি পৈশাচিক কান্ড ঘটে গেছে আজকের রাতের অন্ধকারে।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

দিন গড়িয়ে সপ্তাহের পর আসে মাস। বিছানায় কাতর এক মমতাময়ী মা। জীবনের পড়ন্ত বিকেলে দাঁড়ানো এক অসহায় পিতা। চেয়ে আছেন কলিজার টুকরো পুত্রের জন্য চাতক পাখির মতো। ছোট ভাই বোনগুলো অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছে ভাইয়ার আগমনের প্রতীক্ষায়। কিন্তু হায় তাদের সে আশা কি কোনোদিন পূরণ হবে? তারা কি কখনও জানতে পারবে- কোন্ হায়েনার কবলে পড়ে শাহেদের নির্মম মৃত্যু ঘটেছে? কোন্ পাষন্ডের হিংস্র থাবায় তার সকল স্বপ্ন ধুলোয় মিশে গেছে? না, তারা হয়ত কোনো দিনই এ খবর জানতে পারবে না।

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত ঘটনায় দু'জন ডাক্তারের আলোচনা এসেছে। তারা ঠান্ডা মাথায় একজন অসহায় ও বিপদগ্রস্থ লোকের সাথে যে ব্যবহার ও আচরণ করেছে, কোনো বিবেকবান লোক কি কোনো দিন তা কল্পনা করতে পারে? একজন ডাক্তার, সেবাই যার মূল উদ্দেশ্য তিনি কেমন করে বলতে পারেন যে, আপনার মা মরুক বা বাঁচুক এতে আমার কিছু আসে যায় না। অপর দিকে আরেক ডাক্তার যার জীবনের মূল উদ্দেশ্য মানব সেবা। সে কি করে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে সবকিছু জেনে শুনে সুস্থ মস্তিস্কে কেবল মাত্র টাকার লোভে একজন অসহায় ব্যক্তির দেহে অন্যায়ভাবে অস্ত্র পাচার করে তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিতে পারে?

হ্যাঁ, তা সম্ভব। মানুষের অন্তরে একটি জিনিসের অভাব হলেই তা একশ ভাগ সম্ভব। শুধু তাই নয়- এ জিনিসটির অভাব হলে লোভ হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ এর চেয়ে জঘন্য ও নৃশংস কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। আর হচ্ছেও তাই।

পাঠকবৃন্দ! আপনাদের হয়ত জানতে ইচ্ছে করছে যে, সেই জিনিসটি কি যার অভাবে মানুষ সুযোগ পেলে যে কোনো অপকর্ম করতে দ্বিধাবোধ করে না?

সেই জিনিসটি হলো, আল্লাহর ভয়। মানুষ যখন প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে শিখবে, যখন তার হৃদয়ে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব বসে যাবে, তখন প্রকাশ্যে কেন নীরব-নির্জন পরিবেশে, এমনকি শক্ত প্রাচীরের ভিতরেও কোনো অন্যায় কাজ করতে পারবে না। কেননা সে তখন মনে করবে এখানে কোনো মানুষ নেই ঠিকই কিন্তু আল্লাহপাক তো

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

উপস্থিত আছেন। তিনি তো আমাকে দেখছেন। কি করে তার সামনে আমি এ অন্যায় কাজটি করবো? আর যদি করেই ফেলি, তাহলে কিভাবে পরকালে তার সামনে মুখ দেখাব? কিভাবে হাশরের ময়দানে লক্ষ-কোটি মানুষের সামনে এ অন্যায়ের স্বীকারোক্তি দেব। অথচ সেদিন কোনো কিছু গোপন করার সুযোগও থাকবে না।

তাই, প্রিয় বন্ধুগণ! আসুন আমরা আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ঢুকানোর চেষ্টা করি। তার বড়ত্বকে হৃদয়ে প্রবেশ করাই। আর এজন্য উত্তম পদ্ধতি হলো-

(এক) চলা-ফেরায়, উঠা-বসায়, বাসে-ট্রেনে, স্টিমার-লঞ্চে এক কথায় যখন যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় সেখানেই অপরের সাথে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব নিয়ে আলোচনা করা।

(দুই), আল্লাহর কুদরত ও তার বড়ত্ব-মহত্তের কথা কোথাও আলোচিত হলে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

(তিন) আল্লাহ পাকের প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা যে, তিনি কত নিপুণ কারিগরী কৌশলের মাধ্যমে এসব সৃষ্টি করেছেন। কত সুন্দর করে পরিমিত ভাবে তিনি এগুলো সৃজন করেছেন। তার সৃষ্টির কোথাও কোনো খুঁত নেই, ত্রুটি নেই।

এভাবে আমরা যখন আল্লাহ পাকের বড়ত্ব অন্তরে বসানোর জন্য ফিকির করব, তখন আস্তে আস্তে দিন দিন আমাদের অন্তরে তা বসতে থাকবে। আর এটা সাধারণ কথা যে, মানুষ যাকে বড় মনে করে তাকেই সে ভয় পায়, তার আদেশ-নিষেধকে সে সর্বান্তকরণে মানতে তৈরি থাকে। হে আল্লাহ! তুমি অপরিসীম করুণাময়। তোমার ভয় আমাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দাও। আর এর জন্য যে রাস্তা অবলম্বন করা দরকার, তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন। ☆

☆ সহায়তায় ঃ মাসিক আদর্শনারী, ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যা।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

এক মুজাহিদ বোনের অমর কাহিনী

শ্রীনগর। কাশ্মিরের রাজধানী। এরই অদূরে অবস্থিত সেতাকা নামের সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামের মাঝখান দিয়ে কলকল করে ছুটে চলছে স্বচ্ছ সাবলীল জলধারা। স্থানে স্থানে ফুটে আছে নাম না জানা অনেক ফুল। সবুজ বৃক্ষলতা, মনোরম ফসলের মাঠ, পাখির কিচির মিচির শব্দ সব মিলিয়ে এ যেন এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি।

সেতাকা গ্রামের এক ছোট্ট পরিবারের মেয়ে রৌশনী। বয়স ১৬। পিতা-মাতা আদর করে তাকে রুশি বলে ডাকে। ১৯৮৯ সালে কাশ্মিরের মুক্তিপাগল তরুণেরা যখন মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে ভারতীয় সুশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তখন রুশি শ্রীনগর সরকারি কলেজের ছাত্রী। ভারতীয় হায়েনারা প্রায়ই মুজাহিদ বাহিনীর তরুণ যুবকদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিতো। এ সময় তারা সন্দেহভাজন তরুনদের সাথে সুন্দরী মুসলিম যুবতীদেরও তুলে নিতো। অতঃপর তাদের উপর রাতভর চালাত পাশবিক নির্যাতন। সেতাকা গ্রামের রূপসী মেয়ে রুশি ছিল সেই সব হতভাগ্য যুবতীদেরই একজন। যার উপর দিয়ে বয়ে গেছে ভারতীয় হায়েনাদের হিংস্র তান্ডব। তবে আনন্দের কথা হলো রুশি এই হিংস্রতা ও পশুত্বের প্রতিশোধ কড়াগন্ডায় আদায় করেছিল।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

জানুয়ারী মাস। ১৯৯২ সাল। শ্রীনগর সরকারি কলেজে যথারীতি ক্লাস চলছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ আসনে বসে শিক্ষকদের দেওয়া লেকচার মনোযোগ সহকারে শুনছে। প্রয়োজনে ২/৪ কথা খাতায় নোট করছে। এমন সময় বেশকিছু ভারতীয় সেনা কলেজে হানা দেয়। তল্লাশী চালায় প্রতিটি কক্ষে। গ্রেফতার করে অনেক নিরপরাধ মুসলিম যুবককে। সেই সাথে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় বোরকা পরিহিতা সুন্দরী রুশিকে।

শহরের বাইরের এক সেনা ছাউনি। সেনারা অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ছাউনি থেকে খানিক দূরে এক বন্ধ গুদাম ঘরে রুশিকে আটকে রাখে। মুসলিম যুবকদের ভাগ্যে কি ঘটেছে রুশি তা জানে না। সে জানে একটু পরেই মানবরূপী হায়েনাগুলো তার ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য এখানে আসবে। সে এও জানে যে, এই মৃত্যুপুরী থেকে তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। মৃত্যু তার অবধারিত। কারণ ভারতীয় সেনাদের হাত থেকে কোন মুসলিম যুবতী জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে এমন কথা কোনো দিন সে শুনেনি।

রুশি এখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে। তবে মৃত্যুকে সে যতটা না ভয় পাচ্ছে, তার চেয়ে শতকোটি গুণ বেশি ভয় পাচ্ছে সম্ভ্রম হারানোর বিষয়টিকে। মৃত্যুর পূর্বে কত নির্যাতন তাকে সইতে হবে, কত মানব-রূপী পশু তার সযত্নে লালিত ইজ্জত লুণ্ঠন করবে, তা ভেবে তিলে তিলে সে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে বন্দী খানায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রুশির মন দুরুদুরু করে কাঁপছে। সে ভাবছে, বান্ধবী শিতা রানী দেবী নিশ্চয় এতক্ষণে তার অপহরণের সংবাদ বাসায় পৌঁছে দিয়েছে। ফলে সেখানে হয়ত সৃষ্টি হয়েছে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। পিতা-মাতার বুকফাটা কান্না, স্বজনদের আহাজারি আর প্রতিবেশীদের করুণ চাহনি সেতাকা গ্রামের আকাশ-বাতাসকে ভারী করে তুলছে। আহা! আমি যদি এখন মুক্তি পেতাম।

রুশি আরও ভাবলো, ইজ্জত হারানোর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। তাই সে আত্মহত্যার চেষ্টা করলো। কিন্তু ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে সে যখন ঝুলতে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে এক নরঘাতক সেনা অফিসার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে পাষন্ড

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

অফিসার প্রথমেই দৌড়ে গিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে উড়না থেকে রুশিকে মুক্ত করলো। তারপর শুরু করলো পাশবিক নির্যাতন। এভাবে পর পর কয়েকজন সেনা অফিসারের অমানুষিক নির্যাতনে মধ্যরাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো রুশি। শেষ পর্যন্ত সেনা অত্যাচার থেকে কিছু সময়ের জন্য নিষ্কৃতি পেলেও পরদিন পুনঃ নির্যাতনের আশায় রুশিকে হত্যা না করে গুদামে তালা বন্ধ করে সেনারা পালিয়ে গেল। সেই সাথে সরিয়ে নিলো এমন সবকিছু, যদ্বারা রুশি জ্ঞান আসার পর আত্মহত্যা করতে পারে।

দীর্ঘ সময় অচেতন থাকার পর শহরের মসজিদ থেকে ফজরের আজান কানে আসতেই রুশির চেতনা ফিরে এলো। হুঁশ আসার পর সে নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে বললো, ছিঃ এ জীবন রেখে লাভ কি? আত্মহত্যাই তো ভাল ছিল। কিন্তু তা আর পারলাম কই? এবার তা-ই করে ছাড়বো। এই ভেবে হারানো উড়নাটি খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পেলো না। নির্যাতিত অবসন্ন দেহ নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাও পারলো না। জানালা খোলা থাকায় হঠাৎ এক ঝাপটা শীতল বাতাস এসে তার গায়ে দোলা দিয়ে গেল। এই বাতাস যেন তাকে বাস্তবে নিয়ে এলো। নতুন করে ভাবতে শেখালো। সে ভাবলো, মৃত্যু যখন হবেই, তবে আত্মহত্যা করে নয়, কাপুরুষের মতোও নয়, যুদ্ধ করে বীরঙ্গনা নারীর মতোই মরবো। আমি মুজাহিদ হবো। মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়ে হিংস্র পশুদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিবো। সুতরাং ছলে-বলে কৌশলে এই মৃত্যুপুরী থেকে মুক্তি লাভই এখন আমার একমাত্র কাজ।

রুশি দু'বার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুজাহিদ হয়ে মৃত্যু বরণ করার বাসনা সত্যিই তার পথ খুলে গেল। একে একে সবকিছু তার নিকট সহজ হয়ে এলো। মানুষ সত্যের পথে এক পা বাড়াতে চাইলে আল্লাহ তাকে দশ পা এগিয়ে নেন। রুশির বেলায়ও তাই ঘটলো। সে আপন সিদ্ধান্তে অটল, অবিচল। পাহাড়ের ন্যায় মজবুত। এই অবিচল সিদ্ধান্তই তার দর্বল দেহে কিছুটা শক্তি আনলো। সে এক ধাক্কায় দাঁড়িয়ে গেল। চেষ্টা করলো, দরজা-জানালার কোনো ফাঁক-ফোকর বের করা যায় কিনা।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ঘরে মোট দুটি দরজা, তিনটি জানালা। জানালাগুলো পরীক্ষা করতেই তার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে দেখলো, একটি জানালার একটি শিক কিছুটা বেঁকে আছে। সে উহাতে শক্ত করে ধরে আরেকটু বাকিয়ে মুখটা কোনো রকম বাইরে নিল। সে লক্ষ্য করলো, আবছা আঁধারে জনমানব শূন্য এই প্রত্যুষে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়ই দেখা যাচ্ছে। সেনা ছাউনি এই জানালার বিপরীত পার্শে খানিকটা দূরে। সেখানে একজন সশস্ত্র পাহারাদার ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। এই সুন্দর সুযোগটিকে রুশি হাতছাড়া করতে চাইলো না। সে দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বাঁকা শিকটি আরেকটু সরিয়ে প্রথমে পা দুটো বাইরে ছুড়ে মারলো। তারপর অনেক কষ্টে অবসন্ন দেহটি ধীরে ধীরে শিকের বাইরে নিয়ে এলো।

রুশি এবার মুক্ত। বন্ধনহীন। কিন্তু সে এখন কোন দিকে যাবে? কোথায় যাবে? এখানকার পথ ঘাটতো তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে আল্লাহকে গভীরভাবে স্মরণ করলো। অতঃপর তারই উপর ভরসা করে পাহারাদারের চোখ ফাঁকি দিয়ে একদিকে দৌড়াতে লাগলো। দৌড়াতে দৌড়াতে তার পা দুটো স্থির হয়ে আসে। সে আর চলতে পারে না। বসে পড়ে পাহাড়ের ঢালুতে। খানিক পর আবার দৌড়। আবার একটু বসা এভাবে চলল দু'কিলোমিটার। কিন্তু এত পথ চলেও সে কোনো জন মানবের সন্ধান পেলো না। পেলো না কোনো ঘরবাড়ি। যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

রুশি সাহস হারালো না। সে আবারো চলতে শুরু করলো। এভাবে অনেকক্ষণ চলার পর দূরে একটি পাতার তৈরি চালাঘর নযরে পড়লো। কিন্তু এতক্ষণে তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন শেষ হয়ে এসেছে। সে আর দৌড়াতে পারছে না। সকালের সোনালী রবি পুর্ব দিকে উঁকি দিয়েছে। আতঙ্কিত মন। না জানি নরপশুরা পেছন থেকে দৌড়ে এসে ধরে ফেলে। সে আবার মনে সাহস সঞ্চয় করে অবাধ্য দেহটাকে নিয়ে কোনো রকম এক পা দু'পা করে সামনে হাটতে লাগলো এবং এক সময় পাতার তৈরি কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে পৌছলো।

ঘর দেখে রুশি খুশিই হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি শক্ত কণ্ঠের

www.smfoundationbd.com

আওয়াজে সে থমকে দাঁড়ালো। দম বন্ধ হয়ে এলো। এ মুহূর্তে কি করবে সে কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। আবার ভেসে এলো একই আওয়াজ সাবধান! আর এক পা এগুনোর চেষ্টা করো না। কোনোরূপ চালাকীর আশ্রয় নিলে এখনই গুলি করে বুক ঝাঝরা করে দেব।

রুশি মনে মনে আল্লাহকে ডাকলো। পরক্ষণেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো আমি এক নির্যাতিতা মুসলিম মেয়ে । জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমার উপর রহম করো।

কয়েকজন মুজাহিদ অস্ত্র তাক করে রুশির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তাকে নিয়ে কঁড়ে ঘরে ফিরে এসে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করল। যখন তারা নিশ্চিত হলো, মেয়েটি সত্যিই মুসলমান এবং তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, তখন তারা তাকে পাহাড়ের আরও গভীর অঞ্চলে বোনের মর্যাদা দিয়ে সসম্মানে মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌঁছে দিল। রুশি সেখানে গিয়ে মুজাহিদ কমান্ডারের নিকট সব ঘটনা খুলে বলল এবং মুজাহিদ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র আকাঙ্খাও ব্যক্ত করল। কমান্ডার রুশির চিকিৎসা ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করলেন।

রশি ৭দিন ট্রেনিং দিল। তারপর তাকে তিন মাইল দূরে গভীর অরুণ্যের ট্রেনিং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হলো। সেখানে সে আরও কয়েকজন মহিলা যুদ্ধার সাক্ষাত পেলো। তাদেরকে পেয়ে সে যারপর নাই খুশি হলো।

নতুন ক্যাম্পে অন্যান্য মেয়েদের সাথে রুশি একমাস ট্রেনিং দিল। সেখানে তাদেরকে মাইন পোতা, অতর্কিত হামলা, বোমা হামলা ও যাবতীয় অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেওয়া হলো। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন সেক্টরে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করা হলো। রুশিকে প্রেরণ করা হলো তার নিজ শহর শ্রীনগরে। তবে যে এলাকায় রুশির কলেজ ছিল সেখানে নয়। বরং তার বিপরীত অঞ্চল যেখানে রুশিকে কেউ চিনবে না- সেখানেই তার কর্তব্যস্থল নির্ধারিত হলো।

শ্রীনগরে পৌঁছে রুশি আর রুশি নেই। সে তার নাম পাল্টে ফেলেছে। বেশভুষা পরিবর্তন করেছে। রুশি এখন হিন্দু তরুণী। নিয়তি সাহা। যেখানেই যায় নিয়তি রানী সাহা পরিচয় দেওয়ায় তার সাত খুন মাফ হয়ে

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

যাচ্ছে। সে এতটাই দক্ষতার সাথে আত্মপরিচয় গোপন করে রেখেছে যে, কেউ তাকে সন্দেহ করারও অবকাশ পেলো না। শুধু তাই নয়, সে অল্প সময়ের মধ্যে রাতের বেলায় থাকার জন্য এক হিন্দু মেয়ে আরতি সাহার সঙ্গে গভীর ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

রুশি এখন প্রতিদিন আরতিদের বাসায় রাত্রি যাপন করে। আরতি এতে মোটেও বিরক্তি বোধ করে না। বরং উপযুক্ত সাথী পেয়ে সে এখন দারুণ খুশি। রুশি চাকুরীর খোঁজে শহরে এসেছে বলে সকাল বেলা বের হয়ে পড়ে আর রাতে বাসায় ফিরে। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরই রুশির হাতে মোক্ষম সুযোগ এসে যায়।

স্থানীয় গ্রেট হলে উচ্চ পদস্থ সেনা অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। চারিদিকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও সুচতুর রুশি কৌশল করে হলে প্রবেশ করলো এবং প্রচন্ড বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত কেটে পড়লো। এতে হলের বড় ধরনের ক্ষতিসহ ৯০জন সেনা কর্মকর্তা হতাহত হলো।

পরের দিন স্থানীয় পৌর প্রশাসক সহ কয়েকজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেনা অফিসার গ্রেট হল পরিদর্শনে এলো। রুশির প্রতিশোধ স্পৃহা এখনো কমেনি। সে সেদিনও পকেটে বোমা নিয়ে হাজারো জনতার সাথে মিশে গেল। সবাই ঘুরে ঘুরে হলের ক্ষয়ক্ষতি দেখছে। হঠাৎ এমন সময় প্রচন্ড আওয়াজে আবারো একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটলো। বোমার শব্দে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারে ছুটতে লাগলো। একটু পর দেখা গেল, অফিসার সহ ৪৮জন সৈন্য বোমার আঘাতে জর্জরিত। শুরু হলো পাইকারী লাঠিপেটা। কয়েকজনকে মুজাহিদ সন্দেহে গ্রেফতার করা হলো। কিন্তু সবাই হিন্দু যুবক। মুজাহিদদের নাম নিশানা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এদিকে রুশি ওরফে নিয়তি সাহা বান্ধবী আরতির সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে বাসার পথে হেঁটে চলছে। আরতি ঘূর্ণাক্ষরেও টের পেলো না যে, এতবড় দুটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা তার সাথে পথ চলা এক দুর্বল নারীরই কারসাজি।

বাসায় ফিরে রুশি পিতার নিকট চিঠি লিখল। চিঠিতে সে ঘটনাবহুল মুজাহিদ জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করলো। কিন্তু সে জানতো না যে, এটাই হবে তার জীবনের প্রথম ও শেষ চিঠি।

www.smfoundationbd.com

তিনদিন পরের ঘটনা। রুশি একটি পাকা সড়ক ধরে হাঁটছে। হঠাৎ সে দেখলো, সেনা বাহিনীর একটি জীপ তার সামনে থেমে গেছে। যাতে ঐ সেনারাই বসে আছে যারা কিছু দিন পূর্বে রুশিকে কলেজ থেকে তুলে এনে বেহুঁশ হওয়া পর্যন্ত পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল। তাদেরকে দেখে রুশির সমস্ত দেহ ঘৃণায় রি রি করে উঠলো। সে কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় থেকে পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। সে ভাবলো, এটাই আমার প্রতিশোধ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তারা আমার কাছে এসে পড়বে। সুতরাং আর দেরী করা যায় না। সে চোখের পলকে পকেট থেকে ৩টি বোমা বের করে উপর্যপুরি তাদের উপর নিক্ষেপ করল। এতে অফিসারসহ পাঁচজন জনমের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল। জীপটি হলো খন্ড-বিখন্ড।

বোমা ছুড়ার সাথে সাথে রুশি দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! দৌড়ে কিছুদূর যাওয়ার পরই পিছন থেকে এক ঝাঁক বুলেট এসে তার গোটা দেহ ঝাঁঝড়া করে দিল। রুশি মাটিতে লুঠিয়ে পড়ল। তার খুনে রাঙ্গা হয়ে উঠল বেশ কিছু জায়গা।

রুশির মৃত্যুর পর বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা তার কাছে এলো। তারা তাকে পুরুষই ভেবেছিল। কিন্তু কাছে এসে দেখলো, সে তো রুশি নামের ঐ তরুণী যাকে তাদের অফিসাররা রাতভর নির্যাতন করেছিল। অতঃপর সে পালিয়ে গিয়েছিল সকল চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে। এক সেনা বলল, আমাদের পাঁচ জন অফিসারকে হত্যা করে রুশি তার নির্যাতনের প্রতিশোধ কড়া গন্ডায় আদায় করলো।

একজন রুশির পকেট থেকে একটি ডাইরী উদ্ধার করল। যা থেকে তারা বুঝল যে, রুশির পরিবর্তিত নাম নিয়তি সাহা এবং সেই পর পর দুবার গ্রেট হলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের অসংখ্য সেনা ও সেনা অফিসারকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

রাতে বাসায় না ফিরায় বান্ধবী আরতী চিন্তিত হলো। সে কয়েক জায়গায় ফোন করেও তার কোনো খোঁজ পেল না। পরদিন পত্রিকার পাতায় হেড লাইন এলো "মুজাহিদ নেত্রী রুশি ওরফে নিয়তি সাহা নিহত।"

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

পত্রিকার বিস্তারিত বিবরণ পড়ে আরতী সাহা অবাক হয়ে ভাবলো-

-নিয়তি তাহলে মুজাহিদ!

- নিয়তি মুসলিম!!

-নিয়তি সেনা অফিসারসহ বহু সৈন্য হত্যা করেছে!!!

সে দিন আরতী আরও কয়েকটি পত্রিকা আনলো। সবগুলো পত্রিকা পড়ে সে বুঝলো- নিয়তির আসল নাম রুশি। সে শ্রী নগর কলেজের ছাত্রী ছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনারা তার উপর রাতভর অমানষিক নির্যাতন করায় প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে সে একটার পর একটা বোমা হামলা চালিয়ে তাদের উচিত বিচার করে ছেড়েছে।

মুজাহিদ নেত্রীর নিহত হওয়ার ঘটনায় গোটা দেশে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সর্বত্রই কেবল রুশি- নিয়তি সাহার আলোচনা। চা স্টল থেকে শুরু করে একেবারে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত। মেয়েটির সাহসিকতা দেখে সবাই হতবাক হয়। অভিভূত হয় তার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায়। কেবল মুসলমান নয়, সাধারণ অমুসলিমরা পর্যন্ত বলাবলি করতে থাকে- হ্যাঁ, নিরপরাধ নারীর গায়ে হাত দেওয়ার শাস্তি এমন নির্মমই হওয়া উচিত। যারা মানুষ হয়ে মানুষের সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করে, যারা কারণে অকারণে অবলা নারীর সতিত্বের উপর আঘাত হানে, তাদের শাস্তিটা এমনই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক হওয়া প্রয়োজন। যাতে অন্যান্য মানবরূপী হায়েনাগুলোও শিক্ষা নিতে পারে।

রুশির পিতার নাম আকবর হোসেন। শহরের লোকদের এত বলাবলি শুনে তিনি নিজেই ঐ দিনের কয়েকটি পত্রিকা কিনে বাড়ি নিয়ে আসেন। তারপর সবগুলো পত্রিকা পাঠ করে নিশ্চিত হন যে, নিহত মুজাহিদ নেত্রী তার মেয়ে রুশি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু একথা তিনি কাউকে বলতে পারলেন না। পারলেন না নানা ভয়ে একটু মন খুলে কাঁদতেও।

রুশির পিতা বিষন্ন মনে বসে আছেন। ঠিক এমন সময় পিয়ন এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল। খামের উপর প্রেরকের কোনো নাম ঠিকানা নেই। রুশির পিতা ধীরে ধীরে চিঠিখানা খুললেন। তিনি চিঠির লেখা ও সম্বোধন দেখেই বুঝলেন এটি রুশির পাঠানো চিঠি। রুশি লিখেছে-

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

"বাবা, আমার সশ্রদ্ধ সংগ্রামী সালাম নিও। মাকেও তাই দিও। আমি তোমাদের একমাত্র সন্তান রুশি। কলেজ থেকে ভারতীয় রক্তচোষা নরখাদকদের হাতে বন্দি হয়ে রাতভর নির্যাতিত হয়েছিলাম। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এই কলংকিত মুখ তোমাদের আর দেখাব না। এ জন্য আত্মহত্যা করে কুলষিত জীবনের ইতি টানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি তা আমাকে দিল না। কে যেন তখন আমাকে বলে দিল রুশি! মরতে যখন হবেই, কাপুরুষের মতো মরবে কেন? বীরের মতো মরাই তো অধিক শ্রেয়। তাই বহু কষ্টে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়ে ট্রেনিং নিলাম। অতঃপর আমাদের দেশ ও জাতির চিরশত্রু ভারতীয় দখলদারদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রথম অভিযানে ৯০ জন ও ২য় অভিযানে ৪৮ জন নর-খাদককে হত্যা করে মুসলিম রমণীর সতীত্ব হরণের প্রতিশোধ নিলাম।

প্রিয আব্বা আম্মা! তোমরা আমার জন্য দুঃখ করো না। তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ। যদি তোমাদের কোনো সন্তান না হতো, তাহলে কি তোমরা আজীবন সন্তানহীন অবস্থায় বেঁচে থাকতে না? আমি মনে করি, আমাকে নিয়ে তোমাদের গর্ব করা উচিত। কারণ, আল্লাহপাক মেহেরবানী করে তোমাদের একমাত্র মেয়েকে ভারতীয় ঐসব হায়েনাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য নির্বাচন করেছেন যারা কাশ্মিরের পবিত্র মাটিকে অপবিত্র করছে। আমি মেয়ে, তাই বলে কি আমার উপর জিহাদ ফরজ নয়? আমি সম্ভ্রম হারিয়েছি। নরপশুদের অমানবিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছি। এবার প্রাণটুকুও বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে আছি। যে কোনো সময় তাও খোদার রাহে বিলিয়ে দেব। আমি তোমাদের অনুরোধ করে বলছি কাশ্মিরের মাটিকে মুক্ত করার জিহাদে আমার মৃত্যু সংবাদ যখন তোমাদের কাছে পৌছবে, তখন তোমরা কেঁদো না। অশ্রু বিসর্জন দিও না। বরং আলহামদু লিল্লাহ বলে আল্লাহর শোকর আদায় করো। তোমরা নিশ্চয় জানো যে, শহীদের পিতা-মাতা হওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে? দোয়া করো আমার জন্য। -ইতি

তোমাদের নয়নের মনি

-রুশি।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

পত্র পাঠ করে রুশির পিতা জনাব আকবর হোসেনের মনটা অনেক হালকা হলো। তিনি রুশির মাকে চিঠিটা দেখালেন। বললেন, রুশির মা! আমাদের আর দুঃখ করা উচিত নয়। কারণ আমাদের সন্তান খোদার পথেই জীবন দিয়েছে। কাশ্মীরের আযাদীর জন্য তার এই অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে আমাদের গর্ব করা উচিত। জবাবে রুশির মা বললেন- হ্যাঁ, আপনি সত্য কথাই বলেছেন। রুশি জিহাদ করে প্রাণ দিয়েছে, শহীদ হয়েছে একথা শুনার পর আমার মনে আর কোনো দুঃখ নেই। বরং একজন শহীদের মা হিসেবে গর্বে আমার বুক ভরে গেছে। আল্লাহ পাক তাকে এবং আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! ইসলাম, মুসলমান ও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আমরা আমাদের জান, মাল সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবো, বেঈমান কাফের-মুশরিক ও অমুসলমানদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করবো -কাশ্মিরী বোন রৌশনীর জীবন থেকে এই শিক্ষাই আমরা গ্রহণ করতে পারি। হে দয়াময় প্রভু! তুমি আমাদের সবাইকে দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ মুজাহিদ ও মুবাল্লিগ হিসেবে কবুল করো। দান করো ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণার্থে যে কোনো ধরনের কুরবানি দেওয়ার অফুরন্ত হিম্মত, অসীম মনোবল। আমীন। ☆

স্মরণীয় বাণী

যে ব্যক্তির দু'পা খোদার রাহে ধুলিতে আচ্ছন্ন হয়েছে তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করতে পারে না।

বুখারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-৩৯৫

☆ সহায়তায় ঃ মাসিক আদর্শ নারী, সেপ্টেম্বর/২০০৩সংখ্যা

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

বিশাল এক মুজাহিদ কাফেলা। আহওয়াজ অভিমুখে ছুটে চলছে তি তাদের অত্যন্ত তীব্র। পদক্ষেপে বীরত্ব ও ক্ষীপ্রতা। চোখে মুখে দৃ ত্যয়। সম্মুখে রয়েছে ইসলামি পতাকা। উড়ছে পত্‌পত্‌ করে।

মুজাহিদদের সেনাপতি হযরত সালামা ইবনে কায়েস (রা.)। তিনি যেম চক্ষণ তেমনি দূরদর্শী। মুজাহিদদের মধ্যে ক্লান্তিভাব দেখলেই সকলকে মবেত করে অগ্নিঝরা বক্তব্য রাখেন। ফলে তাদের শিরা-উপ শিরায় বয়ে য় অনল প্রবাহ। দেহের সকল ক্লান্তি-শ্রান্তি দূরীভূত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ানন্দ-স্ফূর্তি, দৃঢ় বিশ্বাস ও আহওয়াজ বিজয়ের উন্মুক্ত নেশা।

এভাবে চলতে চলতে তারা আহওয়াজ শহরের দ্বার প্রান্তে এসে উপনী লেন। সেখানে পৌছার পর সেনাপতি সালামা (রা.) সর্বপ্রথম সেখানক ধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরলে সলামের সৌন্দর্য ও পরিচয়। কিন্তু আহওয়াজ বাসীরা তা মানলো না।

তারপর নিয়মানুযায়ী তাদের জিযিয়া বা সামরিক কর দানের আহব জানালেন। কিন্তু তাও তারা প্রত্যাখ্যান করলো অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকলো না। উভ শিবিরে পড়ে গেল যুদ্ধ প্রস্তুতির সাজ সাজ রব।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

লড়াই শুরু হলো। তুমুল লড়াই। নিষ্ঠুর তরবারীর প্রচন্ড আঘাতে প্রতি মুহূর্তে নিভে যাচ্ছে শত শত বনী আদমের জীবন প্রদীপ। কেউ কাউকে ছাড়বার পাত্র নয়। অতুলনীয় বীরত্বের ঝনঝনানী আর আহতদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আসছে। মরণপণ যুদ্ধ করছে সকলেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের সামনে আহওয়াজ বাসীরা টিকতে পারলো না। তাদের অনেকে নিহত হলো। অনেকে পালিয়ে গেল। আবার অনেকে হলো বন্দি। ফলে একসময় আহওয়াজ শহরের পতন হলো। দূর্গের শীর্ষ চূড়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়তে লাগলো ইসলামি পতাকা।

যুদ্ধ শেষ। সেনাপতির সামনে প্রচুর গনীমতের মাল, মহামূল্যবান সম্পদ। এগুলো এখন মুজাহিদদের মাঝে বন্টিত হবে। তারা সবাই সেনাপতির সম্মুখে দন্ডায়মান।

বন্টন শুরু হলো। প্রত্যেক মুজাহিদ নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে নিতে লাগলো। এমন সময় সহসা একটি অতিমূল্যবান অলংকার বেরিয়ে এলো। দেখতে খুবই সুন্দর। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। কোনো অলংকার এত সুন্দর হতে পারে উপস্থিত কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনি। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সবাই বিমোহিত হলো। বিস্মিত হলো সীমাহীন।

সেনাপতি সালামা ইবনে কাইস (রা.) জিনিসটি হাতে নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। বিস্ময়ের মোহ যেন তার কাটে না। হঠাৎ তার মনে একটি চিন্তার আলো বিচ্ছুরিত হলো। তিনি ভাবলেন, এই মূল্যবান অলংকারটি যদি টুকরো টুকরো মুজাহিদদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয় তবে এর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। অবশিষ্ট থাকবে না এর অপরূপ সৌন্দর্য।

তাহলে এখন কি করা যায়? সেনাপতি আরেকটু ভাবলেন। হঠাৎ তার চেহারায় একটি আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মৃদু হেসে তিনি নিজের চিন্তার কথাটি মুজাহিদদের জানালেন। বললেন- এই মহামূল্যবান অলংকারটি খন্ড-বিখন্ড করে সবাই ভাগ করে নিলে এর অবস্থা কি দাঁড়াবে তা সবাই জানেন। সুতরাং এরূপ করা কি ভাল হয় না যে, আমরা সকলের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) কে উহা হাদিয়া দিয়ে দেব?

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

সেনাপতির জবাবে সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন- এর চেয়ে সুন্দর ও চমৎকার প্রস্তাব আর কি হতে পারে? আমরা সবাই সন্তুষ্টচিত্তে আপনার কথা মেনে নিলাম।

মুজাহিদদের সমর্থনে সেনাপতি খুবই আনন্দবোধ করলেন। তিনি সময় নষ্ট না করে বনু আস্‌জা গোত্রের একজন চালাক-চতুর ব্যক্তিকে ডেকে বললেন- তুমি এক্ষুণি মদীনায় যাও। সাথে তোমার গোলামটি নিয়ে যেও। সেখানে গিয়ে আমীরুল মুমিনীনকে প্রথমে বিজয়ের সংবাদ শুনাবে এবং পরে এই জিনিসটি সবার পক্ষ থেকে তাকে উপহার দিবে। পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর। একেবারে অবিশ্বাস্য। যা শুনলে হৃদয় আবেগাপ্লুত হয়। চক্ষু স্থির হয়ে যায়। বুঝে আসে তাকওয়া ও পরহেযগারীর সংজ্ঞা। মূর্ত হয়ে উঠে খলীফাদের জীবন চিত্র। তাহলে চলুন- দূতের মুখ থেকেই ঘটনার বাকি অংশটুকু শ্রবণ করি।

দূত বলেন, সেনাপতির নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে আমি গোলামকে নিয়ে বসরার বাজারে গেলাম। দু'টি বাহন কিনলাম। প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করলাম। তারপর দ্রুত মদীনার পথে রওয়ানা হলাম।

চলতে চলতে এক সময় মদীনায় এসে পৌঁছলাম। আমীরুল মুমিনীনকে খুঁজে বের করলাম। তখন তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। লাঠি ভর দিয়ে হাঁটছেন আর সাধারণ মুসলমানদের খাবারের সুষ্ঠু তদারকী করছেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর গোলাম ইয়ারফাকে বলছেন- ইয়ারফা! একে গোশত দাও। ওকে রুটি দাও। ওখানে পানি দাও। এখানে লবণ দাও ইত্যাদি।

আমি তার নিকট পৌঁছলে তিনি হেসে বললেন, বসো, আগে কিছু খেয়ে নাও। তারপর কথা হবে।

আমরা তখন ক্ষুধার্ত ছিলাম। খাবারের বেশ চাহিদা ছিল। তাই বসে পড়লাম এবং তৃপ্তি সহকারে খেলাম।

খানিক পর। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। আমীরুল মুমিনীন বাসায় রওয়ানা দিলেন। আমিও তার পিছু নিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে আমিও ঘরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করেই দেখি এক টুকরো চামড়ার উপর তিনি বসে আছেন। খেজুরের

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ছালভর্তি একটি বালিশ পিঠের সাথে লাগানো। তার চোখে-মুখে লুকোচুরি খেলছে দারুণ তৃপ্তি আর প্রশান্তির আলোকচ্ছটা। তিনি আমাকে একটি চামড়ার বালিশ এগিয়ে দিলেন এবং নিকটবর্তী একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন- বসো। আমি তার নির্দেশ পালন করলাম। তারপর পিছনে ফিরে বললেন, উম্মে কুলসুম! খাবার দাও।

খাবারের কথা শুনে আমার মনে একটি খেয়াল এলো। ভাবলাম, সময় মতোই খলীফার ঘরে এলাম। এখন দেখতে পারবো, খলীফা নিজে কি খান, আর সাধারণ মুসলমানদের কি খাওয়ান।

ইতোমধ্যে খলীফার স্ত্রী হযরত উম্মে কুলছুম (রা.) খাবার পাঠালেন। রুটি, যাইতুনের তৈল আর পাশে শক্ত লবণের একটি টুকরো। অর্ধ পৃথিবীর শাসক খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) এর খাবার দেখে আমি বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলাম। মনে বেদনার ঝড় বইলো। চোখ দু'টো হয়ে উঠলো অশ্রুসিক্ত। কিন্তু মুখে কিছুই বলার সাহস হলো না।

খানা আসার পর ওমর (রা.) আমাকে বললেন, এসো খানায় শরিক হও। আমি তার নির্দেশ অমান্য করতে পারলাম না। তাই অল্প কিছু খেয়ে নিলাম। এদিকে আমীরুল মুমেনীন তৃপ্তির সাথে খেয়ে বললেন, পানি কোথায়? পানি নিয়ে এসো। একজন পানি নিয়ে এলো। তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন- আগে মেহমানকে দাও। আমি বেশি পান করতে পারলাম না। কারণ এর চেয়ে ভালো পানি আমার নিকট ছিল। কিন্তু আমীরুল মুমেনীন তা রুটির মতোই তৃপ্তির সাথে পান করলেন। বললেন, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। তিনিই তৃপ্তির সাথে খাওয়ালেন ও পান করালেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে তিনি আমাকে বললেন, এবার বলো, আমি তোমার কি খেদমত করতে পারি?

আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন আমি একটি চিঠি নিয়ে এসেছি।

ঃ কার চিঠি?

ঃ সেনাপতি সালামা ইবনে কাইসের চিঠি।

ঃ সালামা এবং তার দূতকে স্বাগতম। মুজাহিদদের খবর কি?

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ঃ আপনি যেমন চান তেমনি হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন।

অতঃপর আমি তাকে বিজয় কাহিনী শুনালাম। তিনি আগ্রহ ভরে আমার সেই কাহিনী শুনলেন এবং মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

আমি কথা বলার এক ফাঁকে পকেট থেকে অলংকারের কৌটাটি বের করলাম। কৌটাটিও ছিল দেখার মতো। হঠাৎ কৌটাটির উপর আমীরুল মুমিনীনের নজর পড়ল। তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন- আরে, তোমার হাতে ওটা আবার কি?

আমি বললাম, সেনাপতি সালামা ইবনে কাইস (রা.) যখন গনিমতের মাল বন্টন করছিলেন ঠিক তখন একটি অতি চমৎকার অলংকার পাওয়া গেলো। সেনাপতি তখন বললেন, এটা আমরা ভাগ করে নিলে এর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। তাই আমার মন চায়, আমরা সকলের পক্ষ থেকে উহা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)কে হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দেই। সেনাপতির এই প্রস্তাব সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে। কেউ এতে দ্বিমত পোষণ করেননি। তাই সবার পক্ষ থেকে আমি আপনার জন্য তা বয়ে নিয়ে এসেছি। এতটুকু বলে আমি কৌটাটা তার হাতে দিলাম।

তিনি কৌটাটি হাতে নিলেন। এপাশ ওপাশ করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর উহার মুখ খানা খুলতেই লাল, সবুজ ও হলুদ রংয়ের মূল্যবান পাথরগুলো চোখ ধাঁধাঁনো আলো ছড়িয়ে ঝিকমিক করতে লাগলো। আমি ভাবলাম, এবার খলীফাতুল মুসলিমীনের উজ্জ্বল চেহারা খানা আরো উজ্জ্বল হবে। যারপর নাই আনন্দিত হয়ে আমাকে এবং আমাদের সেনাপতিকে বাহবা দিবেন। শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন সকল মুজাহিদদের প্রতি। কিন্তু না, তা হলো না। বরং যা আমি ভাবিনি, ভাবতে পারিনি, তাই বাস্তব হয়ে দেখা দিলো। কৌটাটি খোলার সাথে সাথে তিনি আমার দিকে রক্ত চক্ষু মেলে ধরে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তবে কি তুমিও তাদের সাথে একমত?

আমি বললাম, অবশ্যই। একটি সুন্দর সুদর্শন জিনিস সবাই মিলে আমীরুল মুমিনীনকে হাদিয়া দিবে এতে অমতের কি আছে?

www.smfoundationbd.com

এবার খলীফা রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করেন। উষ্ণ হয়ে উঠে তার ধমনীর রক্ত। চোখ দু'টো জ্বলে উঠে আগুনের ভাটার মতো। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করে অলংকারসহ কৌটাটি মাটিতে ছুড়ে মারলেন। ফলে সবময় ছড়িয়ে পড়লো টুকরোগুলো। তারপর আমার দিকে ফিরে অগ্নিঝরা কণ্ঠে বললেন- যাও, সবগুলো টুকরো তুলে নাও। আর মনে রেখো, যে অন্যায় কর্মের সমর্থন তুমি করেছো তার শাস্তি তোমাকে অবশ্যই পেতে হবে।

এই বলে তিনি গোলাম ইয়ারফাকে বললেন, একে মারো। আচ্ছামতো মারো।

খলীফার অগ্নিরূপ চেহারা ও তার আচরণ দেখে আমার বিবেক-বুদ্ধি তখন লোপ পাওয়ার উপক্রম। চিন্তা করার শক্তি যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। তখন কি করবো, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অন্তরের ভয়ার্ত ভাব মুখে সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। থরথর করে কাঁপছে হৃদপিন্ড দু'চোখে ভেসে উঠেছে সর্ষে ফুল।

এভাবে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। অতঃপর নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে অলংকারের ছড়িয়ে পড়া টুকরোগুলো জমাতে লাগলাম এদিকে গোলাম ইয়ারফা আমাকে বিরামহীনভাবে প্রহার করে চলছে

কিছুক্ষণ পর খলীফা সামান্য শান্ত হলেন। ইতোমধ্যে টুকরোগুলো জমানো শেষ হয়ে গেছে। আমি এগুলো নিয়ে খলীফার কাছাকাছি আসতেই তিনি বললেন- যাও, এক্ষুণি চলে যাও। তুমি এবং তোমার সাথী ভাল নও। আর শুনো-

যেখানে যা পাবেন

আমার এ কথা শুনে সেনাপতি একেবারে ভড়কে গেলেন। তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন- ঘটনা কি? বিস্তারিত খুলে বল।

আমি তখন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে শুনালাম। এতে তার চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেল। গোটা মুখে ফুটে উঠল উৎকণ্ঠার ভাব। তিনি দেরী করলেন না। সাথে সাথে সকল মুজাহিদকে ডেকে তাদেরকে সেই অলংকারটি বিন্দু বিন্দু করে ভাগ করে দিলেন।

মুহতারাম পাঠক-পাঠিকা! এই ছিল অর্ধ জাহানেবর শাসক আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)- এর তাকওয়া ও পরহেযগারীর বাস্তব নমুনা। তিনি ইচ্ছে করলে এই মহামূল্যবান অলংকারটি গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো, তিনি আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের চেয়ে সাধারণ জীবনকেই অধিক পছন্দ করতেন। এই সুন্দর, চমকপ্রদ জিনিসটি যেহেতু সেই ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ খেলাফ তাই তিনি উহা শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আর দ্বিতীয় ও বড় কারণ হলো, তিনি মনে করেছেন যে, সমষ্টিগত ভাবে সবাই এ ব্যাপারে বাহ্যিক সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও দু'একজন এমনও থাকতে পারেন যারা আন্তরিকভাবে তা খলীফাকে উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এমতাবস্থায় এ জিনিস অন্যের জন্য ব্যবহার করা কিছুতেই হালাল হবে না। তাই খলীফা এ সূক্ষ্ম বিষয়টি চিন্তা করে উপহারটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সীমাহীন ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হওয়ার এবং অন্যের জিনিস গ্রহণের পূর্বে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ☆

www.smfoundationbd.com

www.smfoundationbd.com

একেই বলে তাকওয়া

নবী-রাসূলদের পর সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব হলেন মুসলিম বিশ্বের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। উম্মতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবেন। তিনি এমন এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাকে বেহেশতের প্রতিটি দরজা আহবান করবে। নিম্নে তাঁরই একটি ছোট্ট ঘটনা সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর একটি গোলাম ছিল। সে প্রতিদিন বিভিন্ন কাজকর্ম করে কিছু পয়সা উপার্জন করতো। আর এ থেকে একটা নির্ধারিত অংশ প্রদান করতো হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) কে। গোলামটির মুক্ত হওয়ার এটি একটি শর্ত ছিল।

প্রতিদিনের মতো গোলামটি আজো কাজে বেরিয়েছে। বিভিন্ন জনের সাথে সাক্ষাত করে কাজ চেয়েছে। কিন্তু কেউ তাকে কাজ দেয়নি। ফলে মনটা আজ খুবই খারাপ। সে চিন্তা করছে আজকে সে মনীবের কাছে কি জমা দিবে? এভাবে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে এক গোত্রের কাছে এসে পড়লো। দেখলো, সেখানে বিশাল আয়োজন। বহু লোকের সমাগম। কিন্তু কেন, কি উদ্দেশ্যে এত বড় আয়োজন তা সে বুঝতে পারলো না। সে ধীরে ধীরে সামনে এগুলো। লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো, আজকে এ বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। মেহমানদের জন্য প্রচুর খাবার রান্না করা হয়েছে। এ এক এলাহী কান্ড!

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

এ বাড়িতে বিয়ে- এতে তার কি আসে যায়? তার প্রয়োজন একটি কাজের। প্রয়োজন কিছু অর্থ-কড়ির। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এখন পর্যন্ত মামুলি কোনো আয়-উপার্জনের ব্যবস্থাও তার হলো না। তাই সে ভীষণ চিন্তিত, দারুণ হতাশাগ্রস্থ।

বিষন্ন মন নিয়ে গোলাম ফিরে চললো। মনে মনে বলল, নাহ্ আজ কোনো কাজ পাবো না। ফিরে গিয়ে মনিবকে বুঝিয়ে বলব, অনেক চেষ্টা করেছি। কোনো কাজ পাইনি। তাই খালি হাতে ফিরে এসেছি।

এসব ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল। এমন সময় এক লোকের সাথে তার দেখা। লোকটিকে আগে দেখেছে বলে মনে হলো। লোকটি বলল, আমাকে হয়ত ঠিক ভাবে চিনতে পারছো না। শুনো, তুমি বহুদিন পূর্বে বিরাট একটি উপকার করেছিলে আমার। আমি ভীষণ অসুস্থ ছিলাম। আমাকে তুমি মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে সারিয়ে তুলেছিলে। তখন আমি খুশি হয়ে তোমাকে কিছু দেওয়ার ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমাকে না পেয়ে সেই ওয়াদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। আজ আমাদের বাড়িতে বিবাহের অনুষ্ঠান। খাবার দাবারের বিশাল আয়োজন। সুতরাং আজকে যখন এসেছো তখন কিছু খাবার নিয়ে যাও।

গোলামটি না করল না। সে বেশ কিছু খাবার নিয়ে মনিবের বাড়িতে গেল। তারপর ঐ খাবারগুলো হযরত আবু বকর (রা.) এর সামনে রাখলো।

হযরত আবু বকর (রা.) ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি খাবার দেখে কিছু জিজ্ঞেস না করেই উহা থেকে এক গ্রাস খেয়ে ফেললেন।

এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে গোলাম কিছুটা অবাক হলো। ভাবলো, ব্যাপার কি? প্রতিদিন তিনি আমাকে আয়-উপার্জনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু আজ এই খাবার কোথেকে কিভাবে আনলাম- তা জিজ্ঞেস না করেই খেতে শুরু করলেন।

এতক্ষণে লোকমাটি হযরত আবু বকর (রা.) এর পেটে চলে গেছে। গোলাম বিলম্ব না করে তার মনে জেগে উঠা প্রশ্নটি মনিবকে করে বসল। সে বলল- হুজুর! এই খাবার কিভাবে, কোথেকে এনেছি তা না জেনেই খেতে শুরু করলেন?

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন- ক্ষুধার তাড়নায় জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম না। এবার বলো, কিভাবে এ খাবার পেয়েছো।

জবাবে গোলাম সবকিছু খুলে বলল। এতে হযরত আবু বকর (রা.) এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। বললেন- তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিলে।

এ বলে তিনি গলার ভিতর হাত দিয়ে বমি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া একটি মাত্র গ্রাস সহজে কি বের হয়?

পাশেই কয়েকজন লোক ছিল। তাদের একজন আবু বকর (রা.) কে বলল, জনাব! পানি পান করুন। এতে হয়ত বমি হতে পারে।

একটি পেয়ালায় করে পানি আনা হলো। তিনি দ্রুত পান করলেন। তারপর আবার বমি করার চেষ্টা করলেন। ফলে এক সময় বমি হলো। পানির সাথে সদ্য আহারকৃত লোকমাটি বেরিয়ে এলো। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, আল্লাহপাক আপনার উপর রহম করুন। আপনি এক লোকমা খাবারের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করলেন?

আবু বকর (রা.) উত্তরে বললেন- যদি এই গ্রাস বের করতে আমার জানও বের হয়ে যেতো তবু আমি উহা বের করতাম। কেননা আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে শুনেছি- হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত দেহের জন্য দোজখের আগুনই বেশি উপযোগী। আমার ভয় হলো, না জানি এই খাবার দ্বারা আমার দেহের কোনো অংশ তৈরি হয়ে যায়।

প্রিয় পাঠক! গোলামের মাল খাওয়া মনিবের জন্য জায়েজ ছিল। কিন্তু এতদসত্তেও হযরত আবু বকর (রা.) সতর্কতার খাতিরে সন্দেহ জনক মাল গ্রহণ করতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে একেই বলে তাকওয়া, এরই নাম পরহেযগারী। আল্লাহ তা'আলা লেখক- পাঠক তথা সমস্ত মুসলমান ভাই বোনকে প্রকৃত পরহেযগারী অবলম্বন করার তাওফীক দিন। আমীন। ☆

www.smfoundationbd.com

৮

উচিত শিক্ষা

মুসলমানদের মোকাবেলায় সমগ্র কুফরি শক্তি এক ও অভিন্ন। এক্ষেত্রে খ্রিস্টান-ইহুদি, হিন্দু-বৌদ্ধ সবাই একজোট। তারা চায়- ইসলাম ধ্বংস হোক, মুসলমানরা হোক পদদলিত ও নিষ্পেষিত। ইসলামের শেষ চিহ্নটুকু কি করে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা যায়, এ ভাবনা তাদের প্রতি ক্ষণের, প্রতি মুহূর্তের। এ কথাটি সকল যুগে, সকল কালে সমভাবে প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিল তাদের বিষয়টিও এ থেকে ভিন্ন ছিল না।

ইসলাম এক বিজয়ী ধর্ম। শুরু থেকেই তা দিন দিন কেবল সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। ক্রমেই এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শান-শওকত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিরোধের সমূহ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের এ অগ্রযাত্রা ইহুদি-খ্রিস্টানদের মনে পীড়া দিচ্ছিল মারাত্মকভাবে। তারা ভাবল ইসলামের এ ক্রমবর্ধমান উন্নতি রুখতে হলে যে কোনো মূল্যে মুহাম্মদকেই (নাউযুবিল্লাহ) প্রথমে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই।

এ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হলো। শলা-পরামর্শ চলল। বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হলো। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ নেতারা বলল- আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করার কথা বলছি। কিন্তু এ যে এক মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। মুহাম্মদকে হত্যা করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। তাকে হত্যা করলে বনু হাশিমের লোকেরা দারুণভাবে ক্ষেপে যাবে। তারা আমাদের থেকে যে কোন মূল্যে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। এতে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটবে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে। কিন্তু তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কিছু একটা অবশ্যই করতে হবে। আমরা মনে করি, যদি আমরা মুহাম্মদ ও তার ধর্মের বিরুদ্ধে

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

কুৎসা রটনা শুরু করি, তার মান-সম্মান ও ইজ্জতের উপর চরমভাবে আঘাত হানি- তাহলে এটাও কম কথা নয়

নেতাদের এই প্রস্তাব সকলেই একবাক্যে সমর্থন করল তাই তারা তখন থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে বিভিন্ন প্রকার কটূক্তি ও বেয়াদবীমূলক কথা-বার্তা বলতে লাগলো এহেন ঘৃণ্য কর্মে যেসব অভিশপ্ত সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল তন্মধ্যে আবু রাফে নামক এক দুরাচার ছিল অন্যতম নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটি তাকে কেন্দ্র করেই।

আবু রাফে ছিল ইহুদি। টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তির অভাব ছিল না তার। বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের কারণে তার উদ্ধতভাব আর অহংকারবোধ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কথা বলার সময় পরিষ্কার ত ধরা পড়ে যেত কাউকে সে পরওয়া করতো না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র শানে কটূক্তি ও অভদ্রজনোচিত শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে সে ছিল সকলের অগ্রগামী। এমনকি অশালীন কবিতা রচনা করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুৎসা রটনা করে বেড়াতে সে

তার এ জঘন্য আচরণ হযরত সাহাবায়ে কেরামের মনে দারুণভাবে আঘাত করে। ভীষণভাবে মর্মাহত হন তাঁরা ধৈর্যের সব কটি বাধ ভেঙ্গে যায় তাদের। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আবু রাফেকে আর সুযোগ দেওয়া যায় না। যে করেই হোক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাকে দিতেই হবে এতে অন্যান্য দুরাচাররাও সাবধান হয়ে যাবে তারা ভাববে শিখবে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে বেয়াদবী করে পার পাওয়া বড়ই কঠিন

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাহাবায়ে কেরামের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হলেন বিনয়ের স্বরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু রাফের ঘৃণ্য কর্মকান্ড সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। সে আপনার শানে যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়াবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো তা কখনোই হতে পারে না আপনি অনুমতি দিলে আজকেই তার অপবিত্র মাথাটা আপনার দরবারে এনে পেশ করবো। সে কেবল আপনারই দুশমন নয়; ইসলাম, মুসলমান তথা সমগ্র মানব জাতির দুশমন। এরূপ বেয়াদবের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া চাই।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

সাহাবাদের রক্ত তখন টগবগ করছিল। আল্লাহ, রাসূল ও মানবতার শত্রুকে নিঃশেষ করে দেওয়ার এক অদম্য আগ্রহ ও অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা তাদের গোটা দেহে বিরাজ করছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানিক চিন্তা করলেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে বললেন- যাও, আমি তোমাদের অনুমতি দিলাম।

অনুমতি পেয়ে সাহাবাদের আনন্দ যেন আর ধরে না । তারা সময় না নষ্ট না করে নবীজির দোয়া নিয়ে সেদিনই আবু রাফের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করলেন। এ ক্ষুদ্র দলটির প্রধান ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রাযীঃ)।

গিরিপথের পাশেই ছিল আবু রাফের বাড়ি। সূর্য ডোবার পরপর তারা সেখানে পৌছতে সক্ষম হন। তারা দেখলেন, আবু রাফের বাড়িটি যেন একটি মজবুত দূর্গ। চতুর্দিক মজবুত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভিতরে প্রবেশের একটাই মাত্র ফটক। সার্বক্ষণিক সশস্ত্র প্রহরা আছে এই ফটকে। সুতরাং এখন উপায়?

দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, একত্রে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং কৌশলে কার্য উদ্ধার করতে হবে। তোমরা এখানেই থাক। আমি সামনে এগিয়ে দেখি কি করা যায়।

এ বলে তিনি এক পা দু'পা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফটকের সামনে চলে যান। পাহারাদার তখন দাঁড়িয়েই ছিল। আবছা অন্ধকার থাকার কারণে সে আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) কে চিনতে পারেনি। আব্দুল্লাহ (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি মুহূর্তের মধ্যে ফন্দি এঁটে গেইটের এক কিনারে পেশাবের ভান করে বসে গেলেন। ভাবখানা এমন যেন তিনিও এ বাড়িরই একজন সদস্য।

এদিকে দ্বাররক্ষী বাড়ির একজন লোককে পেশাব করছে দেখতে পেয়ে হাক দিয়ে বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা! জলদি এসো। এক্ষুণিই ফটক বন্ধ করে দেব।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) এ ধরনের একটি সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি দ্বাররক্ষীর আহবান শুনে মোটেও দেরী করলেন না। তাড়াতাড়ি উঠে ভিতরে চলে গেলেন। তিনি ঢোকার সাথে সাথে ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

তখন দুর্গের ভিতর গল্পের আসর বসেছিল। আবু রাফে ছিল সেই আসরের মধ্যমনি। উপস্থিত সবাই একটু আগে শরাব পান করেছে। ফলে এতক্ষণে সকলকেই মাতলামী ভাব পেয়ে বসেছে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) খুশিই হলেন। তিনি আস্তে করে আসরের এক কোণে বসে পড়লেন।

ধীরে ধীরে রাত গভীর হলো। সকলের চোখে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম। কেউ নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। একে অপরের উপর এলিয়ে পড়ছে। তাই এক পর্যায়ে আবু রাফে বলল, নাহ্, আজ আর বিলম্ব করা যায় না। আজকের মতো এখানেই শেষ। ফলে সকলেই নিজ নিজ ঘরে চলে গেল।

এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) বসে বসে নীরবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। কে কোথায় যাচ্ছে তাও তিনি খেয়াল রাখছেন। আবু রাফে কে তিনি আগেই চিনতেন। সুতরাং সে কোন্ ঘরে শয়ন করলো তা চিহ্নিত করতে তাকে তেমন বেগ পেতে হলো না।

নিঝুম নিস্তব্ধ পুরী। কোথাও কোনো কোলাহল নেই। সকলেই ঘুমে অচেতন। কিন্তু রাসূলের একান্ত আশেক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীকের চোখে কোনো ঘুম নেই। এই ঘুমন্ত পুরীতে একাই তিনি জেগে আছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সাহসী। রাসূলের প্রেমে তার অন্তর ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরম শত্রু আবু রাফেকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তার হৃদয় রাজ্যে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত হয়নি। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি।

ফটক বন্ধ করে দ্বাররক্ষী যখন চাবির ছড়াটি আস্তাবলের এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.)- এর সতর্ক দৃষ্টি তা

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

গভীরভাবে অবলোকন করেছিল। সুতরাং সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রথমেই গিয়ে গেইটের চাবিখানা উদ্ধার করলেন। তারপর অতি সঙ্গোপনে এগুতে লাগলেন- আবু রাফের খাস কামরার দিকে।

আবু রাফেকে হত্যা করা সাধারণ ব্যাপার নয়। মামুলি কোনো বিষয় নয়। পরপর সাতটি গেইট পার হয়ে যেতে হবে তার খাস কামরায়। পদে পদে রয়েছে শত্রুর হাতে প্রাণহানির সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু রাসূল প্রেমিক আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) কাপুরুষ নন। ভয় পাওয়ার মতো মানুষ নন তিনি। জীবন যায় যাক, এতে মোটেও আপত্তি নেই তার, কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মান রক্ষা তাকে করতেই হবে। তিনি জানের মায়া ত্যাগ করে একের পর এক গেইট পেরিয়ে এগিয়ে চলছেন। সেদিন একটি গেইটও বন্ধ করা হয়নি। বোধ হয় মদপানের আধিক্যের কারণেই এমনটি হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) একেকটা গেইট পার হয়ে ভেতর দিয়ে তা বন্ধ করে দিচ্ছেন। বাইরে থেকে কেউ যেন আবু রাফের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে এজন্যই এই সতর্কমূলক ব্যবস্থা। এভাবে এক এক করে গেইট পার হয়ে আবু রাফের খাস কামরায় চলে গেলেন তিনি। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখে ধাঁধাঁ লাগছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কক্ষে নিদ্রায় বিভোর বহু লোকের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দটাই কেবল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে দলপতির বুঝতে কষ্ট হলো না যে, আবু রাফের কক্ষে আরও বহু লোক ঘুমুচ্ছে।

একই কামরায় অনেক লোকের সমাবেশ দেখে তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন। চিন্তা করলেন। এই অন্ধকার কক্ষে এত লোকের মধ্যে আবু রাফেকে কিভাবে আমি খুঁজে বের করি? চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। তিনি ভাবলেন- যদি আমি আবু রাফের নাম ধরে ডাক দেই তবে সে অবশ্যই জবাব দেবে। ফলে তার অবস্থান চিহ্নিত করা সহজ হবে।

চমৎকার বুদ্ধি। এছাড়া এখানে আর অন্য কোনো উপায় নেই। সুতরাং বিলম্ব হলো না। যেই ভাবা সেই কাজ। আবু রাফে! আবু রাফে!! বলে

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

ডাক দিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.)। কিন্তু কোনো জবাব এলো না। তিনি আবার ডাকলেন। এবারও কোন জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু তৃতীয় বার ডাকার পর আবু রাফে বলল, কে? আমি এখানে আছি।

বাস্ আর যায় কোথায়? জবাব দেওয়ার সাথে সাথে সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালেন নির্ভীক দলপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.)। কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো। তলোয়ারের ঝনাৎ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল আবু রাফের। সে অবস্থা বেগতিক দেখে চিৎকার করে বলল, কে আছ? বাঁচাও! আমাকে মেরে ফেলল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) আবার কৌশলের আশ্রয় নিলেন। তিনি আওয়াজ পরিবর্তন করে সহানুভূতির স্বরে বললেন, কি হয়েছে আবু রাফে? চিৎকার করলে কেন?

আবু রাফে তাকে নিজেদের লোক মনে করে বললো- এই মাত্র কে যেন আমার দেহে জোরালো আঘাত হেনেছে। আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি। আলো জ্বালাও। দুস্কৃতিকারীকে পাকড়াও.....।

আবু রাফে কথা শেষ করতে পারেনি। তরবারীর আরেকটি প্রচন্ড আঘাত তার উপর পতিত হলো। ভয়ানকভাবে সে জখম হলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। কিন্তু সাহাবী আব্দুল্লাহ (রা.) এর মনের জ্বালা এখনো মিটল না। তিনি আবার আঘাত হানলেন বেয়াদব আবু রাফের উপর। এবারের আঘাতে তার পেট এফোড় ওফোড় হয়ে গেলো একটা গোঙ্গানীর শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। এরপর কয়েকবার ঝাকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেল চিরদিনের মতো। খতম হলো নবীর দুশমন। খতম হলো ইসলাম ও মানবতার শত্রু।

ইতোমধ্যে কক্ষের অনেকেই জেগে উঠেছে। কিন্তু এতক্ষণে আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) কক্ষের বাইরে এসে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছেন। তার মনে বিপুল আনন্দ। সাফল্যের গৌরবে গোটা অন্তর পরিতৃপ্ত। তিনি যে সিঁড়ি বেয়ে উপর থেকে নিচে নামছেন এদিকে তার কোন খেয়াল নেই। অন্ধকার হওয়ার কারণে সিঁড়ির স্তর বাকি আছে কি-না তাও দেখা যাচ্ছে না। ফলে মাটির স্তরে নেমে গেছেন মনে করে নীচে পা বাড়াতেই তিনি ধপাস করে মাটিতে পড়ে যান। ফলে তার পায়ের একটি হাড় ভেঙ্গে যায়।

www.smfoundationbd.com

এখানে মুহূর্ত কাল দেরী করা মানে শত্রুর হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া তাই আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) আহত হয়েও আপন মনে দুর্বলতা আনলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি পাগড়ী দিয়ে নিজের পা খানা বেঁধে নিলেন এবং দ্রুত চলে গেলেন অপেক্ষমান সাথীদের কাছে।

ফিরতে দেরী হওয়ায় দলপতির জন্য দলের সবাই অস্থির হয়ে সময় কাটাচ্ছিল। উপরন্তু আবু রাফের ভাগ্যে কি ঘটে তা জানার জন্যও তাদের মনে ছিল সুতীব্র আগ্রহ। এবার দলপতির মুখ থেকে আবু রাফের পরিণতি জানতে পেরে সকলেই খুশি হলেন। অন্তর থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। সাথে সাথে মনোনিবেশ করলেন আহত দলপতির আন্তরিক সেবায়।

একটু পর। আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) বললেন, এখানে দেরী করার কোনো সুযোগ নেই। কাফেররা এক্ষুণি হত্যাকারীর খোঁজে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আপনারা দেরী না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিকট চলে যান। তার কাছে আমাদের সফলতার পয়গাম পৌঁছে দিন।

দলের একজন বললেন- আপনি কি তাহলে যাবেন না? তাছাড়া আপনি আহতও বটে।

দলপতি বললেন- হ্যাঁ, আমি যাব। তবে এখন নয়, একটু পরে। রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। খোদার দুশমন, রাসূলের দুশমন আবু রাফে সত্যিই নিহত হয়েছে কি-না, এর নিশ্চিত খবর নিয়েই আমি চলে আসব।

মদীনার উদ্দেশে। কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) আড়ালে লুকিয়ে আছেন নিশ্চিত খবরের প্রতীক্ষায়। ইতোমধ্যেই সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। পাখীরা মিষ্টি সুরের কলকাকলি ভোরের আগমনী বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে। ঠিক এমন সময় দুর্গের চূড়া থেকে ভেসে এল একটি আওয়াজ- হে লোক সকল! হিজাজের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যুর দুঃসংবাদ গ্রহণ করো।

ঘোষণা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) মদীনা অভিমুখে দ্রুত ছুটে চললেন। সঙ্গীদের সাথে দেখা হলো রাস্তায়। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন- সে কি? এখনো তোমরা এখানে? জলদি চলো। নবীজীর দুশমন খতম হয়েছে।

যেখানে যা পাবেন

চলতে চলতে এক সময় তারা নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে লক্ষ্য করে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর অপরিসীম দয়ায় আমরা আজ সফলতা অর্জন করেছি। ইসলাম ও আপনার দুশমন আবু রাফে নিহত হয়েছে।

এরপর তিনি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। ফলে সকলের মন আনন্দে ভরে উঠলো। চেহারায় দেখা গেল মিষ্টি হাসির ঝিলিক।

ঘটনার বর্ণনা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দারুন খুশি হলেন। তার অন্তরে বয়ে চললো আনন্দের হিল্লোল। একটা মধুর হাসি ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর মতোই হঠাৎ এসে আবার তা মিলিয়ে গেলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) এর পা ভাঙ্গা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষন্ন হয়ে উঠলেন। দু'চোখে দেখা গেল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তিনি তাকে আদর করে কাছে ডাকলেন। বললেন- আব্দুল্লাহ! পায়ের বাঁধন খোল। অনেক কষ্ট হচ্ছে বুঝি!

আব্দুল্লাহ (রা.) ধীরে ধীরে বাঁধন খুললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন- তার পায়ের একটি হাড্ডি ভেঙ্গে গেছে। তিনি দেরী না করে সাথে সাথে তার পবিত্র হাতখানা ভাঙ্গাস্থানে বুলিয়ে নিলেন। ফলে এক নিমিষে ভাঙ্গা পা জোড়া লেগে গেল। চলে গেল সকল ব্যথা ও যন্ত্রণা। মনে হলো পায়ে যেন আদৌ কোনো আঘাত পাননি তিনি।

সুপ্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনাটি হযরত সাহাবায়ে কেরামের রাসূল প্রেমের অপূর্ব নজির। তাদের সামনে কেউ তাঁর কুৎসা রটাবে, গাল মন্দ করবে- এ ছিল একেবারে অসহ্য ব্যাপার। এরূপ দুরাচারকে যতক্ষণ তারা সমুচিত শাস্তি দিতে না পারতেন- ততক্ষণ স্বস্তি পেতেন না। হে আল্লাহ! আমাদেরকেও তুমি সালমান রুশদী, তাসলিমা নাসরীন ও হ্যান্স জি কিপেন বার্গের ন্যায় নব্য জ্ঞানপাপীদের উচিত শাস্তি প্রদানের হিম্মত দাও। দেখিয়ে দাও- ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীদের শাস্তি এমন লাঞ্ছনাদায়ক ও অবমাননাকরই হয়ে থাকে।

www.smfoundationbd.com

www.smfoundationbd.com

৯

একটি শিক্ষণীয় গল্প

হযরত জুনাইদ বোগদাদী রহ. ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। আল্লাহর ওলী। একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে ছিল মুরীদানের এক বিশাল কাফেলা। পথিমধ্যে এক তরকারী বিক্রেতা বৃদ্ধা মহিলা হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রহ.) কে দেখতে পেয়ে হঠাৎ এক আজব প্রশ্ন করে বসল। সে বলল, হে জুনাইদ! বাড়ীতে আমার একটি ছাগল আছে। তুমি বলতো তোমার দাড়ি উত্তম না আমার ছাগলের দাড়ি উত্তম?

বৃদ্ধা মহিলার প্রশ্ন শুনে মুরীদানরা আশ্চর্য হলো। ভাবল, বৃদ্ধার সাহস তো কম নয়! আমরা যেখানে হুজুরের সামনে মাথা উঠিয়ে কথা বলতে ভয় পাই, আর এ মহিলা কিনা হুজুরকে নির্দ্বিধায় এক বেহুদা প্রশ্ন করে বসল।

এদিকে হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রহ.) মহিলার প্রশ্ন শুনে খানিক ভাবলেন। তারপর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু এতটুকু বললেন, আপনি আমাকে এমন এক কঠিন প্রশ্ন করেছেন যার জবাব এখন দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ চাহে তো পরে এর জবাব দিব।

হযরতের কথায় মুরীদানরা হতবাক হলো। তারা আশ্চর্য হয়ে বিনয়ের সাথে বলল, হুজুর! মহিলার প্রশ্নের জবাবে আপনি যা বললেন, তা আমাদের বুঝে আসছে না। কারণ সে তো এমন কোন শক্ত প্রশ্ন করেনি যার উত্তর আপনাকে ভেবে চিন্তে দিতে হবে। আমরা তো তার প্রশ্নটিকে

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

একটি বেহুদা প্রশ্ন বলেই ধরে নিয়েছি। কেননা একটা পশুর দাড়ির চেয়ে একজন মানুষের দাড়ি উত্তম- একথা একটি বাচ্চাও বুঝে। আর আপনি তো কেবল মানুষই নন, আল্লাহর খাঁটি বান্দা, প্রিয় ব্যক্তি। সুতরাং আপনার দাড়ি যে ছাগলের দাড়ির চেয়ে উত্তম ও কোটিগুনে ভালো একথা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। অথচ আপনি বলেছেন, এটি একটি কঠিন প্রশ্ন যার উত্তর এখন দেয়া সম্ভব নয়।

হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রহ.) এতক্ষণ মুরীদদের কথা নীরবে শুনছিলেন। তাদের কথা শেষ হলে তিনি বললেন, মহিলার প্রশ্ন তোমাদের নিকট অনেক সহজ মনে হলেও আমার নিকট কিন্তু বাস্তবিকই একটি কঠিন প্রশ্ন। কারণ কী হালতে আমার মওত হবে সেই খবর তো আমার জানা নেই। যদি আমার মউত ঈমান সহকারে হয় এবং ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারি তবে নিঃসন্দেহে আমার দাড়ি তার ছাগলের দাড়ির চেয়ে উত্তম। আর খোদা না করুন, আমার মৃত্যু যদি বেঈমান অবস্থায় হয়. ঈমান নিয়ে যদি আমি মরতে না পারি তবে নিঃসন্দেহে তার ছাগলের দাড়ি আমার দাড়ি থেকে উত্তম।

শুধু উত্তমই নয় শতগুণে উত্তম। কেননা আল্লাহ পাকের নিকট একজন বেঈমানের মূল্য একটি ক্ষুদ্র ধুলি বরাবরও নয়। সুতরাং দোয়া কর, আল্লাহ পাক যেন আমাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে নসীব করেন।

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহ.) তার বক্তব্য শেষ করে সাথে সাথে দোয়ার জন্য হাত উঠালেন। বললেন, "ওগো দয়াময় প্রভূ! আমাকে তুমি ঈমানের সাথে মউত নসীব করিও। আর তোমার মেহেরবানীতে আমার মৃত্যু যখন ঈমানের সাথে হবে এবং কবরস্থানের দিকে আমার লাশ নিয়ে যাওয়া হবে তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাকে পুনরায় জীবন দান করিও। যাতে আমি ঐ মহিলার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে পারি।"

দোয়া সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র.) মুরীদদের অসিয়ত করে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমার কাফন পরিহিত লাশ ঐ বৃদ্ধা মহিলার দোকানের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবে।

কিছুদিন পর হযরতের ইন্তেকাল হলে মুরীদরা তাঁর অসীয়ত পালন করলো। তারা যখন শায়েখের লাশ খাটিয়ায় করে বৃদ্ধা মহিলার দোকানের

www.smfoundationbd.com

সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রহ.) কাফনের মধ্য হতে মাথা উঠিয়ে একটু আওয়াজ করে বললেন, হে বৃদ্ধা মহিলা! শোন, আমার দাড়ি তোমার ছাগলের দাড়ি হতে উত্তম ও দামী। কারণ আমার মেহেরবান মাওলা আমাকে আপন অনুগ্রহে ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব করেছেন।

পাঠক ভাইগণ! একটু চিন্তা করে দেখুন, একজন জগদ্বিখ্যাত আল্লাহর ওলী যদি ঈমানের সাথে মউত হওয়ার ব্যাপারে এতটা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে পারেন, তাহলে আমাদের মতো সাধারণ লোকদের এ ব্যাপারে কিরূপ ভয় রাখা উচিত। কার কিভাবে মউত হবে সেটা কেউ জানে না, জানা সম্ভবও নয়। তাই সর্বদা বেশী বেশী করে নেক আমল করে খোদার দরবারে বারবার কেঁদে কেঁদে এই দোয়া করা উচিত যে, হে করুণাময় খোদা! তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ঈমানের সহিত মউত নসীব করিও। অন্যথায় আমার ধ্বংস অনিবার্য। ☆

স্মরণীয় বাণী

কোন ব্যাপারে মুসলমান যখন শুরুত্বের সাথে চেষ্টা ফিকির করতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার উদ্যম ও যথাযথ ব্যবস্থা করে দেন।

—বিশ্বইজতেমায় প্রদত্ত বয়ান।

☆ সূত্র ঃ মাআরেফে শামসে তাবরেয ঃ পৃষ্ঠা- ২৩৯

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

✍ ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখার জন্য যখন অসংখ্য লেখক ও বুদ্ধিজীবী নামক পরজীবীদের কলম খাড়া হয়ে আছে ঠিক এমন এক মুহূর্তে ঈমানের চেতনায় উজ্জীবিত প্রতিভাবান কলম যোদ্ধা মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেবের লিখিত যে গল্পে হৃদয় গলে নামক পুস্তকটি আদ্যোপান্ত গভীর ভাবে পাঠ করেছি। সত্যিই বইখানা অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ বিবর্জিত মুসলিম মিল্লাতকে ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার এক বলিষ্ঠ উদ্যোগ। আমি এ উদ্যোগকে মুবারকবাদ জানাই। আমার বিশ্বাস ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান লেখকের এই বইটি অবশ্যই পাঠকের হৃদয়ে ঈমানের বিদ্যুত প্রবাহ সৃষ্টি করবে। হৃদয়ে জ্বলে উঠবে হিদায়েতের অনির্বান চেরাগ। পরম করুণাময়ের কাছে তার এ মহতী উদ্যোগের জাযায়ে খায়ের কামনা করছি। উক্ত লেখকের মত আরো অনেক সাহসী কলম যোদ্ধা ঈমানী চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসুক এটাই আজ জাতির প্রত্যাশা।

এস, এম আবদুস সেলিম
পারমাছখোলা, সাতক্ষীরা।

✍ প্রিয় হৃদয় গলে সিরিজ! নবাগত মধুর ঋতু শীতের শুরুলগ্নে তোমাকে জানাই শতগুচ্ছ ফুটন্ত গোলাপের শুভেচ্ছা। আল্লাহর অশেষ কৃপায় তোমাকে যিনি রচনা করেছেন তিনি সুস্থ থাকুন,সুন্দর থাকুন এই হলো আমার নিত্য বারের কামনা। প্রিয় সিরিজ! তোমার সবগুলো খন্ড এক এক করে পাঠ করে যখন জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক তখনই শুনতে পেলাম তুমি নাকি ১০ এর পরে আর যাচ্ছ না। এ কথা শুনে মনকে বিভিন্ন উপায়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে যে কোন কিছুই মানতে চাইছে না। বুঝতে চাইছে না কোন কথাই। তার কেবল একটিই কথা, হৃদয় গলে সিরিজ বন্ধ হবে না। হতে পারে না। এর অগ্রযাত্রা কমপক্ষে ২০ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ ব্যপারে লেখকের কোন উজরই আমি মানতে রাযি নই। যদি আর্থিক দৈন্যতার কারণে লেখক কিংবা প্রকাশক এই সিরিজ চালু রাখতে অপারগতা প্রকাশ করেন তবে আমরা সকল পাঠক পাঠিকা তাজা রক্ত বিক্রি করে হলেও একে চালু রাখব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন। আমিন।

মোঃ রহমতুল্লাহ বিন আশরাফ (সোহেল)
রাজনগর, রায়পুরা, নরসিংদী।

✍ শ্রদ্ধেয় লেখক! প্রথমে আমার সালাম নিবেন। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভাল আছেন। পর সমাচার এই যে, আমি দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

একজন ছাত্রী। একদিন দুইটি মেয়ের কাছ থেকে আপনার বইটির নাম শুনলাম। নাম শুনেই আমার হৃদয়টা গলে গিয়েছিল। অনেক দিন বইটির কোন খুঁজ পাইনি। হঠাৎ একদিন বইটি পেয়ে সংগ্রহ করলাম। বইটি পড়ে আমি এতই আনন্দিত হয়ে ছিলাম যা আমার এই ছোট মাথার সামান্য বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই দিন আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন মনে হয়েছিল। আমি আমার জীবনে ইসলামিক বই ব্যতিত একটি উপন্যাসও পড়িনি। আপনার বইগুলিতে আমি অনেক আনন্দ বেদনা খুঁজে পেয়েছি। বইগুলি আমার সহপাঠিদের পড়ে শুনিয়েছি। এতে তাদের অনেকের জীবনের মোড় পাল্টে গেছে। একদিন বাড়ী থেকে হোস্টেলে এসে দেখলাম. আমার রুম ম্যাট শারমিন তার জীবনের মোড় পাল্টে নিয়েছে। সে এখন ঠিকমত নামায পড়ে ও পর্দা করে চলে। তার প্রচেষ্টায় আরও একজন এমন হয়েছে। সে অনেককে এই বইগুলো উপহার দিয়েছে এবং তারাও উপকৃত হয়েছে। আমিও আমার বহু সাথীকে বইগুলি কিনে দিয়েছি। তাতে তারা অনেক খুশি হয়েছে। তখন মনে হয়েছিল প্রত্যেকের মনে আনন্দের বন্যা বইছে। কথায় বলে অপেক্ষা মৃত্যুর সমান। বইগুলো পড়ার এত ইচ্ছা যে আমি আর অপেক্ষায় থাকতে পারছি না। আমার ২য় খন্ড, ৪র্থ খন্ড ও ৬ষ্ঠ খন্ড পড়া হয়েছে। বাকীগুলো পাইনি। অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আমি পড়ে নিব। আমি আশা করব আপনার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব বইগুলি বাজারে ছাড়বেন। আসলে আপনি এতই প্রশংসার দাবীদার যা আমি এই অল্প কাগজের মধ্যে লিখে শেষ করতে পারব না। এই বইগুলি বর্তমান যুগে এতটা উপযোগী ও এতটাই প্রয়োজনীয় যা বলাবাহুল্য। আল্লাহ আপনাকে আরও লেখার তাওফীক দিন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করলাম। ইতি

উম্মে সালমা
রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

✍ প্রিয় লেখক! প্রথমে আপনাকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। জনাব! আমার জীবনে ইসলামী গল্পের বই এবং ইসলামী উপন্যাস অনেক পড়েছি। কিন্তু হৃদয় গলে সিরিজ পড়ে যে তৃপ্তি পেয়েছি অন্য বই পড়ে এমন তৃপ্তি পাইনি। আমার স্বামী প্রতি মাসে আমাকে কয়েকটি মাসিক পত্রিকা এনে দেন। যেমন আদর্শ নারী, রহমত, মদীনা ইত্যাদি। আমি এগুলো নিয়মিত পড়ি। কিন্তু হৃদয় গলে সিরিজের নতুন কোন বই যখন আমার হাতে আসে তখন ঐ সব পত্রিকা বাদ দিয়ে আগে কাংখিত সিরিজ খানা পড়ে নেই। আমি মনে করি হৃদয় গলে সিরিজ মুসলিম নারী পুরুষ সবার জন্য প্রয়োজন। এই সিরিজ আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি প্রথম থেকে ৯ম খন্ড পর্যন্ত পড়েছি। যখন জানলাম ১০ পর্যন্ত যেয়ে এই সিরিজের সমাপ্তি ঘটবে, তখন আমার মনে ভীষণ কষ্ট পেলাম। কিন্তু পরে যখন শুনতে পেলাম সমাপ্তি ঘটবে না, তখন আমার মনে এত আনন্দ পেলাম যা ভাষায় প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না। তাই আপনাকে আবারো

www.smfoundationbd.com

জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর হৃদয় গলে সিরিজের পরবর্তী সিরিজের নাম হতে পারে ১. হৃদয় জুড়ানো কাহিনী ২. যে গল্প হৃদয়কে আলোকিত করে ৩. হৃদয়ের খোরাক ৪. ঐতিহাসিক কাহিনী ৫. আলোড়ন সৃষ্টিকারী গল্প ইত্যাদি। পরিশেষে মাওঃ মুফীজুল ইসলাম সাহেবের দীর্ঘ ও নেক হায়াত কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।

মোছাম্মত মনিরা বেগম
গ্রাম ঃ কালীকচ্ছ নন্দীপাড়া, পোঃ কালীকচ্ছ বাজার
থানা ঃ সরাইল, জিলা বি বাড়ীয়া।

✍ প্রিয় লেখক ভাইয়া! আসসালামু আলাইকুম। আপনার লেখা হৃদয় গলে সিরিজ আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। এই বইয়ের নামটি যেমন সুন্দর, তেমনি বইয়ের ঘটনাগুলোও সুন্দর। এই বইয়ের সব ঘটনা আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। এই বই থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা নেয়ার আছে। হৃদয় গলে সিরিজের সবগুলো খন্ড সংগ্রহে রাখার মত। এই বইগুলো পাঠ করার দ্বারা যে কোন পাষাণ মানুষের মনও গলে যাবে। হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি গল্প যে কোন মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমান কালে এই ধরনের বইয়ের আত্ম প্রকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

অবশেষে আপনার সুন্দর জীবন কামনা করি এবং দুআ করি আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে এ ধরণের আরও বহু গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক দান করেন । আল্লাহ হাফেজ।

মোঃ ইমরান হোসাইন এমরান
ইকরা লাইব্রেরী, ৩৯ মোগলটুলী, কুমিল্লা
মোবাইল ঃ ০১৭৬৮৭৪৩৯৫

✍ আমার প্রিয় হৃদয় গলে সিরিজ, তোমার প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও নববর্ষের লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। তুমি জ্যোতির ন্যায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলোর উজ্জ্বল পরশ নিয়ে আগমন করেছো। তোমাকে কিভাবে ধন্যবাদ জানালে যে নিজেকে সন্তুষ্ট মনে করতে পারব, তা আমার জানা নেই। হাজার বছরের লালিত মুসলিম সভ্যতা, কৃষ্টি কালচার ও তাহযীব তামাদ্দুনের বিপ্লবী ঝান্ডা নিয়ে জাতির কল্যাণে তোমার যাত্রা তুমি অব্যাহত রেখেছো। হে হৃদয় গলে সিরিজ! যে সুদূর প্রসারী ভূমিকা তুমি পালন করেছো, তা কাগজে লিখে বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। সত্যিই তুমি জননন্দিত ও প্রশংসিত। তোমার তুলনা তুমি নিজেই। আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু সাইফুল কবীর (নাজির) যে উচ্চ সাহিত্য দিয়ে মৌখিকভাবে তোমার প্রশংসা করেছে, তা হুবহু লিখতে না পেরে সত্যিই আমি দুঃখিত। শুনলাম তুমি নাকি দশের পরে তোমার যাত্রা বন্ধ করে দিতে চাও। তা কি করে হয়? তুমি মানুষকে হেদায়েতের কথা বলতে, সত্য সুন্দরের পথ দেখাতে, আর তুমিই যদি বন্ধ হয়ে যাও

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

তাহলে হেদায়েতের একটি রাস্তা যে বন্ধ হয়ে যাবে, তা কি তুমি কখনো চিন্তা করে দেখেছো? তাই যার উসিলায় তোমার জন্ম, সেই সম্মানিত লেখকের কাছে আমার জোর আবেদন. তিনি যেন কমপক্ষে ২০ পর্যন্ত তোমার ধারাবাহিকতা চালিয়ে যান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

মোঃ আমীনুল ইসলাম (তাসনীম)
সাওড়াতলী, রায়পুরা, নরসিংদী।

✍ পত্রের শুরুতে আমার হাজার ছালাম গ্রহণ করবেন। পর সমাচার এই যে, আমি কওমী মাদরাসার একজন ছাত্র। আমি ছোট বেলা থেকেই বই পড়তে খুব ভালবাসি। আমি যখন আপনার রচিত হৃদয় গলে সিরিজের ৮ম উপহার পড়লাম তখন আমি হেদায়েতের রাস্তা দেখতে পাই এবং এক্বেবারে ভাল হয়ে যাই। আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ। কারণ আপনি আমাকে হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়েছেন। আমি আপনার জন্য দোয়া করি যেন আপনার রচিত বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং দোজাহানে সফলকাম হোন। ইতি

মোঃ শরীফুল ইসলাম
আহমেদপুর, নাটোর।

✍ প্রিয় ভাইয়া! জীবনে আমি অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু অনেক বইয়ের চিত্তাকর্ষক নামের সাথে ভিতরের অংশের তেমন মিল না থাকায় বরাবরই আমি মর্মাহত হয়েছি। শুধু তাই নয় এ কারণে আমি বই পড়াই বাদ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, একদিন লাইব্রেরীতে প্রবেশ করে দেখি, যে গল্পে হৃদয় গলে বইটি। তখন মনে মনে এই প্রতিজ্ঞায় বইটি ক্রয় করলাম যে, এরপরে আর কোন বই পাঠ করব না। কিন্তু বইটি আমার ধারনা পাল্টে দেয়। কারণ বইটি অধ্যয়ন করার পর আমার মনের সকল কালিমার অগ্নি শিখা নির্বাপিত হয়ে যায়। কারণ যেমনি বইটির সুন্দর নাম তেমনি তার আলোচ্য বিষয় ও সাবলিল ভাষা। যা অসংখ্য শিক্ষনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। তাই লেখককে এইরূপ আরোও বই লেখার জোর আবদার জানাচ্ছি।

মোঃ হারুনুর রশীদ
দত্তপাড়া, নরসিংদী।

✍ প্রিয় লেখক! আমি আপনার হৃদয় গলে সিরিজের একটি বই পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে সুন্দর একটি লেখা দেখতে পেলাম। লেখাটি হলো হৃদয় গলে ১০ নম্বর সিরিজের পর একটি নতুন সিরিজ আত্মপ্রকাশ করছে। যার নাম হবে "সুখময় জীবন" সিরিজ। তখন আনন্দে মেতে উঠলাম এবং আপনার কাছে কিছু আশা রাখলাম। তা হলো সুন্দর জীবন, সুখের জীবন এবং সুগন্ধি ভরা এক ভিন্ন জীবনের। আশা করি আপনার এই লেখার মাধ্যমে আমি নতুন জীবন খুঁজে পাবো। আপনার বই পড়ে সুখের

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

জীবন বানিয়ে নিবো। সত্যি বলতে কি? আপনার লেখার দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি এবং আগামীতেও হবো ইনশাআল্লাহ। আকাশ জমীন এবং সমুদ্রের উত্তাল ঢেউকে সাক্ষী রেখে বললাম, আপনার 'হৃদয় গলে' ও 'সুখময় জীবন' সিরিজের প্রতিটি গল্প, প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি শব্দ আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হৃদয়ের মাঝে গেঁথে রাখবো। আমি মাদরাসাতুল মদীনায় দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি।

মোঃ এনামুল হাসান
পিতা ঃ মাওলানা মোঃ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

✍ আমি একজন মিজান জামাতের ছাত্র। বই পড়া আমার তেমন নেশা ছিল না। যখন হঠাৎ আপনার যে গল্পে হৃদয় গলে বইখানা পড়লাম, তখন আমার খুব ভাল লাগল। অতঃপর আমি এই সিরিজের বাকি খন্ডগুলো খুব মনযোগ সহকারে পড়লাম। এই বই পড়ে আমি যতটুকু আনন্দ পেয়েছি তা অন্য কোন বই থেকে পাইনি। এই বইয়ের প্রতিটি গল্পের শুরু এবং শেষ এত সুন্দর ভাবে সাজানো যা অন্য বইয়ে সাধারণত দেখা যায় না। এই বই যদি কেউ পড়ে তাহলে সে নিশ্চয় দ্বীনের পথে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমি লেখকের জন্য দোয়া করি যেন তিনি এই ধরণের বই আরো লেখতে পারেন। ১০ম খন্ডের পর আপনি কমপক্ষে আরও ১০ খন্ড বের করবেন এই কামনা রেখে শেষ করছি।

মোঃ সেকান্দর আলী
গ্রাম ও পোঃ ভাদগ্রাম
থানা ঃ মির্জাপুর, জিলা ঃ টাঙ্গাইল

✍ যখন পাপ পংকিলতায় ভরে গেছে দুনিয়া। বেদায়াতী, গোমরাহী আর মূর্খতায় ছেয়ে গেছে চারদিক। মানুষ দিক বিদিক হয়ে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দিকে ছুটে চলেছে। ভাল মন্দ বুঝার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার কলম সূর্য অন্ধকারের মাঝে সূর্যের ন্যায় চমকিয়ে উঠেছে এবং সে তার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে হাজারো মানুষ অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে লেখককে। যিনি এমন ধরনের বই লিখেছেন, যা কঠিন হৃদয়কেও মোমের মত বিগলিত করে দেয়। আমি মনে করি এই বেদায়াতী আর বেহায়াপনার যুগে আপনার মত একজন কলম সৈনিকের বড্ড প্রয়োজন। তাই আপনার কাছে আমার আশা থাকবে, আপনি আপনার কলম সূর্যকে নিয়ে আরো বেশী করে সামনে অগ্রসর হোন আর এই সিরিজকে কমপক্ষে ২০ পর্যন্ত নিয়ে থামান। আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমীন

মোহাম্মদ আঃ কাইয়ুম
বিলশরণ, নিনগাঁও বাজার, শিবপুর,
নরসিংদী।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

✍ আমি একজন চৌদ্দ পনের বছরের বালক। জীবনের এ ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলা আরবী অনেক গল্পের বই আমি পড়েছি। কিন্তু আপনার বইখানা আমাকে যতটা আনন্দ দিয়েছে ও সৎ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে অন্য কোন বই তা পারেনি। প্রতিটি গল্পের শুরু এবং শেষ আমাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছে। আশা করি আপনি এ রকম গল্পের বই আরো লিখবেন। কমপক্ষে ২০ পর্যন্ত তো অবশ্যই। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমিন

মরিচ গাছের সাদা ফুল আমার লেখায় অনেক ভুল।
লেখা দেখে হাসবেন না সিরিজ লিখতে ভুলবেন না।

হাফেজ মোঃ আশরাফুল ইসলাম (মুমিন)
গ্রাম ঃ শিমরাইল কান্দি বড় বাড়ী
খতমে নবুয়ত মাদরাসা, বি বাড়ীয়া।

লেখকের জবাব

✍ রায়পুরা, নরসিংদীর ভাই আমীনুল ইসলাম "হৃদয় গলে সিরিজ বন্ধ হয়ে যাওয়া" কে "হেদায়েতের একটি পথ বন্ধ যাওয়া" বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে এই সিরিজকে কমপক্ষে ২০ পর্যন্ত চালিয়ে নেবার জন্য জোর আবেদন জানিয়েছেন। ভাই আমীন! হৃদয় গলে সিরিজের ব্যাপারে আপনার সুউচ্চ মনোভাব দেখে সত্যিই ভাল লাগছে। আপনার আবেদন পূর্ণ করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

✍ কিশোরগঞ্জ থেকে বোন উম্মে সালমা লিখেছেন, আপনার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন মনে হয়েছিল ঐ দিনটিকে, যেদিন আপনি হৃদয় গলে সিরিজের একটি বই পাঠ করেছিলেন। তাছাড়া সহপাঠি শারমীনের জীবনের মোড় পাল্টে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে আপনি লিখেছেন, সে এখন ঠিকমত নামাজ পড়ে ও পর্দা করে চলে। বোন উম্মে সালমা! আপনার চিঠি পড়ে আমি কত যে আনন্দিত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কারণ আমি তো এটাই চাই যে, এ বইগুলো পাঠ করে আপনারা সত্য সুন্দরের পথে ফিরে আসবেন, ধর্মের বিধি-বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবেন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন।

✍ সরাইল, বি.বাড়ীয়া থেকে বোন মনিরা বেগম,এই সিরিজ আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে খুশি হওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী বইগুলোর জন্য পাঁচটি

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

নামও লিখে পাঠিয়েছেন। বোন মনিরা! অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মাথা খাটি
নামগুলো পাঠানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এ নামগুলো থেকে ২/১টি ন
সামান্য পরিবর্তন করে হলেও পরবর্তী সিরিজগুলোর জন্য নির্বাচিত হবে বলে আ
রাখি।

✍ নরসিংদী থেকে ভাই রহমতুল্লাহ লিখেছেন, আর্থিক সমস্যার কারণে লেখ
কিংবা প্রকাশক এই সিরিজ প্রকাশ করতে অক্ষম হলে আপনারা সকল পাঠক পাঠি
গায়ের তাজা রক্ত বিক্রি করে হলেও এই সিরিজকে চালু রাখবেন। ভাই রহমতুল্লা
আপনার এ সুন্দর অনুভূতি ও সহযোগিতার আশ্বাস সত্যিই আমাকে দারুণ অনুপ্রাণি
করেছে। আর রক্ত? না, ভাই রক্ত বিক্রি করতে হবে না। আল্লাহ চাহে তো, আমরা
কষ্ট করে তা চালু রাখার চেষ্টা করব।

✍ ঢাকা থেকে ভাই এনামুল হাসান সুখময় জীবন সিরিজ আত্ম প্রকাশে
ঘোষণায় যারপর নাই খুশি হয়েছিলেন। ভাই এনাম! আপনাদের মতো অন্যান
পাঠকদের অভিমতকে সম্মান জানাতে গিয়েই আমার এ ঘোষণা পরিবর্তন করে হৃদ
গলে সিরিজকেই আরো সামনে এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। তবে আপনি শু
আনন্দিত হবেন যে, সুখময় জীবন সিরিজের মৌলিক কথাগুলো বিভিন্ন উপায়ে চলমা
হৃদয় গলে সিরিজের আগামী বইগুলোতে পর্যায়ক্রমে এসে যাবে বলে আশা রাখি
আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

✍ শিমরাইল কান্দি, বি.বাড়ীয়া থেকে ভাই আশরাফুল ইসলাম; শিবপুর
রসিংদী থেকে ভাই আবদুল কাইউম ও মির্জাপুর টাঙ্গাইল থেকে ভাই সেকান্দ
ালীসহ আরো অনেকেই হৃদয় গলে সিরিজকে ২০ পর্যন্ত এগিয়ে নেয়ার জ
াবেদন জানিয়েছেন। হ্যাঁ, ভাইয়েরা! আপনাদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে বলে
রে নিতে পারেন। তারপরও আপনাদের নিকট দুআ প্রার্থনা করছি। যেন আল্লা
াক আমাকে আপনাদের আশা-আকাংখা যথাযথভাবে পালন করার তাওফি
ান করেন।

সবশেষে মতামত বিভাগে লেখা প্রেরণকারী সকল পাঠক-পাঠিকাকে আন্তরি
াবারকবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

- অধম লেখ

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত বিভাগে লেখা পাঠানো সম্পর্কে দু'টি কথা

[অনেকেই হৃদয়গলে সিরিজ পাঠ করে মতামত বিভাগে দু'কলম লিখে পাঠাতে চান। কিন্তু কি লিখবেন,কিভাবে লিখা শুরু করবেন এ নিয়ে কেউ কেউ হয়ত মানসিক পেরেশানী ভোগ করেন। না, আর পেরেশানীর দরকার নেই। আপনি খাতা কলম নিয়ে বসে যান এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তরসহ আপনার মনের কথাগুলো একটু গুছিয়ে সংক্ষেপে লিখতে চেষ্টা করুন। দেখবেন, আপনার মতামতটি কত সুন্দর ও আকর্ষনীয় হয়েছে? তাহলে আর দেরী কেন? এখনই লেখা শেষ করে লেখকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। মনে রাখবেন, আপনার সামান্য লেখা, লেখককে প্রবল উৎসাহ নিয়ে নিয়মিত লিখে যেতে দারুনভাবে অনুপ্রাণিত করে। আরেকটি সুসংবাদ জানিয়ে রাখি- আপনার মতামতটি কত নং সিরিজে ছাপা হচ্ছে, তা মোবাইল কিংবা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে এবং নির্বাচিত প্রথম ৩জনকে লেখকের যে কোন একটি বই উপহার হিসেবে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।]

প্রশ্নাবলী ঃ

- এ পর্যন্ত আপনি সিরিজের কয়টি বই পড়েছেন?
- কোন্ কোন্ সিরিজের কোন্ কোন্ ঘটনা আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে?
- এই বইগুলো আপনার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার কিংবা মন-মানসিকতায় কোন ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে কি? জবাব 'হ্যাঁ, সূচক হলে সংক্ষেপে লিখুন।
- আপনি কি এ বইগুলো বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনকে সুন্নত পালনের নিয়তে উপহার দিয়েছেন? দিয়ে থাকলে কাকে কাকে দিয়েছেন? বই পাঠের পর তারা কোন মন্তব্য করে থাকলে তাও লিখুন।
- আপনি কি মনে করেন, এ সিরিজের বইগুলো বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি মুসলিম পরিবারে থাকুক। যদি তা-ই মনে করে থাকেন, তবে এজন্য আপনি কি করছেন বা কি করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছেন?
- আপনার নিজের কিংবা আশেপাশের পারিবারিক পাঠাগারসহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে এ সিরিজের সবগুলো বই পৌঁছেছে কি?

www.smfoundationbd.com

লেখার নিয়মাবলী ঃ লিখবেন- কাগজের এক পিঠে। প্রতি লাইন পর পর পর্যাপ্ত ফাঁক রেখে। কাগজের বা দিকে কমপক্ষে এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দিয়ে। স্পষ্ট হস্তাক্ষরে। লেখার নীচে পুরো নাম ঠিকানাসহ। যারা রুলটানা কাগজ ব্যবহার করেন তারা এক লাইন বাদ দিয়ে লিখবেন। কেমন? আর হ্যাঁ, খামের বা দিকের উপরের কোণে তো অবশ্যই **"পাঠকের মতামত"** কথাটি লিখতে ভুলবেন না।

হৃদয় গলে সিরিজের বই পাওয়ার জন্য আপনি যা যা করতে পারেন

- ❑ আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরীয়ানকে ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৪/নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা অথবা আল কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে বই আনার জন্য অর্ডার দিন।

অথবা

- ❑ একটু কষ্ট করে লেখকের বর্তমান ঠিকানায় সরাসরি চলে আসুন।

অথবা

- ❑ পূর্ণ নাম ঠিকানাসহ বইয়ের নাম ও পরিমান উল্লেখ করে লেখক বরাবর চিঠি লিখুন কিংবা ফোন করুন। (মোবাইল নং-০১৭২-৭৯২১৯৩) অগ্রীম টাকা পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ইনশাআল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে ভিপি যোগে আপনার ঠিকানায় বই পৌঁছে যাবে।

আপনার আশে পাশে কুরিয়ার সার্ভিসের কোন শাখা থাকলে এবং ২/১ দিনের মধ্যে বই পেতে চাইলে তাও চিঠি কিংবা ফোনের মাধ্যমে লেখককে জানিয়ে দিন। তবে এক্ষেত্রে প্রতি বইয়ের জন্য ৪০ টাকা হারে অগ্রিম টাকা পাঠাতে হবে।

www.smfoundationbd.com

হৃদয় গলে সিরিজ তাদের জন্য.....

▲ যারা চরিত্রগঠনমূলক, হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী গল্প-কাহিনী পড়তে ভালবাসেন।

▲ যারা বিভিন্নপ্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলি অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করতে চান।

▲ যারা স্বীয় সন্তান কিংবা অন্য কোনো আপনজনকে নেককার, খোদাভীরু, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য কোনো ভাল বই খোঁজ করছেন।

▲ যারা প্রিয়জনকে এমন কোনো অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিতে চান যা উপহার গ্রহীতাকে কেবল খুশিই করবে না, হৃদয়ের খোরাকও যোগাবে।

▲ যারা ঈমানের মজবুতী ও নিস্তেজ হয়ে পড়া জিহাদী চেতনাকে শাণিত করতে চান।

▲ যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার প্রদানের জন্য সন্তোষজনক কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

▲ যারা নিজেদের পাঠাগারগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠমানের বই দ্বারা সমৃদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

▲ যারা নিজেদের ভাষণ-বক্তৃতাগুলোকে আরও তেজোদীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মাধ্যমে মুসলমান নর-নারীদের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

তথ্যসূত্র

[পূর্ববর্তী সিরিজগুলোতে বর্ণিত যেসব ঘটনার সূত্র দেওয়া হয়নি তা নিম্নে প্রদত্ত হলো]

বইয়ের নাম	পৃষ্ঠা	গল্প/ঘটনার শিরোনাম	সূত্র/সহায়তায়
যে গল্পে হৃদয় গলে (১ম খন্ড)	১৩	অপূর্ব আত্মদান	রিজালুন হাওলার রাসূল পৃঃ ৩৯২ হায়াতুস সাহাবা ২ঃ১০৯ বুখারী (২য় খন্ড)
ঐ	১৭	কবরেও ধনী দরিদ্র	প্রেষ্টিজ কনসার্নড
ঐ	২২	জীবন পরিবর্তনের এক বিস্ময়কর ঘটনা	হায়াতুল হায়াওয়ান ৩ঃ ২৫০
ঐ	৩৪	নারীর ইজ্জত নিয়ে পৈশাচিক খেলা	গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে
ঐ	৬৬	আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা	ত্বাবাকাতে হানাবেলা
ঐ	৮০	লোভে পাপ পাপে মৃত্যু	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া
ঐ	১০১	চোগলখোরী একটি মারাত্মক ব্যাধি	ইহইয়াউল উলূম
ঐ	১০৭	প্রকৃতপক্ষে একেই বলে আমীর	আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে
ঐ	১০৯	স্বামীর কথা মানার আশ্চর্য ফল	দুররে মানসূর ২ঃ১৫৪

www.smfoundationbd.com

বইয়ের নাম	পৃষ্ঠা	গল্প/ঘটনার শিরোনাম	সূত্র/সহায়তায়
যে গল্পে হৃদয় গলে (২য় খণ্ড)	৫১	বর্বরতা ও পাশবিকতার একটি নির্মম চিত্র	আগুনের কারাগার
ঐ	৫৫	মুসলমানদের ইজ্জত নিয়ে হোলিখেলা	ঐ
ঐ	৫৭	আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা	ঐ
ঐ	৬০	মেয়েদের তো এমনই হওয়া চাই	মেয়েদের সুন্দর জীবন, পৃষ্ঠাঃ ৩৮
ঐ	৭০	মাকে কষ্ট দেওয়ার নির্মম পরিণতি	মাসিক আদর্শ নারী
যে গল্পে হৃদয় গলে (৩য় খণ্ড)	৬৬	মহিয়সী মা	সলফ ওয়া আকাবির কা তারীকে মুতালাআ আউর উনাকে ইলমী ইনহিমাক
ঈমানদীপ্ত কাহিনী সিরিজ ৭	১১	বিধর্মীদের রীতিনীতি পছন্দকরণ	মউতকে যাদ কিয়া হোগা!

বাংলা ভাষাভাষী সকল ভাই বোনের নিকট হৃদয় গলে সিরিজের সবগুলো বই পৌঁছে— এই হোক আপনার, আমার সকলের আন্তরিক কামনা।

পরবর্তী বই

হারানো দিনের সোনালী কাহিনী

(সিরিজ— ১১)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা পাবেন

আপনাদের সংগ্রহে রাখার মতো লেখকের বই সমূহ

বইগুলো নিজে পড়ুন। সংগ্রহে রাখুন। প্রিয়জনকে উপহার দিন। ভাল লাগলে অপরকেও পড়তে এবং সংগ্রহে রাখতে উৎসাহিত করুন।

ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.smfoundationbd.com